ঐ দেখ দাঁড়ায়ে পায়ে, আরও প্রহার পায়ে পায়ে,
দিনান্তে না খেতে পেয়ে বাঁচে কেবল কৃষ্ণ ব'লে ॥
ব'ল তারে ভাল করে, গিয়াছে খুব ভাল করে,
মাতা পিতা হত্যা পাতক কিছুই না মনে করে,
সুদন বলে ও দেবকী, ও কথা আর বলব কি,
চিরকাল ত এমনি দেখি, পাতকী তোমার ছেলে ॥ ৩০১

মধুকান।

[কৃষ্ণের উক্তি।]

জয়জয়ন্তী—টিমাতেতালা।

কেমনে ত্যজিব এখন গোকুল।
কি রূপে হ'ব প্রতিকূল,
যাবে ব্রজের একুল ওকুল দুকুল ॥
ঘুমালে পর মা জননী, ডাকিয়ে খাওয়ায় নবনী,
সে মা হ'বে কাঙ্গালিনী, ত্যজবে প্রাণী যে দিন যাব ওকুল ॥
যে পিতার লইয়ে বাধা থাকিতাম পথে,
সে বাধায় কাল পড়বে বাধা ফেলিবে মাথে,
মরবে সকল বৎস ধেনু, খা'বে না খা'বে না তৃণ,
শুকাবে সব তৃণ বন, বন হ'বে বৃন্দাবন হ'বে আকুল ॥
যে কিশোরী বাঁসরী বিনা না শুনে কাণে,
সে বাসে বাঁশের বাঁশী বাজবে কেমনে,—
সে রয়েছে আপন মনে, তার মন ল'য়ে যাই কেমনে,
বলবে এই তার ছিল মনে,
মরবে সুদন পাবে না কোন কুল ॥ ৩০২ মধুকান।

[কৃষ্ণ মথুরায় গমনকালে ললিতার উক্তি।]

মঙ্গল বিভাস—চিমাতেতালা।

রাই তুমি অমূল্য মাল্য গাঁথিছ যাহার কারণে।
মথুরায় তার মাল্য বদল হ'বে না জানি কার সনে॥
কেন গাঁথ চিকন মালা, ছেড়ে যা'বে চিকন কালা,
শেষে কেবল ঐ মালা, জপমালা হ'বে মনে॥
মালা হেরে হবে জ্বালা, মরিব প্রাণ জ্বলে—
শেষে মালা ভেসে যাবে নয়নের জলে,—
কেন গাঁথ বনমালা, দিতে হ'বে বনে মালা,
মথুরায় সব চাঁদের মালা মতির মালা দিবে এনে॥
কাল হারাবি মোহনমালা পরিবে কে—
কাঁদিবি বলে মদনমোহন, মরিবি সেই দুখে—
রথ লয়ে এসেছে মুনি হরে নিতে মাথার মণি,
সুদন বলে বিনোদিনি! বৃথা মালা গাঁথ কেনে॥ ৩০৩

মধুকান।

বিভাস—চিমাতেতালা।

বোলো তারে কারাগারে আর কত দিন রইতে হবে।
সে দিনের আর বাকি ক'দিন চিরদিন কি কাঁদতে হবে।
একে কপাল পাষাণ চাপা, বুকের মাঝে পাথর চাপা,
নয়ন জলে নয়ন ঝাঁপা, শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য প্রভাবে॥
পুণ্য ফলে পুত্র কোলে পেয়ে যে ছিলাম,—
তেমনি সুখে বন্দিশালে জন্ম গোঁয়ালাম।

যে স্থখেতে হেথা আছি, একবার কৃষ্ণ পেলে বাঁচি,
কিম্বা কৃষ্ণ পেলে বাঁচি, এ বাঁচায় আর কি ফল হবে।
অসিতে অষ্টমী রেতে, এই কারাগারে,
ব্রহ্মমূর্ত্তি দেখাইল করুণা ক'রে।
কোন্ পুণ্যে বা গর্ব্ভে ধরে,
কোন্ পাপে বা কারাগারে,—
স্থদন বলে ব'লো তারে, এ বন্ধন ঘুচিবে কবে॥ ৩০৪

মধুকান।

[প্রহ্লাদ চরিত্র।]

হরিনামে পাষাণ গলে, মা গো আমার কিসের ভয়?
যখন বল্‌বো গিয়ে পিতার কোলে,বল্‌বো হরি বাহু তুলে,
পিতাও আমার ও মা,—হরিনামে যাবে ভুলে।
তুমিও আমার মা,—হরিও আমার মা,—
মায়ের কাছে বল্‌বো হরি,
হরির কাছে বল্‌বো মা। ৩০৫ রাজকৃষ্ণ রায়।

কোথায় আছ হে পদ্মপলাশ-লোচন,—
(হরি হে! আমার প্রাণের হরি!)
মরি তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু সাধ পূরিল না হে,—
আমার হরিবলা সাধ পূরিল না হে,—
সাধের হরিবলা আধা রয়ে গেল—
মুকুল জীবন আজ অকূল পাথারে,
ভেসে গেল—ভেসে গেল হে—
ও কাঙ্গালের নাথ!

যায় যাক্, তায় ক্ষতি নাই,
কেবল এই চাই, হরি! এই চাই—
যেন তোমার চরণে শান্তি পাই। ৩০৬

রাজকৃষ্ণ রায়।

পিতা! একবার হরি হরি বল,
মনের সুখে হরি বল,
প্রাণের সুখে হরি বল,
পিতা, যে মুখে দাও গালাগালি—
আমার হরিকে হে
সেই মুখে একবার হরি বল—
হরি হরি হরি বল। ৩০৭ ঐ

প্রহ্লাদ আমার গুরুর গুরু,
এমন গুরু আর পাব না।
এই গুরুর কৃপায় জগৎগুরুর—
নাম জেনেছি আর ভুলি না।
হরিবল মন! ভক্তি ভরে,
বিপদ সাগরে যাবি তরে,
ভবের শ্মশান থাক্‌বে দূরে,
পাপে-মরা আর রব না;—
ইহ লোকেই স্বর্গ পাব,
ঘুচে যাবে যম-যাতনা॥ ৩০৮ ঐ

ও মা! হরি হরি বল না?
প্রাণের ভয় ভেব না, হরি-পদ ভাব না।
হরিনামে বিপদ ঘোচে,
মরণ ছু য়েও জীবন বাঁচে,
ঐ মা, হরি দাঁড়ায়ে আছে, নয়ন মুদে দেখ না?
হরি হরি হরি বোলে পিতার কাছে চল না॥ ৩০৯

রাজকৃষ্ণ রায়।

আহা আয়রে বাছা, আয় কোলে আয়,
একবার চুমিব ও চাঁদবদন খানি!
ও হে ভক্ত চূড়ামণি!
আমায় বেঁধেছিস্ বাপ! ভক্তিডোরে,
আমি যাই না কোথা ছেড়ে তোরে,
হেরে তোরে ভাসি প্রেমসাগরে।
বাছা! তোর মত না হ'লে পরে,
কোন্ জীব পায় আমারে?
মনের সুখে না ডাকিলে, প্রেমের হরি নাহি মিলে।
যে জন মনে ভুলে, মুখে ডাকে,
আমার প্রেম চায় না তাকে,
যে জন তোমার মত,—বাছারে,—
তোমার মত ডাকে ভক্তিভরে,
বাঁধা আমি তার দুয়ারে॥ ৩১০ ঐ

গুরো! সাধের স্বপন ভেঙ্গে দিলে—
স্বপন মুরতি অতীব সুন্দর, কাল বরণ তবু মনোহর,
বল গুরো! এখন কোথা গেলে মিলে?
মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ বলে,
এই যে আমায় কোলে নিলে তুলে,
নূপুর বাজে তার পায়, আমায় ছেড়ে শূন্তে চলে গেলে।
বল গুরো! তারে কোথায় মিলে,
কেন আমার সাধের স্বপন ভেঙ্গে দিলে॥ ৩১১

শরচ্চন্দ্র সরকার।

গুরো! কি শিখালে গো আজি আমারে।
যে নামের ভিখারী আমি,
আদি যে তার এই অক্ষরে।
যারে বড় ভালবাসি, যার তরে অভিলাষি,
সে নামের আদিবর্ণ,
আজ পশিল অন্তরে॥ ৩১২

শরচ্চন্দ্র রায়।

সুম খাম্বাজ—একতালা।

আমার বংশীবদন শ্যাম নেচে নেচে বাজায় বাঁশরী।
ধেয়ে আয় দেখবি যদি, বদন ভরে বল হরি।
মরি হায় কি মোহন সাজে
কি মধুর নূপুর বাজে,

দোলে বনমালা নাচে কালা প্রাণ মন মজে ;
প্রেমে গ'লে বাঁশী বলে, আয় রে আয় কোলে করি ॥২১৩

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

[দক্ষ যজ্ঞ।]

আশা যোগীয়া—একতালা।

ফিরে চাও, প্রেমিক সন্ন্যাসী।
ঘুচাও ব্যথা, কওনা কথা, কার প্রেমে হে উদাসী।
রয়েছ মত্ত ধ্যানে, তত্ত্ব তোমার কেবা জানে,
অনুরাগী, সুধাই যোগী,
প্রাণ দিলে কি লও হে আসি ॥ ৩১৪

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

সিন্ধুভৈরবী—একতালা।

এলো তোর খ্যাপা দিগম্বর, ওলো রাখিস্ ধরে ;
বড় স্যায়না খ্যাপা, প্রাণ চুরি করে, যেন যায় না স'রে।
প্রেমে ভোলা, প্রাণ হাতে নেনা,
আগে দিওনা প্রাণ, তোরে করি মানা,
খ্যাপা বেদনা বোঝে না লো,—
মজায় যারে তারে, কাঁদায় এম্‌নি ক'রে ॥ ৩১৫ ঐ

[ধ্রুবচরিত্র।]

লুম্ ঝিঁঝিট—একতালা।

নাচ বনমালী, দিব করতালি,
শুনিব নূপুর বাজিবে পায়।
হরি বলে, ধ্রুব নেচে চলে, হরি বলে ধ্রুব প্রাণ জুড়ায়।

নাচ হরি, হেরি নয়ন ভরি, পরাণ ভরি ডাকি হরি হরি,
ধ্রুব ভালবাসে পীতবাসে ;— প্রাণ দেখিতে ধায়।
বাঁকা শিখি পাখা, ছটী নয়ন বাঁকা,
কিবা অলকা তিলকা রেখা ;—
পায়ে পায়ে বাঁকা শ্যাম দাঁড়ায়।
ধ্রুব ও ছটী চায়॥ ৩১৬ অজ্ঞাত।

[ব্রজলীলা।]
কীর্ত্তন।

আয় রে আয় কানাই বলাই।
আয়না রে ভাই ব্রজে যাই।
তিন দিন না দেখে তোদের ; বুঝিবা মা যশোদা বেঁচে নাই।
সবাকার প্রাণ হরণ করে, কেমন ক'রে পরাণ ধ'রে,
এ ছার মথুরা পুরে, সব ভুলে রয়েছ ভাই।
গোষ্ঠের খেলা কদমতলা কিছুই কি আর মনে নাই॥ ৩১৭

অতুলকৃষ্ণ মিত্র।

ছায়ানট—একতালা।

এসেছে এসেছে কানাই।
বৃন্দাবনে বনে বনে কানু নিয়ে চল যাই।
দাঁড়াবে কদমতলায়, সাজাব বনমালায়,
প্রাণের কানাই, কানাই বিনে,
রাখালদের তো কেহ নাই।
আবার গোঠে বাজাবে বেণু,
আবার গোঠে নাচ্‌বে ধেনু,

আবার গোঠে খেল্‌বে কানু,
কানাই নিয়ে খেল্‌ব ভাই ॥ ৩১৮ অজ্ঞাত।

ভৈরবী—মধ্যমান।

আজ গোঠে যেও না গোপাল।
প্রাণ কাঁদে নীলমণি, ও ব্রজদুলাল।
যারে রে বালক তোরা, রেখে যা মোর ননীচোরা,
এ নীলরতন ভিক্ষা আজি দেরে রাখাল ॥ ৩১৯

অজ্ঞাত।

[যশোদার উক্তি।]

গোষ্ঠলীলা।

দিব না গোষ্ঠে বিদায় মোর, নীলমণি ধনে।
কপাল মন্দ তাইতে সন্দ, বলাই হচ্ছে রে মনে।
কুস্বপন দেখেছি ভারি, যেন হারাইয়েছি হরি,
বলাই রে তোর করে ধরি,
মন মানে তো নয়ন না মানে।
আজকের মতন যারে তোরা, ঘরে থাক মোর মাখনচোরা,
পলকেতে হইরে হারা, নয়নতারা দিয়ে বনে ॥ ৩২০

মদনলাল মিশ্র।

চতুর্থ অধ্যায়।

ঐতিহাসিক সঙ্গীত।

[বাল্মীকির প্রতি।]

সাহানা বাহার—খং।

নমি আমি কবিগুরু তব চরণ-কমলে ;
স্মরিতে তোমার নাম অজস্র প্রেম উথলে।
আর্য্যাদের শিরোমণি, তুমি শত রত্নমণি ;
জগত মোহিতে কিবা কাব্যশক্তি প্রকাশিলে।
শুভক্ষণে কবি গুরু, রোপিলে যে কল্পতরু ;
ভরিল ভারত হায় তার কত ফুল ফলে।
ভবভূতি কালিদাস, মধু আদি কৃত্তিবাস,
সেই পুষ্পে গাঁথি মালা পূজ্য হন ভূমণ্ডলে।
পুণ্যের ভাণ্ডার সম, তব চিত্ত অনুপম ;
অপূর্ব্ব স্বর্গের সৃষ্টি করিয়াছ ধরাতলে।
জগতের অভিরাম, হেন গুণনিধি রাম,
সতীত্ব-রূপিণী সীতা বিরচিলে কি কৌশলে।
ভাল শিক্ষা দিলে তুমি, গাইছে ভারতভূমি—
জয় বাল্মীকির জয়, জয় সীতারাম বলে। ৩২১

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

[বুদ্ধদেবের প্রতি।]

বসন্তবাহার—তেতালা।

ধন্য ধন্য শাক্য-সিংহ পুরুষ প্রধান;
কোটী কোটী নারীনরে করিছে অভিবাদন।
রাজ্যধন ত্যজিয়ে, যৌবনেতে যোগী হয়ে,
জীবের দুঃখ নিবারিতে করিলে সাধন;
দয়ারূপে অবতীর্ণ, তুমি হে সুজন;—
ধরার দুঃখ ঘুচাইতে কর্‌লে আত্ম-বিসর্জ্জন।
প্রেমের প্লাবনে তুমি, ভাসাইলে আর্য্য-ভূমি,
অহিংসা পরম ধর্ম্ম করিলে প্রচার;
স্বার্থনাশে খুলে দিলে স্বর্গের দুয়ার;—
সাম্যমন্ত্র উচ্চারণে কাঁপাইলে ত্রিভুবন। ৩২২

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

[রামের রাজ্যাভিষেক, বনবাস, লঙ্কা-সমর, সীতার বনবাস, অভিমন্যু বধ, তরণীসেন বধ, মেঘনাদ বধ, সীতাহরণ, নিমাই সন্ন্যাস, দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণ ও বিজয় বসন্ত।]

মল্লার—একতালা।

নব জলধর রাম-রঘুবর বিরাজে অযোধ্যা-মাঝে
কিবা, বিরাজে অযোধ্যা-মাঝে।
হর-শরাসন করিয়ে ভঙ্গ, মিলিত হেমাঙ্গী জানকী-সঙ্গ,
পরম পবিত্র প্রণয়-প্রসঙ্গ, অপরূপ রূপ সাজে।
আজানুলম্বিত, বাহু সুললিত, কোদণ্ড শোভিত তাহে।

লোকাভিরাম, গুণ অনুপম, জগজন-মন মোহে।
অতি গভীর ধীর শান্ত, সুশীল সরলচিত্ত একান্ত,
অনুজগণ প্রিয় নিতান্ত, বিজয়ী সমরকাজে॥ ৩২৩

—— মনোমোহন বসু।

[রামের অভিষেক-কালে।]

সাহানা—তিমেতেতালা।

অযোধ্যা নগরে আজু আনন্দ অপার।
রাম রাজ্যেশ্বর হ'বে, শুভ সমাচার।
মধুর মঙ্গল গীত, শুনি অতি সুললিত,
মঙ্গল বাজনা কত, বাজে অনিবার।
পল্লব-কুসুম-হারে, কি বা শোভা দ্বারে দ্বারে,
প্রতি ঘরে সবে করে মঙ্গল আচার॥ ৩২৪ ঐ

——

ধনেশ্রী—কাওয়ালী।

কি আনন্দ উদয় আজি অযোধ্যা-ভবনে।
রাজ্যেশ্বর হ'য়ে রাম বস্‌লেন সিংহাসনে।
দুঃখ গেল অস্ত, পুরজন ব্যস্ত,
আনন্দ-উৎসব আর মঙ্গল আচরণে॥ ৩২৫

—— কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

[কৌশল্যার উক্তি।]

খট্—কাওয়ালী।

হায় কি হইল, এই মনে ছিল, ও হে বিধি তোমারো।
কি দোষ পাইলে, সমূলে নাশিলে, আশালতা আমারো।

পলকে প্রলয়, হেন জ্ঞান হয়, নাহি হেরিলে যা'রে,
কেমনে সে ধনে, পাঠা'য়ে বনে, রব ভবনে আরো।
কে আর যতনে, মধুর বচনে, ডাকিবে বলে মা মা,
তাপিত হৃদয়, হইবে শীতল, হেরে মুখ কাহারো।
বাঁচিয়ে কি ফল, ভখির গরল, অথবা অনলে পশি,
অথবা জীবনে, জীবন ত্যজিয়ে, জুড়া'ব জ্বালা এবারো॥ ৩২৬

মনোমোহন বসু।

[দশরথের উক্তি।]

ঝুরির—সুর।

এ কি হ'ল রে আমার রামকে দিলেম বনে,
কি প্রতিজ্ঞা করেছিলেম কেকৈরাণীর কথা শুনে।
হাতে নিয়ে ধনুর্ব্বাণ বধেছিলেম মুনির প্রাণ,
অন্ধ মুনির অভিশাপ ফল্লো বুঝি এত দিনে।
রাজবরণ কেড়ে নিলেম জটা বাকল পরাইলেম,
হস্তে ধরে বনে দিলেম ধিক্ রে আমার এ জীবনে॥ ৩২৭

অজ্ঞাত।

[রামের প্রতি কৌশল্যা।]

কীর্ত্তন-ভাঙ্গা সুর—একতালা।

ও রে রাম কেমনে দি বিদায় এ প্রাণে।
একবার আয় রে কোলে,
সাধনের আমার সর্ব্বস্ব ধন,
ও বাপ তোর শোকে তোর পিতা প'ড়ে ধরাসনে।
কত যাগ যজ্ঞ করে, পেয়েছি বাপ তোরে,
রাজা হবি বসবি সিংহাসনে॥

কে সাধিল বাদ, হল হরিষে বিষাদ,
বুঝি অন্ধমুনির শাপ ফলো এত দিনে।
তোর কুণ্ডল হার মণি, কৈ রে রঘুমণি,
নূপুর দুখানি কৈ চরণে;
ছিন্ন ভিন্ন বেশ, ছিন্ন ভিন্ন চাঁচর কেশ,
ও বাপ কেমনেতে যাবি সে কঠিন কাননে।
তোর জটা বাকল হেরে, মন প্রাণ বিদরে,
এমন করে অঙ্গে দিলে কোন্ প্রাণে;
তোর বিদায় শুনে, আমার বক্ষে শেল হানে,
ও বাপ তুই কেন রে যাবি আমি যাই সে বনে।
মায়ে দিয়ে মনস্তাপ, যেও না রে বাপ,
দিব জলে ঝাঁপ কাজ কি এ প্রাণে;
তুই গুণের নিধি, বুঝি বাম হ'ল বিধি,
হ'ল সুদিনেতে কুদিন যদুদাসে ভনে॥ ৩২৮

যদুনাথ দাস।

জঙ্গলা-সারঙ্গ-সং—চিমেতেতালা।

বনবাসে যাবি রে রাম তুই শুনে জ্ঞানশূন্য
হ'য়ে আছি যাদুমণি।
বহু আরাধনাতে, বিধি দিয়েছিল,
তোমা তুল্য নন্দন,
ভাগ্য-দোষে বুঝি তোরে হারাই বাছাধন।
কাল সতিনীর মনে যা ছিল, হায় বিধি পুরাইল,
শোকে বুক কেটে গেল॥ ৩২৯

রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

[ভরতের উক্তি।]

মল্লার মিশ্রিত—মনোহরসাই।

যত দিন দাদা আমার না আসিবেন ঘরে।
তত দিন শোব আমি কুশের উপরে॥
জল কিম্বা ফলমূল ভোজন করিব।
চিরবাস কিম্বা বৃক্ষ-বাকল পরিব॥
শত্রুঘ্ন বটক্ষীর কর আরোহণ।
এখনি করিব আমি জটা বিরচন॥ ৩৩০

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

[ভরতের উক্তি।]

মনোহরসাই—লোভা।

এখন আমায় যোগী সাজাইয়ে দে রে ভাই (যোগী);
আর যে আমার রাজবেশের কাজ নাই রে (যোগী সাজাইয়ে)
আমার রাজবেশের কাজ নাই রে (যোগী সাজাইয়ে)॥
যদি যোগী হলেন রঘুবর, তবে আমাকেও ভাই যোগী কর।
(আমার রাজবেশের কাজ নাই রে সাজাইয়ে দে)॥ ৩৩১ ঐ

[সুমিত্রার প্রতি কৌশল্যার উক্তি।]

দেবগিরি বিভাস—খয়রা।

এই নয় মনে বাঁছা রামধনে,
পেলেম নাকো আমি বুঝি যেন আর।
পাব বলি আশা, করি যে দুরাশা,
আশার বাসা বিধি, ভেঙ্গেছে আমার॥

বাজে অঙ্গ যার, কুসুমের গেযে,
এ দারুণ পথে, কেমনে বা সে যে-
করেছে গমন, ভাবি অনুক্ষণ ও তাই বল রে,
হায় কত যাতনা হয়েছে বাছার ॥ ৩৩২

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

[কৌশল্যার উক্তি।]

মিশ্রভৈরবী—আড়াঠেকা।

বিদায় দেও রামধনে আমার, কেকৈ তোমার করে ধরি।
উপবাসী রামকে আমার করো না কো বনচারী ॥
আমি থাকিব না আর অযোধ্যাতে, রাজ্যধন দেও ভরতে,
রামধনকে নিয়ে কোলেতে, হব আমি দেশান্তরী ॥ ৩৩৩

অজ্ঞাত।

[কৌশল্যার উক্তি।]

ঝিঁঝিট—খয়রা।

কোথায় রলি রে দুঃখিনীর তনয়, দুঃখিনীর এই দুঃখের সময়,
চাঁদবদনে একবার আমায় মা বোলে বাপ কোলে আয়!
আমি অনাথিনী হ'য়ে তোদের মুখ না হেরিয়ে।
দুঃখের উপর দুঃখের হিয়ে, দুঃখানলে জ্বলে যায় ॥
(১) আমার সাগর-সেঁচা ধন; বাছাধন রে তোরে,
কত আরাধন কোরে পেয়েছিলেম।
আমি কারে কব মন্দ, কপাল আমার মন্দ,
দৈব প্রতিবন্ধ হলো রে, ও তাই যতনের ধন,
তুই যে রাম রতন, অযতন কোরে হারাইলেম।

একবার এসে অভাগীরে, জন্মের মত দেখে যা রে।
আর যে মায়ে দেখবি না রে, মা যদি তোর মোরে যায়॥ ৩৩৪

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

[দশরথের মৃত্যুতে ভরতের প্রতি রাম।]

বিভাস ও মল্লার মিশ্রিত—খয়রা।

কি শুনালি ও ভাই ভরত রে।
পিতার প্রাণান্ত সময়ে একবার দেখলেম না রে॥
মুনি পেয়ে মনস্তাপ, দিয়েছিলেন শাপ,
সে শাপ কাল-সাপ হয়ে দংশিল কি তাঁরে॥
(১) আমার অন্তরে বলে, পিতা আমার শোকানলে,
চিরদিন আর জলবেন না বোলে, ত্বরায় ত্যজিলেন জীবন,
না জানি রে তখন, কত রাম রাম বোলে ডেকেছেন আমারে।
(২) পিতাকে প্রণাম করে, যখন আসি বনান্তরে,
তখন তিনি ধরাতে পোড়ে, শোকে ছিলেন অচেতন।
সে বেদন রে যেমন, আমার, শেল সম হয়ে রয়েছে অন্তরে॥ ৩৩৫

ঐ

[ঊর্ম্মিলার প্রতি জানকী।]

ঝংলাট—একতালা।

সুধাও কি গো ভগ্নী, সুধাংশুবদনী,
দুঃখের কাহিনী, বোলবো কি।
বিধি, দুঃখ আহরিয়ে, দারুণ,
বিধি দুঃখ আহরিয়ে, বিষ মিশাইয়ে,
গড়েছিল দুঃখের মুরতী জানকী।

কোরে হরধনুঃভঙ্গ জনকপ্রতিজ্ঞায়,
পরে শ্রীরাম আমায় কোল্লেন পরিণয়,
পথে পরশুরামে যুদ্ধে করি জয়,
অভাগীরে নিয়ে এলেন অযোধ্যায়।
ও গো আমায় এনে ঘরে, প্রভু,
ও গো আমায় এনে ঘরে, রাম রঘুবরে,
এক দিনের তরে হলেন না কো সুখী ॥
যখন ক্ষিতিপতি হবেন রাম রঘুমণি,
আমি অভাগিনী হব রাজরাণী।
কপালের লেখা স্বপনে না জানি,
রাজমহিষী হতে হলেম কাঙ্গালিনী ॥
দেখ তরুতলে বাস, ত্যজে রাজবাস,
কেবল বনফল খেয়ে এ জীবন রাখি ॥
আমি দেখি নাই জন্মে জননী কখন,
আমার ধরণী জননী জানে সর্ব্বজন।
বিধাতার বিধি না যায় খণ্ডন,
না জানি কপালে কি আছে লিখন।
দেখে প্রভুর শ্রীচরণ, দেবর-বদন,
আমার সকল দুখ আমি নিবারিয়ে থাকি ॥ ৩৩৬

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

[কৌশল্যার উক্তি।]

দেবগিরি বিভাস—খয়রা।

নিয়ে জানকীরে, আর কি ঘরে ফিরে,
যাবি নে রে বাপ দুঃখিনীর জীবন।

আমি তোদের থুয়ে বনে, যাইব ভবনে,
সে যে আমার বড় অসহ্য বেদন ॥
আর কি রে বাছা দেখ্‌বো না তোমাকে,
আর কি রে মা বলে জুড়াবি নে মাকে,
তাকি জান না রে জগত মাঝারে,
তোমা বিহনে,
আমার আর কি ধন আছে ও রে বাছা ধন ॥ ৩৩৭

——— কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

[কৌশল্যার উক্তি।]

ও রামশশী হবি কানন বাসী,
কে আমারে ডাকবে "মা" বলে।
থিরসর নবনী রে বাপ দিব কার বদন কমলে ॥
জটা বাকল পরে যাবি রে বনে,
তাই কি সহে মায়ের প্রাণে,
আমি হেরব কেমনে,
মণিহারা ফণীর মত হ'ব রাম তুই গেলে বনে ॥ ৩৩৮

——— অজ্ঞাত।

[কৌশল্যার উক্তি।]
যোগিয়া—একতালা।

এই ছিল কি মোর কপালে লিখন (রাম রে)।
কোথা রাজমহিষী আমি রাজার মা হইব,
সাধ করে বসেছি মনে ; কোথা রামধন দিয়ে বনে,
অযোধ্যাভবনে, হতে হলো কাঙ্গালিনী এখন।

(হতে হলো এখন ; সেই ধন হারাইয়ে,
আমার কতই আরাধনের ধন রামধন হারাইয়ে ;
আমার কতই আরা ; কত যাগ যজ্ঞ, কঠিন ব্রত,
কোরে তোরে পেয়েছি বাপ, সেই ধন হারাইয়ে,
হতে হলো,——এখন ; আমার কতই আরা ;
ও যার রক্ষা লাগি আপন বক্ষ চিরে,
ও সেই রুধির দিয়ে কত দেব দেবী পূজেছি,
সেই ধন হারাইয়ে, হতে হলো এখন)।
দণ্ডে দশ বার না দেখিলে যায়,
জ্ঞান হয় যেন বুক ফেটে যায়,
চৌদ্দ বৎসর তায়, না দেখে তোমায়,
কেমনে বাঁচিবে এ দুঃখিনী মায়।
তোমার শোকে যদি মরণ না হয়,
কেন্দে কেন্দে অন্ধ হব যে নিশ্চয়,
এক বার এস বাছাধন ও বিধুবদন,
জন্মের মত হেরি থাকিতে নয়ন ॥ ৩৩৯

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

[ভরতের প্রতি রাম।]

বিভাস—একতালা।

প্রাণের ভরত রে, তুমি আমার মাকে দেখো।
মা যেন না মরেন প্রাণে সদা সাবধানে রেখো ॥
মা যখন বোসে বিরলে, কাঁদবেন রে ভাই রাম রাম বোলে,
তখন তুমি যেয়ে মায়ের কোলে, চাঁদমুখে মা বোলে ডেকো।

আমি মায়ের এমনি কুসন্তান,
দূরে থাক্ মায়ের সুখসম্প্রদান।
জনম অবধি কেবল নিরবধি,
হইলেম তাঁর দুঃখের নিদান॥
যদি তাঁর গর্ভে আমি অভাজন,
নাহি করিতাম ভাই জনম ধারণ।
তা হ'লে কখন, থাকিতে জীবন,
ও তাঁর, পুত্রশোকানলে দহিত না প্রাণ।
চৌদ্দ বৎসরের পরে, যদি ফিরে আসি ঘরে,
তবে তখন মায়ের সেবা কোরে, করিব জীবন সার্থক॥ ৩৪০

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

[রামের বনগমন কালে অযোধ্যা নগরবাসীদের উক্তি।]

যোগীয়া—ঢিমেতেতালা।

কি সাধে বিষাদ ঘটিল, হায় কি হইল!
অযোধ্যা-জীবন রাম দেখ বিপিনে চলিল।
সঙ্গে অনুজ লক্ষ্মণ, ত্যজিয়ে রাজভূষণ,
কটীতে চীর বসন, মস্তকে জটা বাঁধিল।
জনক-রাজনন্দিনী, রূপে স্থিরা সৌদামিনী,
হইতে পতিসঙ্গিনী, সব সুখ তেয়াগিল।
রাজারাণী কি পাষাণ, কেমনে ধরিয়ে প্রাণ,
এমন অমূল্য ধন, বনে বিসর্জ্জন দিল।
মনের বাসনা যত, সমূলে হইল হত,
সুখ-রবি অস্তগত, দুখ-যামিনী আইল।

আর অযোধ্যা-নিবাসে, রহিব কি সুখ-আশে,
এই সঙ্গে বনবাসে, যাই সবে চল চল ॥ ৩৪১

মনোমোহন বসু।

[রাম বনবাস গমনকালে সীতার উক্তি।]

(বিদায় দেও রামধনে—সুর)

কালেংড়া—আড়খেম্‌টা।

কেন ও হে প্রাণনাথ, গৃহে থাক্‌তে বল আমায়!
তুমি যাবে বনবাসে শূন্য গৃহে কি ফল থাকায়।
কখন কি তোমায় ছাড়ি, একাকিনী রইতে পারি,
না করিলে সহচরী, দুঃখ কেবল প্রাণ রাখায়।
বনবাসে বহুতর, কষ্ট পাবে প্রাণেশ্বর,
এ দাসী থাকিতে কেন, বিঘ্ন হবে তোমার সেবায় ॥ ৩৪২

রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

[সীতার প্রতি সুমিত্রা।]

দেখিও লক্ষ্মী মম লক্ষ্মণে,
আর লক্ষ্য নাই, লক্ষ্মণ বিনে।
আমার অভাবে তুমি মা হবে,
নিত্য এই ভাবে তুষিও বনে।
ছাড়ি ধন সংহতি, বনেতে চলিলে সতী,
ধন্য সীতে সতী জগতমাঝে ॥ ৩৪৩

অজ্ঞাত।

[রাম-শোকে দশরথের মৃত্যুকালে রাণীগণের উক্তি।]

বিভাস—আড়াঠেকা।

উঠ উঠ মহারাজ! বারেক সম্ভাষ কর।
শ্রীমুখ মলিন তব, দেখিতে না পারি আর॥
আমরা চিরসঙ্গিনী, নিতান্ত তব অধিনী,
তবে কেন অনাথিনী, করে গেলে প্রাণেশ্বর।
অকূল দুঃখ পাথারে, ভাসাইয়ে অবলারে,
পুত্র-শোক-পারাবারে, আপনি হইলে পার।
কি করিব কোথা যাব? কোথা গে প্রাণ জুড়াব?
আর কার মুখ চাব? হেরি সব অন্ধকার॥ ৩৪৪

মনোমোহন বসু।

[রামের প্রতি কেকয়ীর উক্তি।]

আঁলেয়া—একতালা।

তুই কি আলি রে রামধন,
তুই কি আলি রে রামধন।
তুই বিনা আর কেটা বুঝে মর্ম্ম ব্যথা,
কৈ কই দুঃখের কথা শুন রে বাপধন॥
ভুবন-জীবন তোরে বনে দেই নাই আমি,
অন্তরেরই ভাব জান অন্তর্যামি,
রাবণ-বধিবারে বনে গেলে তুমি,
আমায় করে বিড়ম্বন!
বিধির চক্রে বাছা বনে গমন তোমার,

কুলবধূ কাঁদে কোলে নিয়ে কুমার,
পাপিনী মা বলে দেখে না আমায় পুত্র ভরত শত্রুঘ্ন। ৩৪৫

দাশরথী রায়।

কাল-মৃগয়া।

[দশরথের প্রতি অন্ধ মুনির তনয়।]

খট—ঝাঁপতাল।

কি দোষ করেছি তোমার, কেন গো হানিলে বাণ!
এ কি বাণে বধিলে যে, দুটী অভাগার প্রাণ!
শিশু বনচারী আমি, কিছু নাহিক জানি,
ফল মূল তুলে আনি, করি সাম-বেদ গান!
জন্মান্ধ জনক মম, তৃষায় কাতর হ'য়ে,
র'য়েছেন পথ চেয়ে, কখন যাব বারি ল'য়ে।
মরণান্তে নিয়ে যেও, এ দেহ তাঁর কোলে দিও,
দেখো, দেখো ভুল না কো, কোরো তাঁরে বারি দান!
মার্জ্জনা করিবেন পিতা, তাঁর যে দয়ার প্রাণ! ৩৪৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[অন্ধ মুনির উক্তি।]

সিন্ধু—চৌতাল।

এতক্ষণে বুঝি এলি রে!
হৃদি মাঝে আয় রে, বাছা রে!
কোথা ছিলি বনে, এ ঘোর রেতে,
এ দুর্যোগে, অন্ধ পিতারে ভুলি!

আছি সারা নিশি হায় রে,
পথ চাহিয়ে, আছি তৃষায় কাতর,
দে মুখে বারি, কাছে আয় রে! ৩৪৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কালেংড়া—ঢিমেতেতালা।

ওহে ভূপ বধ করে'ছ পুত্রধনে।
আজ্ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ ক'রব মোরা আগুণে।
শুন রাজা দশরথ, হ'য়ে তুমি পাপে রত,
বিনা দোষে সন্তানেরে করে'ছ নিধন;
পুত্রশোকে আমরা যেমন, মৃত্যু করি আলিঙ্গন,
তব মৃত্যু হ'বে সেই পুত্রশোক-কারণে॥ ৩৪৮

রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

[পুত্রের প্রতি অন্ধ মুনি।]

যাও রে অনন্তধামে মোহ মায়া পাশরি,
দুঃখ আঁধার যেথা কিছু নাহি।
জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে,
কেবলি আনন্দ-স্রোত চলি'ছে প্রবাহি!
যাও রে অনন্তধামে, অমৃত-নিকেতনে,
অমরগণ লইবে তোমা উদার প্রাণে!
দেবঋষি, রাজঋষি ব্রহ্মঋষি যে লোকে
ধ্যান-ভরে গান করে এক তানে!
যাও রে অনন্তধামে, জ্যোতির্ম্ময় আলয়ে,
শুভ্র সেই চির-বিমল পুণ্য কিরণে,

যায় যেথা দানব্রত, সত্যব্রত, পুণ্যবান,
যাও বৎস, যাও সেই দেব-সদনে! ৩৪৯

—— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[সীতার প্রতি যোগী, পঞ্চবটী বনে।]
("পাড়াতে ঘুব্ যোগাতে"—এই গানের সুর।)
পুরবী—আড়খেম্‌টা।

যোগী এসেছে দ্বারে ভিক্ষা দেও গো সীতা সতি।
উপবাসে দিন যায় আমার শীঘ্রগতি,
ও গো সীতে ভিক্ষা দিয়ে বিদায় কর এ অতিথি॥
দেখে বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী, নির্ভয়েতে ও গো নারি,
ভিক্ষা নিয়ে নিজ হস্তে,
দয়া ধর্ম্ম রাখ আজি দয়াবতি! ৩৫০

—— রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

[সীতার উক্তি।]
বসন্ত বাহার—একতালা।

কি ভিক্ষা আজ দিব হে তোমারে, (ওহে যোগীবর)
আমি অতি দুখিনী, ভিখারির ঘরণী,
বৃক্ষমূলে থাকি পত্রের কুটীরে।
যখন দেহে প্রবল হয় ক্ষুধানল,
দেবর লক্ষ্মণ আনেন দুটী ফল,
কিছুমাত্র নাই সম্বল।
আমি জানিনে চাতুরী, ওহে জটাধারি,
বারে বারে লজ্জা দিওনা আমারে॥ ৩৫১

—— অজ্ঞাত।

[যোগীর প্রতি সীতা।]

বসন্ত বাহার—একতালা।

ও রে যোগী চোর, মরণের তোর,
বিলম্ব দেখিনে আর।
হরিলি আমারে, পেয়ে একা ঘরে,
চোর তোর হ'বে প্রতীকার।
ও রে দশানন, এই আচরণ,
কেবল রে তোর পতন কারণ,
শ্রীরামের নারী, যোগীবেশে হরি,
সবংশে হবি সংহার।
ও রে দুষ্টমতি, স্বামী ভিন্ন সতী,
কভু অন্য প্রতি করে না মন ;
কৌশল্যা-নন্দন, বিনে অন্য জন,
ভ্রমেও মনেতে হবে না সীতার ॥ ৩৫২

রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

[সীতা হরণে রামের উক্তি।]

গৌরী—আড়া।

(আমার) প্রাণের সীতে না দেখে রে—হেরি সব শূন্যময়।
সীতে বিনা জীবন যা'বে, ফিরে যাবে না আলয়।
পে'তেছিলাম ছত্র দণ্ড, কৈকেয়ী মা দিল দণ্ড,
কখন কি ও রে লক্ষ্মণ, দণ্ডের উপর দণ্ড সয়,
হায় রে সে জানকীরে, একাকিনী পেয়ে ঘরে,
কে হরিল ও রে ও ভাই, হইয়ে নিদয় ॥ ৩৫৩ ঐ

[মারীচের প্রতি রাবণ।]

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

শুন শুন ও রে মারীচ আদেশ আমার।
হিরণ্য হরিণ হ'য়ে হর মনঃ সীতার।
ছলিতে রামের নারী, এইরূপ মায়া করি,
যাইতে হইবে ও হে নিশ্চয় তোমার।
হায় একি প্রাণে সয়, লক্ষ্মণের নাহি ভয়,
ভগিনীর নাসা কর্ণ কাটে দুরাচার।
মম আজ্ঞা পালন, করিলে বাঁচিবে প্রাণ,
নতুবা অবশ্য তুমি হইবে সংহার॥ ৩৫৪ ঐ

[রাবণের প্রতি মারীচ।]

আলেয়া—আড়া।

আমার নিকটে মরণ।
তাই মায়ামৃগ হ'তে বলিছ রাজন্।
কথন এই খলভাব রবে না গোপন।
রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য, সাধিতে যাই তব কার্য্য,
মৃত্যু মম অনিবার্য্য, চিন্তা অকারণ।
শুন ও হে লঙ্কাপতি, হ'য়েছে হে দুর্ম্মতি,
তাই পরনারী প্রতি করিয়াছ মন।
শেষে এই ব'লে যাই, রক্ষঃকুলের রক্ষা নাই,
যখন হ'য়েছে ইচ্ছা জানকী-হরণ॥ ৩৫৫ ঐ

[সীতা অশোক বনে।]

খাম্বাজ—একতালা।

মরি কি শুনালি রে সুফল রামনাম সুধামাখা।
কবে সে দিন হ'বে, দেখিব রাঘবে,
সেই আশ্বাসে কেবল জীবন রাখা॥
সর্ব্বদা অসুখ অশোকবন-মাঝে,
যে করে পরাণী বলিব কার কাছে,
অবশেষে আমার আরো বা কি আছে,
কর্ম্ম-ফলাফল কপালে লেখা॥ ৩৫৬ অজ্ঞাত।

[সীতা অশোক-কাননে।]

টৌরী—ভৈরবী

কোথা হে এ সময় রহিলে দয়াল রাম।
কাঁদে জানকী দুঃখিনী, রাজাধিরাজ-গৃহিণী।
দুরন্ত চেড়ীর দাপে, সদা মম হিয়া কাঁপে।
রাখ রাখ এ বিপাকে কোথা ওহে গুণধাম॥ ৩৫৭

অজ্ঞাত।

[তরণীর প্রতি সরমা।]

আছে অসুখে অশোক-বনে সে রমা,
বড় মরমে মরিয়া আছে রামের মনোরমা।
বাছা তরণী রে না জান কি মা জানকী তোমার মার সমান।
বাছা বলিস্ রে তোর পিতাকে, বলিতে তার মিতাকে,
সীতাকে করিতে রে উদ্ধার ;

সীতা ক্ষণে পড়ে, ক্ষণে ধায়, ক্ষণেক চৈতন্য পায়,
মৃত্যু-প্রায় পড়িয়ে ধরায়।
বলে ধরা গো বিদীর্ণ হও, ত্বরা করি মোরে লও,
সহে না সহে না দুঃখ আর, আমি প্রবেশিব মা তোমায়,
করুণা কর আমায়, কর ত্রাণ, ঘুচাও যাতনা।
সীতা নাহি খায় অন্নজল, বলে এনে দে গো হলাহল,
তারে প্রবোধ দিতে নাহি পারে সরমা ॥ ৩৫৮

কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ।

[হনুমানের উক্তি।]

খাম্বাজ—একতালা।

আমার কি ফলের অভাব,
তোরা এলি বিফল ফল যে ল'য়ে।
পেয়েছি যে ফল, জনম সফল,
মোক্ষফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে।
শ্রীরাম-চরণ-কল্পতরুমূলে রৈ,
যে ফল বাঞ্ছা মনে সে ফল প্রাপ্ত হই,
ফলের কথা কৈ, ও ফল গ্রাহক নৈ,
যাবো তোদের প্রতিফল বিলা'য়ে ॥ ৩৫৯

দাশরথী রায়।

[রামের উক্তি।]

বাহার বাগেশ্রী—একতালা।

জীবনে কি প্রয়োজন।
বিহনে প্রিয়জন, জীবন-জীবন, সীতা-প্রাণধন।

পশিব সলিলে, অথবা অনলে,
সীতা-শোকানলে জলে দেহ প্রাণ মন ॥
কনক-লতিকা, মম প্রাণাধিকা,
নিশাচর-করে আহা, হ'য়েছে নিধন ॥ ৩৬০ অজ্ঞাত।

[মেঘনাদের মৃত্যুতে রাবণের খেদ।]

সিন্ধু—কাওয়ালী।

বল কি করে শোক বারি,
নিবারি নয়ন-বারি, বিনে বাসবারি ॥
বিহনে জীবন-ধন, কেমনে ধরি জীবন,
আকুল পরাণ মন, সে ধনে না হেরি।
ত্রিভুবন পরাজিত, সুরাসুর যারে ভীত,
ল'য়েছে আজি বিধাতা, সে রতন হরি ॥ ৩৬১

অজ্ঞাত।

[প্রমীলা অলঙ্কার উন্মোচন করিতে করিতে।]

সিন্ধু—কাওয়ালী।

বল কি কাজ ছার প্রাণে।
অবলা-জীবনধন প্রাণেশ বিহনে ॥
আর কি সুখের লোভে, থাকিব বল এ ভবে,
ভূষণে সখি কি হ'বে, বিধবা-জীবনে।
(চিতা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে)
এ পাপ দেহ থাকিতে, পাব না নাথে দেখিতে,
পোড়া'ব এ ছার তনু আজি হুতাশনে ॥ ৩৬২

অজ্ঞাত।

[রাবণের প্রতি মন্দোদরী।]

ভৈরবী—একতালা।

শুন প্রাণধন,—আমার বচন।
সামান্য মানব নহে রাঘব কখন ॥
ভূভার হরিতে হরি, ত্যজিয়া গোলকপুরী,
অবনীতে রামরূপ ক'রেছেন ধারণ ॥
লক্ষ্মীরূপা তাঁর সীতে, রক্ষঃকুল বিনাশিতে,
করিয়াছ রক্ষঃপতে, তুমি হে হরণ।
গুণাকর রঘুবরে, সীতা সমর্পণ করে,
তাঁহার চরণে কর, শরণ গ্রহণ ॥ ৩৬৩ অজ্ঞাত।

[রামের প্রতি বিভীষণ।]

ভৈরবী—একতালা।

কেন অকারণ—রাজীবলোচন।
চিন্তে চিন্ত চিন্তামণি চিন্তানিবারণ ॥
আমার বচন ধর, অন্তর শীতল কর,
মনের উদ্বেগ হর, জানকীরমণ ॥
ভবানী ভবভাবনা, ভাব না তাঁর ভাবনা,
রবে না তব ভাবনা, ভাবনা-বারণ।
অশিব-নাশিনী-শিবে, নাশিবে তব অশিবে,
সুখ-শশী প্রকাশিবে, মরিবে রাবণ ॥ ৩৬৪ অজ্ঞাত।

[মন্দোদরীর—উক্তি।]

বিভাস—একতালা।

গা তোল ও হে প্রাণেশ এ কি বেশ হায়।
কি কারণে প্রাণধন পতিত ধরায়॥
রাক্ষস-কুলভূষণ, তুমি রাজা দশানন,
এ দশা তোমার কেন, বল হে আমায়।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ, নহে তব সমকক্ষ,
কেবা হ'য়ে প্রতিপক্ষ, ব'ধেছে তোমায়—
ভূষিত হয়ে ভূষণে, বসিতে রত্ন-আসনে,
ধূলাতে কি ধরাসনে, তব শোভা পায়॥ ৩৬৫

অজ্ঞাত।

[রামের প্রতি রাবণ মৃত্যুকালে।]

বিভাস—একতালা।

ও হে হৃষিকেশ! এ জনমের শেষ,
কৃপা করি হরি দাঁড়াও সম্মুখে।
আমি অতি দীন, ভজন-বিহীন,
সুদিন কর আমায় অধীন দেখে।
শঙ্খ চক্র হরি ধর গদাপদ্ম,
দেখে প্রফুল্লিত হউক আমার হৃদিপদ্ম,
মুদি নয়নপদ্ম, ধ্যান করি পদ,
শ্রীপাদ-পদ্ম আমার দেও হে মস্তকে।
বলেছিলে হরি জন্ম-জন্মান্তরে,
শত্রুভাব ভাবলে দয়া করবো তোরে,

(তাই) মা জানকী হরে আন্‌লেম লঙ্কাপুরে
(এখন) মুক্ত কর আমায় রক্ষকুল থেকে।
ভজন সাধন আমি না জানি হে হরি,
পার কর আমায় দিয়ে চরণ-তরি,
মুখে বলে হরি হরি, মুকুন্দমুরারী,
যেন প্রাণ গেলেও নাম রসনায় ডাকে॥ ৩৬৬

দাশরথী রায়।

[রাবণ মৃত্যুকালে।]

আলেয়া—একতালা।

প্রাণান্ত হলো আজি আমার কমল-আঁখি।
একবার হৃদ্‌কমলে দাঁড়াও দেখি॥
ইন্দ্র বেটা হার যোগালে, অশ্বশালে কালকে রাখি।
পাছে কালবেটা কাল পেয়ে ধরে ঐ ভয়ে রাম তোমায় ডাকি॥
ঐহিকের ঐশ্বর্য্য করা রাম কিছু মোর নাই হে বাকি!
একবার বন্ধু হ'লে পরকালে কাল বেটাকে দেখাই ফাঁকি॥ ৩৬৭

দাশরথী রায়।

[সীতার প্রতি মন্দোদরী।]

পরজ—একতালা।

ভূষণে হয়ে ভূষিতে, ভূসুতা যাও রাম তুষিতে।
দেখ দুখে মরিবে রামের বিষ-নয়নে পড়িলে সীতে॥
চল্লে বধে আমার পতি, দেখো মোর শাপে তোমায় সতী
দিবে না বৈকুণ্ঠপতি, বাম হ'য়ে বামে বসিতে॥
শুন গো সীতে রূপসি, সুখে যাও কি চতুর্দ্দোলে বসি,
বিমুখ হ'বেন গোলকশশী, কলঙ্ক দিয়ে শশীতে॥ ৩৬৮

দাশরথী রায়।

[তরণীর প্রতি সরমা।]

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

প্রাণ থাকিতে, তোরে যেতে দিব না শ্রীরাম-রণে।
সে রাম সামান্য নয় রে, হেন জ্ঞান হয় রে মনে॥
ছিল লঙ্কায় বীরপূর্ণ, রামশরে হ'ল শূন্য,
মকরাক্ষ কুম্ভকর্ণ, সকলেই মরিল প্রাণে।
শুন রে বাপ রে বলি তোরে, যেয়ে বল তোর লঙ্কেশ্বরে,
সীতা ফিরে দিয়ে তারে শরণ লও গে তার চরণে॥ ৩৬৯

অজ্ঞাত।

[সরমার প্রতি তরণী।]

(অয়ি সুখময়ী উষে—সুর।)

ললিত—আড়া।

দিদায় দাও গো মাতঃ! আমায় যাইব আমি আজ রণে।
মহারাজার আজ্ঞা বল লঙ্ঘন করি কেমনে॥
যেয়ে সেই রণস্থল, হেরবো রামের পদযুগল,
লক্ষ্মণের চরণ কমল, নিরখিব দু নয়নে॥
হইয়ে প্রসন্ন মন, কর মাতঃ! বিদায় দান,
রণে যেতে মম মন, হ'য়েছে চঞ্চল;—
যদি মরি রামের শরে, যাব আমি স্বর্গপুরে,
কিছু ভেব না অন্তরে, চলিলাম সমরাঙ্গনে॥ ৩৭০

অজ্ঞাত।

[মাতার প্রতি তরণীসেনের উক্তি।]

ধৈর্য্য ধর মা সরমা রোদন করো না গো আর।
অনিত্য সংসার এই কেহ নহে কার॥

দেখ গো মা দেহতত্ত্ব, দেহ-প্রাণে কি সম্পর্ক।
তবে কেন অবিরত কর গো আমার।
মিছে মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে আমারি আমার॥ ৩৭১

কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ।

[বিভীষণের প্রতি রাম।]

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর।

দেখ মৈত্র বিভীষণ!
রণস্থলে এল হে কোন জন॥
ঐ যে যাচ্ছে দেখা, রথে রামনাম লেখা,
ধ্বজ পতাকা, রাম-নামে শোভন।
দেখ দেখ মৈত্র দেখ তুমি চেয়ে,
রামনামাঙ্কিত সর্ব্ব সৈন্য গায়ে,
রামনাম হস্তী হ'য়ে ;——
(ও) এমন যে ভক্ত, ভক্তের উপযুক্ত,
ভক্তসনে কেমনে করি বল রণ॥ ৩৭২ অজ্ঞাত।

সিন্ধুভৈরবী—একতালা।

বল মিত্রবর কি করি উপায়,
কোন প্রাণে পাঠাই লক্ষ্মণ সমরে।
প্রাণের লক্ষ্মণ, হৃদয়-রতন,
সংগ্রামে পাঠা'তে না লয় অন্তরে॥
লক্ষ্মণ আমার প্রাণের সমতুল্য ভাই,
বল মিত্রবর, ইহার উপায়,
তরণীর রণে পাঠা'ব কারে॥ ৩৭৩ অজ্ঞাত।

[লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের আক্ষেপ।]

ললিত—আড়া।

কি কাল নিদ্রায় তোমায় ঘেরেছে রে প্রাণধন।
(আমায়) বিপদসাগরে ফেলে তুমি র'লে অচেতন॥
সব কার্য্যে অগ্রে আমি,
আজি কেন রে অগ্রগামী হইছ লক্ষ্মণ তুমি,
এই কি ভ্রাতৃভক্তি-লক্ষণ।
যখন সুমিত্রা মাতা, সুধাবেন কৈ রাম কোথা,
রেখে এলি তুই কই আমার নয়নের তারা।
কি উত্তর দি অরে, কি বলে উর্ম্মিলা বৌরে,
সান্ত্বনা করিব ভাই রে, ভেবে আমি হলেম সারা।
কিন্তু আজ তোমাকে সুধাই, ক্লান্ত যদি রণে ভাই,
বৃথা যুদ্ধে কাজ নাই, কাজ নাই রে ভাই।
কাজ নাই উদ্ধার করে, অভাগিনী জানকীরে,
চল যাই সরযূতীরে একত্রে ত্যজিতে জীবন॥ ৩৭৪

দীনেশচরণ বসু।

[লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের উক্তি।]

ও রে লক্ষ্মণ একি হেরি এসে রণস্থলে।
তোমার যা ইচ্ছা হয় তাই ক'রো আমি ভাই ম'লে॥
অগ্রে আমি জন্ম নিলেম, অগ্রে ধনুর্ব্বাণ শিখিলেম,
অগ্রে রণে যাত্রা কল্লেম ও রে ভাই লক্ষ্মণ;
অগ্রে জটা বাকল পরি, হয়েছি রে বনচারী,
পশ্চাতে আসিয়ে কেন অগ্রে প্রাণ ত্যজিলে॥ ৩৭৫

অজ্ঞাত।

[লক্ষ্মণের প্রতি রাম নাগপাশ বন্ধনে।]

ললিত বিভাস—একতালা।

বৃথা রে লক্ষ্মণ, করিয়ে যতন,
জলধি বন্ধন করিয়েছিলেম,
মায়ামৃগ বনে হ'য়েছিল কাল, সীতা হরে নিল রাবণ মহীপাল,
এসে লঙ্কাপুরে, এত যুদ্ধ করে,
অবশেষে বুঝি প্রাণ হারালেম।
যে সীতার তরে, কপির ঘরে ঘরে,
আমরা দুটী ভাই কতই কেঁদেছিলেম,
এখন সে সীতারে, এজনমের তরে,
রাবণ-সাগরে বিসর্জ্জন দিলেম। ৩৭৬ মদন মাষ্টার।

[মেঘনাদের প্রতি মন্দোদরী।]

বেহাগ।

কেমনে দি বিদায় তোরে এ কাল সমরে,
না জানি রাঘব বৎস কি মায়া ধরে,
বারে বারে পরাজয় করিলি রে তারে,
তবুও দুরন্ত রিপু মরে কি না মরে।
জানি আমি বাছাধন, তুই রে বীররতন,
তবুও পোড়া পরাণ কেন এমন করে। ৩৭৭ অজ্ঞাত।

[রাম বিভীষণের প্রতি।]

মল্লার—আড়া।

ভিখারীর রত্ন মিত্র সঁপিলাম তব করে,
দেখিও দেখিও মম প্রাণাধিক লক্ষ্মণেরে।

এই যে রাক্ষসালয়, যেন যমপুরী-প্রায়।
তাহে দুরন্ত রাবণী মহাপরাক্রম ধরে॥ ৩৭৮
অজ্ঞাত।

সীতার বনবাস।

[সীতার প্রতি লক্ষ্মণ।]

ও মা জানকি শুন আমার বচন।
আমি যে জন্য এলেম এথায়, নিবেদি তব পায়,
পাঠালে আমারে রাজীবলোচন॥
কাল শ্রীরাম সম্মুখে, বলেছ শ্রীমুখে,
করিবে মুনিপত্নী দরশন।
হেন সাধ থাকে মনে, এস মোর সনে,
যাবে যদি মুনির তপোবন॥
ও মা দ্বারেতে ল'য়ে রথ, সুমন্ত্র চাহে পথ,
অব্যাজ কর পর আভরণ।
ওমা যাইবে গোপনে, যেন কেউ না জানে,
প্রভুর আজ্ঞা যেতে তিন জন॥
শুন রাঘব-ভামিনী, হও অগ্রগামিনী,
যামিনী হ'বে আসিতে ভবন।
বল ফল কি বিলম্বে, চল জগদম্বে,
রাম নব কাদম্বে করে স্মরণ॥ ৩৭৯
কালী বাবু।

[লক্ষ্মণের প্রতি সীতা তপোবন-গমনকালে।]

হেন কেন হে দেবর লক্ষ্মণ ;
নাচে দক্ষিণ ভুজাঙ্গ-আঁখি, দক্ষিণে ভুজঙ্গ দেখি,
প্রদক্ষিণ করি হেরি সকলি কুলক্ষণ ॥
অনেক অশিব এ সব কিবে,
দিবাভাগে কান্দে কাননে শিবে ;
ফাটে মোর বুক, বুঝি প্রভুর মুখ, না করিব নিরীক্ষণ ॥
না হেরিলাম আসিবার কালে রাম,
না করিলাম শাশুড়ি প্রণাম।
স্থির নহে দেহ দহে অবিশ্রাম,
জ্ঞান হয় যেন না আসিব ধাম ॥
যেতে তপোবনে ভয় হয়,
গৃহ-পথ-পানে ফিরাও রথ হয় ;
নহে যাত্রাসিদ্ধি, এই বুদ্ধি শুদ্ধি আলয়ে চল এক্ষণ ॥
কপালে কি আছে না যায় গণন,
বুঝিতে না পারি প্রভুর মনন ;
কিবে ভেবে আমায় পাঠালে কানন,
বুঝি না হেরিবে আমার আনন।
যদি গুণনিধি হ'য়ে থাকে বাম,
এক বার চল ফিরে হেরে আসি রাম,
হ'য়ে বিদায় শ্রীনাথের ঠাঁই, বলে যাই সে বিলক্ষণ ॥ ৩৮০

কালী বাবু।

[লক্ষ্মণের উক্তি।]

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কোন্ প্রাণে জানকী রতনে,
রাখিয়ে আসিব আমি নিবিড় কাননে॥
পতিব্রতা সীতা সতী, পঞ্চমাস গর্ভবতী,
তাঁর প্রতি রঘুপতি, কঠিন হলে কেমনে॥ ৩৮১

হরিমোহন রায়।

ভৈরবী—আড়া।

কেমনে ভবনে আমি রাখিব রে জানকীরে।
অকলঙ্ক রঘুকুল ডুবিল কলঙ্ক-নীরে॥
জানি সীতা পতিব্রতা, পতিপ্রাণা পতিরতা,
তবু প্রজাদের তরে কাননে দিব অচিরে॥ ৩৮২ ঐ

[সীতা লক্ষ্মণের হস্ত ধারণ করিয়া।]

খাহাজী—আড়াঠেকা।

কি হেতু এমন ভাব নিরখি তোমার রে।
বহিতেছে দু'নয়নে শোক-নীরধারে॥
বল তব ধরি করে, প্রাণ যে কেমন করে,
ভাল তো আছেন প্রাণে, প্রাণেশ আমার রে॥
হেরি তব ম্লান মুখ, বিদরিয়ে যায় বুক,
উথলিয়ে উঠিতেছে, শোক-পারাবার রে॥ ৩৮৩ ঐ

[লক্ষ্মণের প্রতি সীতা।]

ঝিঁঝিট—একতালা।

আহা রে একি হ'ল রে আমার, এই ছিল কপালে।
যত আশা ক'রেছিলেম সকল গেল বিফলে,
রাজনন্দিনী রাজরাণী আমি জনমত্তুঃখিনী,
তোদের মুখ চেয়ে লক্ষ্মণ সকল তুঃখ আছি ভুলে।
বাঁধিয়া সাগর-জলে, যে সীতারে উদ্ধারিলে,
অবশেষে বনবাসে তারে বিসর্জ্জন দিলে।
ভিখারিণী বনে রব, রামরূপ ধ্যান করিব,
সেই মুখ নিরখিব এই প্রাণ যা'বার কালে।
জন্ম জন্মান্তরে আমি পাইব রাঘব স্বামী,
এ জীবনে হেরব না রে মরি এই শোকানলে।
ও রে লক্ষ্মণ ধরি হাতে, ল'য়ে আমার রঘুনাথে,
সুখে থেকো অযোধ্যাতে (কভু) ভেব না জানকী বলে॥ ৩৮৪

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

[লক্ষ্মণের উক্তি।]

পিলু—কাওয়ালী।

দেবি, কেমনে কহিব সেই দারুণ বচন।
বলিতে বিদরে বুক, বরিষে নয়ন॥
কে খ'ণ্ডাতে পারে বল, বিধির লিখন;
সরস শরদ-চাঁদে, কলঙ্ক-ভূষণ॥
লোক-অপবাদে রাম কমল-লোচন,
তোমা ধনে বনবাসে করে'ছে বিসর্জ্জন॥ ৩৮৫

হরিমোহন রায়।

[লক্ষ্মণের খেদ।]

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

হায় রে দারুণ বিধি, কি বিধি তোমার হে।
লিখে'ছিলে এত দুখ, কপালে সীতার হে ॥
আহা আহা মরি মরি, সোণার প্রতিমা হরি,
করিলে কি একে বারে জগৎ আঁধার হে ॥
এই জনকের কন্যে, রূপে গুণে মহী-ধন্যে,
এঁর সমা পতিব্রতা কোথায় কে আর হে ॥ ৩৮৬

হরিমোহন রায়।

[লক্ষ্মণের উক্তি।]

(ধর হে নাথ ধর ধর—সুর।)

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

গা তোল ধরণী-সুতা কেন মা পড়ে ধরায়।
মূর্চ্ছিতা দেখে তোমারে, হৃদি বিদরিয়া যায় ॥
হা রে বিধি নিদারুণ, কি দোষে হ'লি বিগুণ;
এত দিনে রঘুকুল-পূর্ণশশী অস্ত যায় ॥
ধিক্ রে প্রজারঞ্জনে, সাক্ষাৎ কমলা-ধনে,
বিসর্জ্জন দিয়ে বনে, জীবন কি ধরা যায় ॥ ৩৮৭ ঐ

[লক্ষ্মণের প্রতি সীতা।]

দেবর দাঁড়াও হে বারেক দাঁড়াও।
ও হে লক্ষ্মণ ধানুকী, শ্রীরামের জানকী
কার কাছে সঁপে যাও তা বলে যাও।

তুমি তা ভেব না, সঙ্গে আর যাব না,
রামের কিরে একবার ফিরে চাও ॥
দাঁড়াও দাঁড়াও দেবর লক্ষ্মণ, ডাকিলে শুন না,
ভয় কি হে আমি তোমার সঙ্গেতে যা'ব না।
বারেক দাঁড়ায়ে শুন শুটি দুই কথা,
সীতানাথের সীতা তুমি ফেলে যাও কোথা ?
এই বুঝি তোমাদের ছিল অভিলাষ,
ছলে তপোবনে এনে দিলে বনবাস ॥ ৩৮৮ কালী বাবু।

[লক্ষ্মণের প্রতি সীতার উক্তি।]

লক্ষ্মণ বল আমায়, করি কি উপায়
আমি একাকিনী কোথা যাই রে।
হলেম অচল, উপায় কি বল,
অঙ্গে কিছুমাত্র বল আর নাই রে।
এ বনে নির্জ্জনে আমি কেমন করে প্রাণ বাঁচাই রে ॥
কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর রে লক্ষ্মণ,
জন্মের মতন এক বার করি নিরীক্ষণ।
কপালের লিখন, না যায় খণ্ডন,
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত রে ;
মৃত্যু নাই কোথা যাই দেখি যতক্ষণ তোরে পাই রে ॥
কলঙ্কিনী অকারণে, এ দুঃখ কি সয় রে প্রাণে ;
ইচ্ছা মৃত্যু নাই এখনে কোথা যাই রে।
গর্ভবতী যদি না হতেম লক্ষ্মণ,
এ মুহূর্ত্তে আমি ত্যজিতাম জীবন.

এ ছার জীবনে, ক্ষণেক বহনে,
কিছুমাত্র সাধ আর নাই রে।
ইচ্ছা হয় এ সময় আমি বিষ পেলে বিষ খাই রে॥ ৩৮৯
চন্দ্রমোহন শাপলা।

[সীতার উক্তি।]

(বিদায় দাও রাম ধনে—সুর।)

ঝিঁঝোটী—পোস্তা।

বনবাস শুনে যখন যায় নাই প্রাণ রে।
তখনি জেনেছি, দেহ পাষাণে নির্ম্মাণ রে॥
দুখিনীর মাথা খাও, অযোধ্যায় ফিরে যাও,
তিনি যেন মম তরে, যাতনা না পান রে॥
মৃণালে কণ্টক-ভার, সৃজিত যে বিধাতার,
তিনি ক'রেছেন মম, কানন-বিধান রে॥ ৩৯০
হরিমোহন রায়।

[সীতার উক্তি]

ভৈরবী—মধ্যমান।

বলো রে লক্ষ্মণ তাঁরে, বিনয় বচনে,
দিনান্তে এ দুঃখিনীরে, করে যেন মনে॥
এত যদি ছিল মনে, আমারে দিবেন বনে,
তবে কেন তত কষ্ট, রাবণ নিধনে॥
জন্ম দুখিনীর ভার, এত হ'য়েছিল তাঁর,
তবে কেন উদ্ধারিয়ে আনিলে ভবনে॥

অভাগীর নির্ব্বাসন, অপবাদ বিমোচন,
এখন নিযুক্ত রোন, প্রজা-রঞ্জনে ॥ ৩৯১

হরিমোহন রায়।

[লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা দেখিয়া সীতার আক্ষেপ।]

ভৈরবী—মধ্যমান।

কমল-নয়নদ্বয়, কর-উন্মীলন।
দেখিয়ে শীতল হোক্, তাপিত জীবন ॥
নীরব দেখে তোমায়, হৃদয় যে ফেটে যায়,
পুনঃ শক্তিশেল কি রে, করিলে ধারণ ॥
কি লাগি এত কাতর, শোক তাপ পরিহর,
উঠ উঠ উর্ম্মিলার হৃদয়-রতন ॥
মম ভাগ্যে ছিল যাহা, বিধি ঘটা'লেন তাহা,
নিবারিতে পারি কি তব অচেতন ॥ ৩৯২ ঐ

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

দেখো রে লক্ষ্মণ তাঁরে, রেখ অতি যতনে।
আমার লাগিয়ে যেন, ব্যাকুল না হ'ন মনে ॥
দুখিনীর কথা রেখো, নিকটে নিকটে থেকো,
নিতান্ত ব্যাকুল হ'লে, ভুষো অন্ত আলাপনে ॥ ৩৯৩ ঐ

[তপোবনে সীতার খেদ।]

কোথা এ সময় হরি মরি করুণা-নিধান,
হরিগণ এলো হরিতে জানকীর প্রাণ।

ব্যাঘ্র হরি সিংহ হরি, বিষময় ভুজঙ্গ হরি,
সব ভয়ঙ্কর হেরি, কর হরি পরিত্রাণ ॥
হরিময় হেরি হরি, হের কৃপাময় হরি,
হরিভয় হয় হরি, কর করুণা প্রদান ॥ ৩৯৪

কালী বাবু।

[বনমধ্যে সীতাকে দেখিয়া বাল্মীকির উক্তি।]

ধন্যে কার কন্যে, কি লাবণ্যে মরি হায় হায়,
একা কি জন্যে, এ ঘোরারণ্যে,
রাম রাম বলি উঠে পড়ে ধায়।
তড়িতজড়িত-গড়িত রূপ,
শশধরাধরে সুধার কূপ,
আসিয়ে পশিল মৃগশিশু সুপ্ত,
তত্র গাত্র মাত্র নেত্র দেখা যায়।
ইন্দু ধরে বিন্দু সিন্দূর ভালে,
বেশর কেশব নাসায় দোলে ;
তাহে কর্ণমূলে, স্বর্ণ কর্ণফুলে
শোভে, লোভে ভুলে কাম, মোহ যায়।
করিকুম্ভ যিনি বক্ষ বাখানি,
হরিকক্ষ হরি কক্ষখানি,
রামরম্ভাতরু যিনি উরু গুরু,
তরুণ অরুণবরণ চরণকিরণ প্রায় ॥
বুকে কর হানে মুখে রাম রাম,
স্থির নাহি বাঁধে কাঁদে অবিশ্রাম,

জানিলাম রাম জানকীরে বাম,
বিনা দোষে বনবাস দিলে তায়॥ ৩৯৫

কালী বাবু।

[বাল্মীকির প্রতি সীতা।]

অবধান কর মহামুনি।
আমি জনকদুহিতে, শ্রীরামের বনিতে,
আমার নাম সীতে, জনমদুঃখিনী।
কর্ম্মকথা কই মম কর্ম্মদোষে,
রাম বাম মম প্রতি হ'য়ে রোষে,
বনবাসে দিয়েছে রঘুমণি, আমি ভ্রমি এ কাননে একাকিনী।
রামের কামিনী, কানন-গামিনী;
পাপিনী তাপিনী মম সমান নাই।
তাহে গর্ভবতী, বনে দিলে পতি,
এমত দুর্গতি কার বল তাই।
চাহি মরি, না পারি করি ভয়,
গর্ভে প্রভুরস্থত পাছে নষ্ট হয়,
কি ফেরে ফেলে'ছে চিন্তামণি।
আমি না মরি না তরি সংশয় প্রাণী॥ ৩৯৬ ঐ

[বাল্মীকি সীতার প্রতি।]

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

কেন মা বিরস বদনে।
শরদ চন্দ্রমা যথা মলিন গ্রহণে॥

বল গো মা রামপ্রিয়ে, সকাতরা কি লাগিয়ে,
বিষাদে বিদরে হিয়ে, তব রোদনে॥
বিরস মুখ-কমল, কমল-নয়নে জল,
বহিতেছে অবিরল, কহ কি দুখে;—
তোমার সন্তাপভার, ধরায় ধরে না আর,
তাই কি নিরব ধরা, তব কারণে? ৩৯৭

হরিমোহন রায়।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

ও মা জানকী, বল মা একি ধরাতনয়া পড়ে ধরা।
সঙ্কট কি হ'লো, কেন পঙ্কজনয়নে ধারা॥
কেন বিধি হইল বাম, ভাঙ্গিল তব সুখধাম,
বদনে ধ্বনি অবিরাম, রাম রাম গো রামদারা।
ও মা বল ব্রহ্মস্বরূপিনী, কি ধন হারা আপনি,
সাপিনী যেন তাপিনী, গো মা শিরোমণি হ'য়ে হারা।
নিরখিয়ে মা তব মুখ, বিদরিছে আমার বুক,
ভানুতাপে ঘেমেছে মুখ, অন্তুতাপে তনু জরা॥ ৩৯৮

দাশরথী রায়।

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

ও গো এস মা রামপ্রিয়ে ভেস না নয়ননীরে।
থাকতে হবে কিছু দিন অতি দীন মুনি-মন্দিরে॥
ভবভাব্য-ভাবিনী সীতে তুমি ভাব কি অন্তরে।
সহজে কি এসেছ আমার সাধ পুরাতে সাধ করে?
বেন্ধে এনেছি পদ নিজসাধনের ডোরে॥

তোমায় বনে দেন পীতাম্বর, সে সব দুঃখ সহরে,
সম্প্রীত বিতর, ধন্য কর মুনিবরে ॥
রাজভূষণ রাজবাস ভালবাস গো রাজরাণী,
আমি কোথা পা'ব, দিতে কেবল দিব গো জগদ্বন্দিনী
চন্দন তুলসী চরণাম্বুজোপরে ॥ ৩৯৯ দাশরথী রায়।

ললিত—আড়াঠেকা।

[মুনিকন্যাদিগের নিকট সীতার উক্তি ।]

সাধে কি আজ কাঁদি আমি যে দুঃখ আজ আমার মনে,
কি দিয়ে পালিব শিশু ক্ষুধার সময় দুগ্ধ বিনে ॥
রাজমহিষী রাজার কন্যে, তাহে আমি এ অরণ্যে।
কাঁদে শিশু দুগ্ধের জন্যে এ দুঃখ কি সয় মা প্রাণে !
একটী পয়সা নাই সংগস্থা, তা'তে আমার দুটী বাছা।
কি দিয়ে বাঁচাব বাছা, উপায় না দেখি এখনে ॥ ৪০০

চন্দ্রমোহন শাপলা।

[সীতাকে বনে দিয়া রামের খেদ-উক্তি ।]

ভৈরবী—মধ্যমান।

সে ধনে কাননে, করিয়ে বিসর্জ্জন।
এখন রয়েছে দেহে নির্লজ্জ জীবন ॥
যাও ত্বরা করি, দেহ পরিহরি,
যথা একাকিনী, সে প্রাণ-রতন।
বিজন কাননে, বিরসবদনে,
অভিমানে কত করি'ছে রোদন ॥ ৪০১

হরিমোহন রায়।

[লক্ষ্মণের প্রতি রাম।]

সত্য বল না, করো না ছলনা,
প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ গুণমণি রে।
শূন্য রথ লয়ে, আইলে আলয়ে,
কোন্ বনে রেখে চন্দ্রাননীরে ॥
মূঢ় মম মতি, পতি হ'য়ে সতী,
বিনা দোষে দিলেম বনবাস;
না ভাবিলাম ত্রাস, গর্ভ পঞ্চমাস,
হ'লে গর্ভ নাশ ফলে সর্ব্বনাশ।
শুনিয়া কুজন জনের বচন, হিতাহিত চিত্তে না করি সূচন,
ত্যজিলাম জনক-নন্দিনীরে।
তারে নিরীক্ষণ, না করে লক্ষ্মণ,
প্রাণ যায়, না যায় রক্ষণ;
ইচ্ছা হয় এইক্ষণ গরল ভক্ষণ করি মরি;
বরং সেই বিলক্ষণ, আর না করিব ও মুখ ঈক্ষণ;
বিনা দোষে করিলাম উপেক্ষণ,
কাননে দিলাম একাকিনী রে॥ ৪০২ কালী বাবু।

[রামের উক্তি।]

বিভাস—আড়াঠেকা।

কে আছে অবোধ আর আমারি মতন।
হেন গুণবতী সতী সীতায় কি দোষে কল্লেম বর্জ্জন ॥
ফুটে না পারি কহিতে, হায় না পারি সহিতে,
হৃদয় আজি দহিছে (আমার) সীতা-বিরহ-দহনে।

রজক-বাক্যে ভুলিয়ে, জানকীরে বনে দিয়ে,
এখন কেন তাই ভাবিয়ে করতেছি রোদন ;
হায় আমি কি করিব, কিসে প্রাণ জুড়াইব,
কেমনে বা পাশরিব, দেহে থাকিতে জীবন ॥ ৪০৩

চন্দ্রমোহন শাপলা।

[বাল্মীকির সহিত লবকুশের অযোধ্যা গমন ও রামের নিকটে রামায়ণ গান।]

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

রাম রঘুপতি, অনুজের সনে।
লভিলেন মিথিলায় জানকী-রতনে ॥
পরে রাম জনকের প্রতিজ্ঞা পালনে।
লক্ষ্মণ সীতার সহ প্রবেশিলা বনে ॥
একাকিনী জানকীরে বিজন কাননে,
পাইয়ে রাবণ, হরি আনিল ভবনে।
হারাইয়া প্রাণসমা প্রেয়সী-রতনে,
কেঁদে কেঁদে রঘুবীর ভ্রমেণ কাননে ॥ ৪০৪

হরিমোহন রায়।

ভৈরবী—মধ্যমান।

সীতার বিরহে রাম, কাননে। (কাননে)
ভ্রমিছেন নিরবধি ম্লান বদনে ॥
বিনে সীতা শশীমুখী, কিছুতে না হ'ন সুখী,
নিরাধারা শোক-নীর বহে নয়নে ॥
কিবা জলে কিবা স্থলে, নিরন্তর দেহ জ্বলে,
প্রেয়সী-বিয়োগরূপ শোক-দহনে ॥

বারিধি বন্ধন করি, সুগ্রীবের সনে,
বধিলেন সবংশেতে রাক্ষস রাবণে ॥
সীতার পরীক্ষা ল'য়ে জ্বলন্ত দহনে,
রাজা হইলেন আসি অযোধ্যা-ভুবনে ॥
পরেতে নিদয় রাম খলের বচনে,
গর্ভবতী জানকীরে দিলেন কাননে ॥ ৪০৫

হরিমোহন রায়।

[লবকুশের রামায়ণ গান।]

(হায় হায় বিধি—সুর।)

ধীরি ধীরি বহে মলয় বায়,
ধীরি ধীরি ফুল দুলিছে তায়,
ধীরি ধীরি চাঁদ ভাসিয়ে যায়,
হাসিয়ে হাসিয়ে গগন-গায়।
ঝুরু ঝুরু ঝরে চাঁদের হাস,
ভুরু ভুরু উড়ে ফুলের বাস,
চাঁদের কিরণে কোকিলার সনে
রাম-গুণ-গান কোকিলা গায় ॥
ছোট ছোট ফুল ফোট ফোট মুখে,
গলে গলে রাখি খেলা করে সুখে।
রাম লছমন ভাই দুই জন
গলা ধরাধরি করিয়ে যায় ;—
আকাশের চাঁদ সরসে ভাসে,
যেন দুই চাঁদ দুদিকে হাসে,

রাম লছমন ভাই দুই জন,
দুই চাঁদ চাঁদ-হাসি বিলায় ॥ ৪০৬ রাজকৃষ্ণ রায়।

[লবকুশের প্রতি রাম।]

কে শিখালে বীণাযন্ত্রে রামায়ণ,
তোরা বল্ রে মুনির নন্দন।
তোদের বীণার স্বর শুনে, আমার হেমাঙ্গিনী পড়ে মনে,
ধৈরয না মানে প্রাণে, কোথায় ধনুকভাঙ্গা-ধন।
তোদের বীণার মধুর স্বরে, জলে মীন্ ভাসে চাঁদ-বদন হেরে,
মৃত প্রাণ সঞ্চারিল বীণার গান করে শ্রবণ ॥ ৪০৭

অজ্ঞাত।

[পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া সীতার উক্তি।]

জয়জয়ন্তী—একতালা।

জননী, বিদীর্ণা হও, তোমাতে প্রবেশ করি।
কাহার লাগিয়ে আর, এ পাপ জীবন ধরি ॥
দুখিনীর মুখ চাও, শ্রীচরণে স্থান দাও,
নতুবা এখনি আজি, এ শরীর পরিহরি ॥
বনে বনে অবিরত, যাতনা পেয়েছি কত,
তুমি হ'লে অনুকূল, যাতনা-সাগরে তরি ॥ ৪০৮

হরিমোহন রায়।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কোথা মা ধরিত্রে দেবী দ্বিধা হও মা ত্বরা করে।
সকল কষ্ট পরিহরি, আজ তবে গর্ভে প্রবেশ করে ॥

আমি মা বড় দুঃখিনী, পাষাণ চেয়ে পাষাণী,
নতুবা এ মহাপ্রাণী, আছে কেন শরীরে॥ ৪০৯

অজ্ঞাত।

রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির সহিত লবকুশের যুদ্ধ
বিষয়ক সঙ্গীত।

[শত্রুঘ্নের প্রতি লবকুশ।]

শত্রুঘ্ন গর্ব্ব করো না, খর্ব্ব হইবে নিশ্চয়।
তুমি আমাদের না চিন আগে কর রণ,
এখনি পা'বে পরে পরিচয়।
আমরা বেঁধেছি তোমারি বিজ্ঞ রামের যজ্ঞ-হয়।
কেমন ধনুঃশর ধর, যদি থাকে সাধ্য,
তবে কর যুদ্ধ, গালবাদ্য বৃথা কর।
ও হে তুমি সেই রামের ভাই, কর বড় বড়াই,
আমরা কি রাখি তোমার রামের ভয়।
অভিপ্রায় বুঝা যায়, শিশু দেখে তুচ্ছ অতিশয়।
মোরা লবকুশ নাম ধরি, নারে অমরে সমরে,
গণি কি তোমারে, তৃণ হেন জ্ঞান করি।
কিন্তু আজিকার সমরে বাঁচ না না মরে,
এখন মেরে পাঠাই যমালয়॥ ৪১০ কালী বাবু।

[শ্রীরামের প্রতি লক্ষ্মণ।]

চিন্তা কি চিন্তামণি রাম,
আমি যা'ব শিশুর সনে করিতে সংগ্রাম।

তোমার প্রসাদে জীতে, কে মোরে সমরে জিতে,
ইন্দ্রজিতে ইন্দ্র জিতে তারে জিতিলাম।
অহঙ্কার করি কই, ত্রিভুবন করি জই,
রণে কভু ঊন নই, তোমার অনুজ হই;
পঞ্চ বৎসরের বালক মারি আঁখির পলকে,
তুরঙ্গ ল'য়ে কৌতুকে আসিব শ্রীরাম॥ ৪১১ কালী-বাবু।

[লক্ষ্মণের প্রতি রাম।]

লক্ষ্মণ কাজ নাই ভাই রণেতে।
এক দিন রাবণ বধেছিল প্রাণ, কত করে বাঁচাই তাহাতে,
ও রে আমার সেই ভয় হয় মনেতে,
কেহ শক্তিশেল মারে পাছে বুকেতে।
ভাই শত্রুঘ্ন বধিয়ে লবণ, মৈল শত্রু-শিশুর হাতে।
ও রে তুমি নারবে যুঝিতে শিশুর সাথে;
কেমন করে কোন্ প্রাণে কব যেতে॥ ৪১২ ঐ

[ভরতের প্রতি রাম।]

দেখো দেখো ভাই ভরত থেকো সাবধানে,
সঁপিলেম তোমার করে ধরে নেও লক্ষ্মণে।
শত্রুঘ্নের শোকে জরা, হ'য়েছি জীয়ন্তে মরা,
লক্ষ্মণ হইলে হারা হব সারা পরাণে।
শুন ভরত গুণনিধি, তোমায় আমার শপথি,
ক্ষুধা হ'লে খেতে দিও সঙ্গে থেকো নিরবধি।

লক্ষ্মণ মোর নয়নের তারা, তিলেক না যায় পাসরা,
যেন আমি তারাহারা হই না তপোবনে॥ ৪১৩

— কালী বাবু।

[তপোবন হইতে বিলম্বে আসাতে
লবকুশের প্রতি সীতা।]

আজি এত বিলম্ব কেনে,
ও রে লবকুশ তোরা গিয়েছিলি কোন্ গহন বনে।
মা বোলে আয় রে মায়ের কোলে নিদয় ছেলে,
এতক্ষণ কোথা ছিলে মা ভুলে ;
আমার পয়োধরে পয়ঃ অধরে স্রবয়ে,
অধরে ধরিয়া খা দুজনে।
বনে গেলে মনে থাকে না মা বলে,
এত বেলা খেলা করে ছিলে মা ফেলে ;
আমার ধনজন নাই, ও রে লবাই কুশাই,
তোরা দুই ভাই বিনে ভুবনে।
নির্ভয় কি রবে সর্ব্বদা বনে,
কবে হ'বি তোরা জীবনহারা রণে,
কেবল আছি বনে করে বাসা, ঘুচাবি সে আশা,
মন্দ দশাই সন্দেহ হয় মনে॥ ৪১৪ ঐ

—

[বাণের আঘাতে লবকুশের প্রতি রাম।]

আমায় আর মের না রে বাণ
ও রে নিদয় হৃদয় দুটী মুনির সন্তান।

সম্বর গাণ্ডীব শর, তিলেক দেহ অবসর;
না সরে আমার স্বর, শরে শরে সরে প্রাণ।
না সরে যাহার স্বর, তারে কি রে মারে শর,
ধনুঃশর ল'য়ে শর পুর না শরসন্ধান।
না দেখি আর দোসর, হেন ধনুঃশর ধর তোরা,
দোঁহ সমশর-শর শমন সমান॥ ৪১৫ কালী বাবু।

[রামকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সীতার প্রতি লবকুশ।]

জননী বলি গো তোমার গোচর।
সপ্তদিন পর্য্যন্ত মোরা অবিশ্রান্ত
করিলাম শ্রীরাম সহ সমর।
ও মা ভরত আর শত্রুঘ্ন, ধীর বীর লক্ষ্মণ,
এ তিন তাহার সহোদর।
আর কত রথ সৈন্য, করী হয় অগণ্য,
সসৈন্যে মেরে এলেম রঘুবর।
ও মা শ্রীরাম নাম যার, তার অঙ্গের অলঙ্কার,
এনেছি কত মনোহর;
দেখ কিরীট কুণ্ডল আর, মাতঙ্গ-মণিহার,
আর এনেছি তার ধনুঃশর।
ওমা কপি এক চমৎকার, এক রাক্ষস আর,
এক ভল্লুক ভয়ঙ্কর;
তাদের বন্ধন করিয়ে, এনেছি ধরিয়ে,
না মরে সমরে তিন অমর॥ ৪১৬ ঐ

[লবকুশের প্রতি সীতা।]

(ও রে) কি শুনালি লবকুশ তোরা মোরে অকস্মাৎ,
জ্ঞান হেন যেন হলো বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।
এই লেগে কি এত দুঃখে, তোদের ধরেছিলেম কক্ষে,
অনাথিনী করে মাকে, মেরে এলি রঘুনাথ॥
গর্ভে এসে পঞ্চমাসে, দিলে আমায় বনবাসে,
বাকি বুঝি ছিল শেষে বধিবারে খুল্লতাত।
হেন দুই কাল উদরে, থুয়েছিলেম তোদের কি রে,
তনয় তাতেরে মারে, কে করে হেন আঘাত॥ ৪১৭

কালী বাবু।

[রামের প্রতি সীতা।]

ধর হে নাথ ধর ধর তোমার বংশধর কোলে লও।
আমায় বিমুখ হ'লে হ'লে, পুত্রে বিমুখ কেন হও॥
দেখ হে নাথ নয়ন মেলে, সোণার কমল দুটী ছেলে
অকূল পাথারে পড়ে ভাস্‌তেছে।
এত সাধের কুশিলব, কারে দিব এ বৈভব ?
তোমারি ধন তোমায় দিলেম তুমি এখন বুঝে লয়॥ ৪১৮

চন্দ্রমোহন শাপলা।

অভিমন্যু বধ।

[দ্রোণের উক্তি।]

মুলতান—কাওয়ালী।

ছি ছি ধর্ম্মরাজ একি কায করিলে,
জীবনভয়ে স্বধর্ম্ম পাশরিলে,

যদি এত ভয় যুদ্ধ দানে, তবে কেন যুদ্ধস্থানে আসিলে ;
করে ধরি শরাসন, অসংখ্য রিপুগণ হাসা'লে ;
ক্ষত্রকুলে কলঙ্ক রাখিলে।
মম প্রতিজ্ঞা শুন হে রাজন্, তোমারে করিব বন্ধন যুদ্ধস্থলে,
অদ্য নাহি রক্ষে, স্বয়ং ধর্ম্ম তব পক্ষে আসিলে ;
বাঁধিব তোমারে বাহুবলে ॥ ৪১৯ হরিনাথ মজুমদার।

[পাণ্ডব সেনার প্রতি সৈন্যাধ্যক্ষের উক্তি।]

মুলতান—একতালা।

রণে ভঙ্গ দিও না পাণ্ডব-সেনাগণ।
কর রে স্মরণ ক্ষত্রিয়-সন্তানগণ,
দেহে থাকিতে জীবন, প্রতিজ্ঞা না করিব পলায়ন।
(ও রে) কুরুসেনাপতি দ্রোণ, সমরে আসি'ছে যেন
সাক্ষাৎ শমন ; ব্যাকুল হ'ও না কেহ,
সাবধানে নিজ দেহ কর রক্ষণ ; করেতে করি ধারণ শরাসন
(ও রে) কি ভয় আছে মরণে, মরিব মারিব রণে,
এইতো পণ ; রিপুগণ করে যদি সম্মুখ সমরে হয় মরণ,
দিব্য রথে স্বর্গে করিব গমন ॥ ৪২০ ঐ

[ভীমের প্রতি যুধিষ্ঠির]

খাম্বাজ—তেতালা।

কি হবে কি হবে ভীম, সুমন্ত্রণা বল বল।
এ অতি কঠিন ব্যূহ, কে ভেদিবে মোরে বল ॥

দ্বারে আছে সিন্ধুসুত, মহারথী জয়দ্রথ,
কেমনে পাইব পথ, সকলি হ'ল বিফল।
সহ কৃষ্ণ ফল্গুনী, যথা সৈন্য নারায়ণী,
গমন ক'রেছেন জানি (তবে) কে রক্ষিবে সৈন্যদল ॥ ৪২১

অজ্ঞাত।

[মাতা সুভদ্রা প্রতি অভিমন্যু।]

ভৈরবী—আড়খেমটা।

দাও গো জননী বিদায় হইয়ে সদয়।
সংগ্রামে যাইব আমি, আর বিলম্ব নাহি সয় ॥
মন হলো অতি চঞ্চল, বিলম্বে আর নাইকো ফল,
না কর ছল,—
সদয় হ'য়ে দেহ বিদায় করি গিয়ে রণজয়।
কর সবে আশীর্ব্বাদ, পূরে যেন মনসাধ,
নিও না গো অপরাধ, হয় যেন রণে অভয় ॥ ৪২২

অজ্ঞাত।

[জয়দ্রথের উক্তি।]

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

পালা অভিমন্যু রণে দিয়ে ভঙ্গ।
ও রে কুমার সুচারু মুখ-চন্দ্রমা তোমার,
নবীন বয়সে রণে কে পাঠা'লে তোমায়,
অনলে পশিতে এলি হইয়ে পতঙ্গ।
কুরুসৈন্য সামান্য জলধি নয়,
লঙ্ঘিতে এ জলধি তোর পিতা পার্থ করে ভয়,

লজ্জিতে উপদেশ কে দিল হইয়ে নিদয়,
অ তঙ্কে মরিবি দেখে সমরতরঙ্গ ॥ ৪২৩

হরিনাথ মজুমদার।

[অভিমন্যুর উত্তর।]

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

করি প্রণিপাত শুন পিসা মহাশয়।
বলি তোমায় করিতে পরীক্ষা আমায়,
শরাসন করে ধরি আও কুরু সমুদয়,
পা'বে মম বাহুবলের পরিচয়।
তব পক্ষে অকূল জলধি হয়,
পাণ্ডবের পক্ষে কুরু গোষ্পদের তুল্য হয়,
পাণ্ডব বারণ, কুরুগণ কদলীনিচয়,
শিবাগণ দেখে কোথা সিংহশিশু করে ভয় ॥ ৪২৪ ঐ

[সুভদ্রার প্রতি অভিমন্যু।]

ললিত—মধ্যমান।

জননি! জন্মের মতন যাই, বিদায় দাও শ্রীচরণে।
ল'য়ে সপ্তরথী কুরুপতি, বাদ সাধিল এ জীবনে॥
মম প্রতি যত করিতে গো স্নেহ,
বিফলেতে আজ সব গেল সেহ,
এ সময়ে এসে একবার দেখা দেহ,
মা মা বলে ডাকি আমি এই বদনে।
এখন মম সদা নয়নের জলে,
বক্ষ ভেসে যায় যেন স্রোতজলে,

আমার অন্তিম কালে, কে করে গো কোলে,
মনছুঃখ মম রহিল মনে॥ ৪২৫ অজ্ঞাত।

[অভিমন্যু-শোকে সহদেব।]

ভৈরবী—মধ্যমান।

ও রে জীবন ধন, কেন ধরায় করিয়ে শয়ন।
উঠ রে বাপ যাদুমণি, হেরি তোমার চাঁদবদন॥
তুই রে বংশের ভূষণ, অর্জ্জুনের প্রাণধন,
সুভদ্রার হৃদয় রতন, উত্তরা-শিরোভূষণ।
হেরে তোর মুখশশী, আঁখিনীরে সদা ভাসি,
কেমনে কব প্রকাশি, তোমা ধন বিসর্জ্জন॥ ৪২৬
অজ্ঞাত।

[অভিমন্যু-শোকে সুভদ্রা।]

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

সখি কৈ লো আমার অভিমন্যু নয়নতারা ধন।
জীবন্মৃত হ'য়ে আছি দেখে জুড়াই চাঁদবদন॥
না হেরে তার বদনশশী, আঁখিনীরে সদা ভাসি,
সে যে আমার জীবনের শশী,—
সে ধনে বঞ্চিত হ'য়ে জীবন রহে কতক্ষণ॥ ৪২৭
কুমারী কামিনী সেন।

[গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি উত্তরার উক্তি।]

ললিত—আড়া।

জরায়ুনিবাসী কুমার বল রে তোর এ কি ব্যবহার,
এখনো গর্ভে আছ শুনি পিতৃহত্যা-সমাচার?

পূর্ণ কর মায়ের ইষ্ট, ত্বরা করি হও ভূমিষ্ঠ,
পিতৃ-বৈরি করি নষ্ট, তর্পণ কর সাক্ষাতে আমার।
ও রে সন্তান বলি তোরে, তুই না থাকলে পাপ উদরে,
প্রাণপতির চিতানল'পরে, প্রাণ দিতাম এবার।
নাহি পারি জীবন দিতে, না পারি জীবন ধরিতে,
উভয় সঙ্কট, হৃদি কাটে শাঁখের করাতের ধার॥ ৪২৮

হরিনাথ মজুমদার।

ভঁয়রো—একতালা।

পণ করি পার্থ চলে রণস্থলে জয়দ্রথ বধের তরে।
ক্রোধে গাণ্ডীব করিল করে, ও রে নর কিবা ছার,
শুনি হুহুঙ্কার অমর সভয়ে মরে।
কদলীর বন দলিতে বারণ চলিল, বারণ কে করে,
হ'য়ে ভীষণ মূরতি, কুরুসেনাপতি, স্থিতি না করে সমরে,
পার্থ অগ্রসর হেরি, শোক পরিহরি।
জয়ঢাক তুরী মধুর বাঁশরি,
নানা যন্ত্র ধরি, রণবাদ্য করি,
আবার রণবাদ্য করে, ও রে চতুরঙ্গ দল,
হইয়ে প্রবল, সবলে চলে সমরে।
মিশাইয়ে তান লয়, বলে ধর্ম্মেরি জয়,
সবে মিলি উচ্চৈঃস্বরে॥ ৪২৯ হরিনাথ মজুমদার।

[অভিমন্যু-শোকে উত্তরা]

পাহাড়ী—আড়া।

ও রে নিদারুণ বিধি এই কি করিলি রে,
নয়নের মণি আমার অকালে হরিলি রে,
যত আশা ছিল মনে, ফুরাইল এত দিনে,
জীবনের সুখতারা আঁধারে ঢাকিলি রে।
অকারণে পাপ-রণে বধিলি দুঃখিনী-ধনে,
হাতে ধরে দুঃখিনীরে সাগরে ভাসালি রে।
কোথা পিতা ধনঞ্জয়, কোথা কৃষ্ণ নিরদয়,
অভাগিনীর প্রতি বুঝি বিমুখ সকলি রে ॥ ৪৩০

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

পার্থ-পরাজয়।

[অর্জ্জুনের পুত্র বভ্রুবাহনের উক্তি।]

জংগিয়া সারঙ্গ—তেওরা।

আজি পাণ্ডব-যশোরব, যত গুণ গৌরব, সব যা'বে!
গুণময় গাণ্ডীব, আজি নির্গুণ করিব, দেখিবে সবে!
অক্ষয় তূণ নিশ্চয় শূন্যময় হবে;
চক্রাকারে কপিধ্বজ ঘুরিবে।
মহাবীর ভীমসেনে শোয়াব ধরাসনে;
মহা মহা রথী অগণ্য, যতেক সৈন্য,
চুম্বিয়ে ধরা যবে লুটিবে,
পুত্র বলি তবে চিনিবে। ৪৩১ মনোমোহন বসু।

[মদনের প্রতি অর্জ্জুনের উক্তি।]

বাহার বাগেশ্রী—মধ্যমান।

কি ক'ব মাধব-সুত মাধব-গুণ কাহিনী!
বিপদে সম্পদে সখা সেই কৃষ্ণ গুণমণি!
খাণ্ডব দাহন জয়, কালকের কুলক্ষয়,
পাণ্ডব হ'তে কি হয়, সব-মূল চক্রপাণি!
(ও হে) পঞ্চালে কিবা বিরাটে, দুর্ব্বাসা ঘোর সঙ্কটে,
অরণ্যে কি রাজপাটে, সহায় তিনি—
দাসের হৃদয় মাঝে, বাঁকা সাজে,
বিরাজ করেন আপনি! ৪৩২ মনোমোহন বসু।

[বভ্রুবাহনের বীরত্ব দেখিয়া অর্জ্জুনের উক্তি।]

গরজ—ঝাঁপতাল।

কি দেহ-জ্যোতি, ভূতলে দিনপতি,
গতি যূথপতি, অতি মত্ত বারণ।
লাবণ্য নব কিশোর, অথচ ভুজ কঠোর,
কি চঞ্চল নীলোৎপল যুগল নয়ন!
দোলে শ্রবণে বীর-কুণ্ডল বদন বিধুমণ্ডল,
ওষ্ঠাধরে ধরে কিবা রাগ রঞ্জন!
বিশাল ললাট-পাট, বিশাল হৃদয়-ঠাট,
সুকোমল সমুজ্জ্বল সুন্দর গঠন!
সভ্য সুধীর সভামণ্ডলে, পাবক সম ক্রোধ কালে,
ধৈর্য্যে ধরা শৌর্য্যে সুরপতি সমান।

অনায়াসে ভুবন জয়, পারে হেন জ্ঞান হয়।
তেজে ভীষ্ম, এ অবশ্য মম প্রাণধন! ৪৩৩

মনোমোহন বসু।

[বৃষকেতুর পতনে অর্জ্জুনের উক্তি।]

আলেয়া—একতালা।

কি হ'লো কি হ'লো মরি, এ কি হে নয়নে হেরি ;
কি ল'য়ে কোন মুখে ফিরে, যাব রে হস্তিনাপুরী ?
ঐ দেখ হে মীনকেতু, এক মাত্র বংশসেতু,
ছিল প্রাণের বৃষকেতু, নাশিল দুরন্ত অরি !
যাত্রাকালে মা আমারে, সঁপে দিয়েছেন কুমারে,
কি বলে বুঝা'ব তাঁরে, বিফল আর এ জীবন ধরি ! ৪৩৪

ঐ

[বক্রবাহনের সহিত যুদ্ধে অর্জ্জুনের পতনে কুন্তীর উক্তি।]

ভঁয়রা—কাওয়ালী।

দুখ-নীরে আরো কি ডুবাবে বিধি !
দুখ নিরবধি, নীরে নিরবধি, দুখিনী তো ভাসে জন্মাবধি,
যন্ত্রণার নাহি অবধি !
অভাগিনীর সুখ-সাধ সদা বিসম্বাদী,
যৌবনে পতি-ধনে হ'লে প্রতিবাদী,
(পাল্‌টা)
যৌবনে হারা'য়ে পতি, বনে বসি কাঁদি !
পঞ্চদেবের বরে পঞ্চ অঞ্চলের নিধি,
ভাবিতে তাঁদের দুখ বিদীর্ণ হয় হৃদি।

(পাল্‌টা)

মনে হ'লে তাদের কষ্ট বিদীর্ণ হয় হৃদি।
সদয় হ'য়ে সম্পদের মুখ দেখাইলে যদি,
অকস্মাৎ এই বজ্রাঘাত এই কি তোমার বিধি?

(পাল্‌টা)

হৃদয়নিধি হরে নিলে এই কি তোমার বিধি? ৪৩৫

মনোমোহন বসু।

[অর্জ্জুনের পতনে সুভদ্রার আক্ষেপ-উক্তি।]

ভৈরবী—মধ্যমান।

হায় রে, কি হেরি ধরা'পরি শ্রীঅঙ্গ-লুটায়!
মলিন-বিধু-প্রায়, প্রভাহীন বদন কেন হায়?
ডাকে অধিনী, নাহি শুনি সে সুধাবাণী;—
বল কি কারণ, হ'লো আ'জ এমন, নাহি সম্ভাষণ,
প্রেম-আলাপন, সে প্রিয়বচন তব প্রমদায়?
এ কি অসম্ভব, অঙ্গে নাই সুসজ্জা সে সব!
যে শরাসন জয়ী ত্রিভুবন, কিরীটী ভূষণ,
কুণ্ডল রতন, ভূমে ঐ এখন গড়াগড়ি যায়॥ ৪৩৬ ঐ

[শেষ হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজের প্রতি ভারত-মাতার উক্তি।]

বিভাস—ঝাঁপতাল।

কোথা গেলি ও রে পৃথু পৃথিবীর চূড়ামণি।
দুরদৃষ্ট ভারতের আবরিল দিনমণি।
হারা'য়ে পাণ্ডব কৃষ্ণ ভারত হ'লো মহারণ্য,
ও রে পৃথু তোর জন্য পৃথিবীতে ছিল মান্য,

যবনদলে তোমা ভিন্ন, ইন্দ্রপ্রস্থ রাজধানী
ও রে সমর সিংহ তুই রে ধন্য, রাখিলি ভারত-মান্য,
সমরে করি বিচ্ছিন্ন, যবন-বাহিনী।
তোরা যত বীরবরে, সম্মুখে সংগ্রাম করে,
সবে গেলি রে স্বর্গপুরে, ভারতেরে ডেকে নে রে,
নতুবা ডুবা'য়ে দে রে সাগরে এখনি॥ ৪৩৭

হরিনাথ মজুমদার।

[পৃথ্বীরাজের প্রতি সংযুক্তা।]
পিলু বাহার—খং।

চল চল প্রাণেশ্বর সমরে করি প্রস্থান ;
একাকী যাইব বলে বধো না দুঃখিনীর প্রাণ।
একাকী সমরে যাবে, এ দাসী কি গৃহে রবে?
তা হ'লে যে হবে নাথ পৃথ্বীরাজের অপমান।
দেহ শূল দেহ অসি, সমর-সাগরে ভাসি,
কটাক্ষে নাশিবে দাসী যবনের অভিমান।
স্বদেশের শত্রু যত, যবনে করিব হত ;
মরিলেও নিত্য ধামে তব পদে পাব স্থান॥ ৪৩৮

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

[রাজপুত বীরাঙ্গণাদিগের উক্তি।]
অহং—একতালা।

জল্ জল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ, পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জলুক জলুক চিতার আগুন, জুড়া'বে এখনি প্রাণের জ্বালা॥
শোন্ রে যবন শোন্ রে তোরা, যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার, এর প্রতিফল ভুগিতে হ'বে॥ ১

ওই যে সবাই পশিল চিতায়, একে একে একে অনল শিখায়,
আমরাও আয় আছি যে কজন, পৃথিবীর কাছে বিদায় লই।
সতীত্ব রাখিব করি প্রাণপণ, চিতানলে আজ সঁপিব জীবন,
ওই যবনের শোন কোলাহল, আয় লো চিতায় আয় লো সই॥ ২

জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ, অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুণ, পশিব চিতায় রাখিতে মান।
দেখ্ রে যবন দেখ্ রে তোরা, কেমনে এড়াই কলঙ্ক-ফাঁসি;
জ্বলন্ত অনলে হইব ছাই, তবু না হইব তোদের দাসী॥ ৩

আয় আয় বোন্! আয় সখি আয়, জ্বলন্ত অনলে সঁপিবারে কায়,
সতীত্ব লুকা'তে জ্বলন্ত চিতায়, জ্বলন্ত চিতায় সঁপিতে প্রাণ॥ ৪

দেখ্ রে জগৎ, মেলিয়ে নয়ন, দেখ্ রে চন্দ্রমা, দেখ্ রে গগণ।
স্বর্গ হ'তে সব দেখ দেবগণ, জলদ-অক্ষরে রাখ্ গো লিখে।
স্পর্দ্ধিত যবন, তোরাও দেখ্ রে, সতীত্ব-রতন করিতে রক্ষণ,
রাজপুত-সতী আজি কে কেমন, সঁপিছে পরাণ অনল-শিখে॥ ৫

৪৩৯ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[প্রতাপসিংহের প্রতি।]

হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভাল বাসি।
ভেব না কঠিন, যদি নাহি তাহে পরকাশি॥
কি ফল প্রকাশে আর, তুমি নহে আপনার,—
অন্তরে অন্তরে জ্বলে জান কি অনলরাশি?

জান কি তোমার লাগি কত চিত্ত অনুরাগী।
জান কি রাখে এ ভস্ম কি স্ফুলিঙ্গ আবরিয়ে?
তুমি আপনার নয়, এ কথা কি প্রাণে সয়,
কি করি বিমুখ বিধি কাঁদি তাই লুকাইয়ে,
বিষাদে একাকী সদা নয়ন-সলিলে ভাসি।
হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভালবাসি॥ ৪৪০

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

[ক্ষত্রিয় বীরাঙ্গণার প্রতি।]

আলেয়া—কাওয়ালী।

এই ধরাতলে, ধন্য ধন্য ক্ষত্রিয়-ললনা!
যবন-প্লাবন-কালে, পড়িয়া জঞ্জাল-জালে
সহিলে কতই যন্ত্রণা।
পরশিলে দুরাশয়ে, সতীত্ব যাইবে ভয়ে,
অনলে জীবন ঢালিয়ে ভয় ভাবনা।
জ্বালিতে সমরানল, করিতে দেশের কুশল,
দিলে ভূষণ সকল, হ'য়ে প্রসন্নবদনা।
স্বদেশের অনুরাগে, বিরাগে আর মনোরাগে,
পাঠা'লে যবনের আগে সুতে করি উত্তেজনা।
যত দিন রহিবে ক্ষিতি, তত দিন রহিবে খ্যাতি,
তোমরাই প্রকৃত সতী, সাধ্বী পতিপরায়ণা॥ ৪৪১

হিন্দুমেলা।

চৈতন্য-লীলা বা নিমাই-সন্ন্যাস।

[সচীর উক্তি।]

টোরী ভৈরবী—চৌতাল।

কি ভাবে কিসের অভাবে গৌর আমার কোথায় গেল।
নবদ্বীপচন্দ্র বিনে, নবদ্বীপ আন্ধার হ'লো॥
আমি অতি দুঃখিনী রে! আমায় ভাসাইয়ে দুঃখনীরে,
সে হেন গুণখনিরে কেন বিধি হরে নিলে॥
গৌরাঙ্গ চাঁদের উদ্দেশে, যা'ব আমি কোন্ দেশে,
কৌশল্যার দশা কি শেষে আমার কপালে ঘটিল॥ ৪৪২

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

[সচীর উক্তি।]

খট্‌ভৈরবী—একতালা।

নিমাই কোন্ প্রাণে আমায় ছেড়ে হবি সর্ব্বত্যাগী,
উদাসীন বৈরাগী—নিদারুণ কথা শুনে প্রাণ বিদরে।
একে বিশ্বরূপের বিরহ-অনলে, চিরদিন আমার
শোকে অঙ্গ জ্বলে, তোর মুখ চেয়ে আছি ভূমণ্ডলে,
তুই গেলে সন্ন্যাসে, বাঁচ্‌ব কেমন করে।
বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া বল কোথা র'বে,
সোণার সংসার মোর ছার খার হ'বে,
অনাথিনী মা'রে, পাথারে ভাসা'য়ে,
যেও না রে বাপ বলি হাতে ধরে॥ ৪৪৩

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

[বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষের ষ্টার থিয়েটারে গীত হয়।]

দেশমিশ্র—একতালা।

কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী।
মাধব মনোমোহন মোহন-মুরলীধারী॥
হরিবোল হরিবোল হরিবোল মন আমার,
ব্রজকিশোর কালিয়হর কাতর ভয়ভঞ্জন;
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকা-হৃদিরঞ্জন।
গোবর্দ্ধনধারণ বন-কুসুম-ভূষণ,
দামোদর কংস-দর্পহারী,
শ্যাম রাস্ রস-বিহারী,
হরিবোল হরিবোল হরিবোল মন আমার॥ ৪৪৪

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

দেশমিশ্র—একতালা।

কার ভাবে গোউর বেশে যুড়ালে হে প্রাণ।
প্রেমসাগরে উঠ্‌লো তুফান, থাক্‌বে না আর কুলমান।
মন মজা'লে গোউর হে।
ব্রজমাঝে রাখাল-সাজে চরা'লে গোধন,
ধর্‌লে করে মোহন বাঁশী, মজলো গোপীর মন।
ধ'রে গোবর্দ্ধন, রাখলে বৃন্দাবন,
মানের দায় ধরে গোপীর পায়, ভেসে গেল চাঁদবয়ান।
মন মজা'লে গোউর হে॥ ৪৪৫ ঐ

ভৈরবী মিশ্র—একতালা।

আমি প্রেমের ভিখারী, কে প্রেম বিলায় এ নদীয়ায়
কে প্রেমের মাতাল, কে প্রেম ঢেলে দেয়,
যে যত চায় তত পায়॥
প্রাণে প্রাণে শুনে কথা, তাই তো আমি এলেম হেথা,
আমি দেশে দেশে বেড়াই ভেসে,
ঠেকে গেছি প্রেমের দায়॥ ৪৪৬

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

ভেঁরো মিশ্র—একতালা।

প্রাণভরে আয় হরি বলি, নেচে আয় জগাই মাধাই,
মেরেছ বেশ করেছ, হরিবলে নাচ ভাই॥
বল রে হরিবোল, প্রেমিক হরি প্রেমে দিবে কোল,
তোল রে তোল হরিনামের রোল ;
পাও নি প্রেমের স্বাদ, ও রে হরি বলে কাঁদ,
হের্‌বি হৃদয়-চাঁদ,
ও রে প্রেমে তোদের নাম বিলাব,
প্রেমে নিতাই ডাকে ভাই॥ ৪৪৭ ঐ

সংকীর্ত্তন।

[কাটোয়াতে কেশব ভারতীর কুটীরে চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণকালে]

লোফা।

কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে।
অপরূপ জ্যোতি, গৌরাঙ্গ-মূরতি,
দুনয়নে প্রেমবহে শতধারে,

গৌরমত্ত মাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়,
কভু লুটায়ে ধরায়, নয়ন-জলে ভাসে রে ;
কাঁদে আর বলে হরি, স্বর্গ মর্ত্ত্য ভেদ করি,
সিংহ-রবে রে ;
আবার দন্তে তৃণ ল'য়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে,
দাস্যমুক্তি যাচেন দ্বারে দ্বারে।
কিবা মুড়া'য়ে চাঁচর কেশ, ধরে'ছেন যোগীর বেশ,
দেখি ভক্তি-ভাবাবেশ, প্রাণ কেঁদে উঠে রে ;
জীবের দুঃখে কাতর হ'য়ে এলেন সর্ব্বস্ব ত্যজিয়ে,
প্রেম বিলাতে রে ;
প্রেমদাসের বাঞ্ছা মনে চৈতন্যচরণে,
দাস হ'য়ে সঙ্গে বেড়াই ঘুরে॥ ৪৪৮

—— ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

খাম্বাজ—একতালা।

ধন্য হে গৌর তোমারে, প্রেমিক ভকতের শিরোমণি ;
আহা! কি দেখালে কি নাম শুনা'লে,
দেখে শুনে দুনয়নের বারি ঝরে।
আপনি মাতিয়ে মাতালে সকলে, হরিনামরসে উন্মত্ত করিলে,
হইলে বৈরাগী, (গৌর হে তুমি) যোগী, সর্ব্বত্যাগী,
বিলাইলে ভক্তি বঙ্গবাসীর ঘরে।
মরুভূমি হ'ল প্রেমসরোবর, কঠোর হৃদয় ভক্তির আধার,
শিখা'লে বিনয়, (গৌর হে তুমি) ত্যজে অহঙ্কার,
প্রচারিয়ে প্রেম দেশদেশান্তরে॥ ৪৪৯ ঐ

[গৌরাঙ্গের রূপ বর্ণন।]

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি।

জয় সচিনন্দন, গৌরগুণাকর,
প্রেম-পরশ-মণি ভাব-রসসাগর।
কিবা সুন্দর মূরতি মোহন, আঁখিরঞ্জন কণকবরণ;
কিবা মৃণাল-নিন্দিত, আজানুলম্বিত,
প্রেম প্রসারিত কোমল যুগল কর।
কিবা রুচির বদন-কমল; প্রেমরসে ঢল ঢল,
চিকুর কুন্তল, চারু গণ্ডস্থল,
হরিপ্রেমে বিহ্বল অপরূপ মনোহর।
মহাভাবে মণ্ডিত, হরিরসে রঞ্জিত,
আনন্দে পুলকিত অঙ্গ প্রমত্ত মাতঙ্গ, সোণার গৌরাঙ্গ,
আবেশে বিভোর অঙ্গ, অনুরাগে গর গর।
হরি-গুণ-গায়ক, প্রেমরস-নায়ক,
সাধু-হৃদি-রঞ্জক, আলোক-সামান্য;
ভক্তি-সিন্ধু শ্রীচৈতন্য;
আহা ভাই বলি চণ্ডালে, প্রেমভরে ল'ন কোলে,
নাচেন দুবাহু তুলে, হরিবোল হরিবোল বলে;
অবিরল ঝরে জল নয়নে নিরন্তর।
কোথা হরি প্রাণধন, ব'লে করে রোদন,
মহা স্বেদ-কম্পন, হুঙ্কার গর্জ্জন;
পুলকে রোমাঞ্চিত, শরীর কদম্বিত,
ধূলায় বিলুণ্ঠিত সুন্দর কলেবর।

হরি-লীলারস-নিকেতন, ভক্তিরস প্রস্রবণ ;
দীনজন-বান্ধব, বঙ্গের গৌরব,
ধন্য ধন্য শ্রীচৈতন্য প্রেম-শশধর ॥ ৪৫০

ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

কাফি—আড়া।

নবীন সন্ন্যাসী আসি নদীয়া নগরে।
কিবা রূপ তেজঃপুঞ্জ, হরে পাপ তাপপুঞ্জ, যে নয়নে হেরে।
অবনীতে অবতরি, ভবেতে তরিতে তরী,
হরিনামে পরিণামে জীবেতে উদ্ধারে ॥
কহিতেছে কালীদাস, করুণা কর প্রকাশ,
মম সম নরাধম কে আছে সংসারে ॥ ৪৫১

কালী মিরজা।

কাফি—আড়া।

গোরা সন্ন্যাসী নবীন, অবনীতে উপনীত,
ভক্তের অধীন, গুণের সাগর-তুল্য রূপেতে প্রবীণ।
হা রে বিধি হেন নিধি কে পরালে ডোর কপিন,
কিবা শোভা নিত্যানন্দ, ভাবিয়ে সচ্চিদানন্দ,
কালী অতি দীন ॥ ৪৫২ ঐ

[চৈতন্যের সন্ন্যাসে নবদ্বীপবাসীর উক্তি।]

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

বুঝিব আর কেমনে, হায় কেমনে,
কা'রে কি কর হে বিধি অনন্ত লীলা-গুণে।
আজি রাখি সিংহাসনে, কালিকে পাঠাও বনে,
সহসা মধুর হাসি পরিণত রোদনে।

একমাত্র পুত্র মা'র, তাকেও হরিলে তার,
সুমতি যুবতী জায়া জীবন্মৃত জীবনে।
নবদ্বীপ-সুধানিধি, অকালে হরিলা বিধি,
স্মরিতে বিদরে হৃদি ধারা বহে নয়নে॥ ৪৫৩

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

[বিধাতার প্রতি চৈতন্য।]

আলেয়া ঝিঁঝিট—একতালা।

দীনে দয়া কর ভগবান ;
কর আশীর্ব্বাদ দান, দিয়ে পদতরী,
হে ভবকাণ্ডারি, কর দাসে পরিত্রাণ।
নিজ কৃত পাপে আছি ম্রিয়মাণ,
ধরার দুঃখে পুনঃ কাঁদে হে পরাণ ;
আর এ যাতনা সহে না সহে না
কর দুঃখ অবসান।
যে আশা দিয়েছ গৌরাঙ্গের প্রাণে,
উদ্ধারিবে পিতঃ মানব-সন্তানে,
তোমার প্রেম-রাজ্যে তোমার সেই কার্য্যে,
যায় যেন দাসের প্রাণ।
গৃহে সচীমাতা জনম দুঃখিনী,
সতী বিষ্ণুপ্রিয়া মণিহারা ফণী ;
ও হে প্রেমসিন্ধু দিয়ে কৃপাবিন্দু
কা'রো দোঁহে শান্তিদান॥ ৪৫৪

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

[চাঁদ কবি।]

ঘুমা'স্ নে ঘুমা'স্ নে রে আর।
দেখ রে কে ল'য়ে গেল প্রতিমা সোণার॥
নিশীথে নিদ্রার কোলে, ছিলি শুয়ে সব ভুলে,
পেলি নে দেখিতে চুরি স্বর্ণ-প্রতিমার।
দেখ রে নয়ন মেলি দেখ দেখ এক বার।
যা'দিগে প্রহরী-বেশে, রেখেছিলি দ্বারদেশে,
কলহে প্রমত্ত হ'য়ে ছেড়ে দিল দ্বার ;
সেহ রে হরিল তোর প্রতিমা স্বাধীনতার।
যাহারে ভকতি ভরে, পূজিতিস সমাদরে,
হেরিতে সে গৃহলক্ষ্মী পাবি কি রে আর।
হায় রে প্রতিমা গেল গৃহ করি অন্ধকার॥ ৪৫৫

—— দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

[রাজপুত বীর মহারাজা ভীমসিংহের প্রতি
আলাউদ্দিন বাদসাহের উক্তি।]

কালেংড়া—আড়খেম্‌টা।

কেন বৃথা ভাব রাজা ভীমসিংহ রায়।
প্রাণের পদ্মিনী তোমার, আমারে যে চায়॥
এখন পদ্মিনী সতী, আমাকে করিবে পতি,
তোমার কি হ'বে গতি, বুঝা নাহি যায়।
নারী কভু নিজ নয়, জেনো রাজা সুনিশ্চয়,
পদ্মিনী তার পরিচয় দিল জানা যায়॥ ৪৫৬

—— রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

[পদ্মিনীর উক্তি।]
বিভাস— আড়া।

ও হে মহারাজ আর, যুদ্ধ করা অকারণ।
অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশিয়ে, রাখিব জাতি-কুলমান॥
দুষ্ট আলাউদ্দিন, হইয়াছে জ্ঞানহীন,
পরনারী বলে নেবে করিয়াছে পণ;
এই দেহে প্রাণ থাকিতে,
সাধ্য কার আছে ছুঁইতে,
নারীধর্ম্ম না যাইতে পদ্মিনী দিবে হে প্রাণ॥ ৪৫৭

—— রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

[বঙ্গদেশের শেষ ভূপতির প্রতি পণ্ডিতগণের উক্তি।]
কালেংড়া—আড়খেম্‌টা।

ছাড় ছাড় রাজ্য-আশা ভূপতি লক্ষ্মণ,
অবশ্য বিজয়ী হবে দুরন্ত যবন।
শাস্ত্রের লিখন ভূপ, হ'বে তা'র অনুরূপ,
বৃথা কেন যুদ্ধ ক'রে হারাবে জীবন॥
রত্নভূমি বঙ্গদেশ, অত্যাচারে হবে শেষ,
সুখের রবে না লেশ, কেবল পতন।
ও হে নৃপ লক্ষ্মণ, কর শীঘ্র পলায়ন,
নতুবা যবন-হস্তে হইবে নিধন॥ ৪৫৮ ঐ

[সিরাজউদ্দৌলার উক্তি।]
রামকেলী—খং।

কেন মিরজাফর আজি যুদ্ধে তোমার মন নাই?
দেখিয়ে তোমার ভাব মনে বড় শঙ্কা পাই॥

অন্যতর সেনাপতি, মোহনলাল মহামতি,
করি'ছে বিষম যুদ্ধ দেখিবারে পাই।
শুন ও হে বীরবর, বীরধর্ম্ম রক্ষা কর,
তুমি হ'লে অবিশ্বাসী, হ'ব কারাগার বাসী,
রাজ্য-ধন সব যা'বে, ভেবে মরি তাই॥ ৪৫৯

—— রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

লক্ষ্ণৌ—ঠুংরি।

কপালে কি আমার, ছিল রে হায়,
মিরণের হাতে আজি প্রাণ যে যায়।
বেঁধে দিল ফকির বঙ্গ-অধীশ্বর,
কি করি নিজ দোষে এবে নিরুপায়।
পেয়ে রাজ্য-ভার, বহু অত্যাচার,
ক'রেছি ব'লে কেহ হ'লো না সহায়।
যে মিরজাফর, হ'য়ে যোড়-কর,
থাকিত নিরন্তর আমার সভায়;
আজ তার সন্তান, বধিছে মম প্রাণ,
অবশ্য এই দণ্ড মোর বিধির ইচ্ছায়॥ ৪৬০ ঐ

সুরট—ঝাঁপতাল।

বণিক-বেশে, এসে দেশে, শেষে এই ঘটাইল।
সেনাপতি, রাজমন্ত্রী, সকলেরে ভুলাইল॥
লোকের দোষ কেবল, বলে কিবা হবে ফল,
ভাগ্য মম প্রতিকূল, ফলে তাহা দেখাইল।

যাতনা দেখিবার তরে, বধিয়াছি বহু নরে,
জাতি মান কত জনে, মম লোভে হারাইল।
বনিকের কি সাধ্য হয়, বঙ্গেশ্বরে করে জয়,
আমারে করিতে ক্ষয়, বিধি বণিক্ পাঠাইল ॥ ৪৬১
—— রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

[রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে।]

ঝিঁঝিট।

কোথা আছ দেখ এসে মহামতি রামমোহন,
তোমার জন্ম-ভূমি ভারত-ভূমি হ'য়েছে কি সুশোভন।
যে বৃক্ষ রোপিলে তুমি, ছাইল তাই বঙ্গভূমি,
ফল পুষ্প পত্র তার হইয়াছে অগণন।
আশা তব ছিল মাত্র, বুঝিবে লোক সত্য-তত্ত্ব;
কিন্তু কিবা পরিবর্ত্ত হ'য়েছে এখন ;
তোমায় যা'রা করিত পীড়ন, তা'দের সন্তানগণ,
কৃতজ্ঞতা-উপহার তোমায় করিছে অর্পণ ॥ ৪৬২
—— ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী।

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

কোথা গেল রামমোহন ও হে ভারত ভূষণ।
স্মরিতে তোমার গুণ বিষাদে আকুল মন।
ধর্ম্মবীর শুদ্ধচিত নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত,
জ্ঞান-প্রেমে বিভূষিত সুকবি তুমি সুজন।
সতী-দাহ নিবারিতে, অবলারে উদ্ধারিতে,
ভারতের দুঃখ নাশিতে ক'রেছিলে প্রাণপণ।

ধর্ম্ম সাধনের আশে, পার হ'লে অনায়াসে,
পদব্রজে হিমগিরি করে অসাধ্য সাধন।
করিতে ধর্ম্ম প্রচার, গেলে সপ্ত-সিন্ধু পার,
দেশান্তরে অকাতরে দিলে প্রাণ বিসর্জ্জন।
এক দিন প্রেমভরে, জগতের ঘরে ঘরে,
করিবে সকলে তব প্রিয়নাম উচ্চারণ ॥ ৪৬৩

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

জয়জয়ন্তী—চৌতাল।

ছিল ভ্রান্ত-ধর্ম্মে তমোময় ভারত-ভুবন।
যেমন অস্তাচলে রবি গেলে নিশির আগমন ॥
হেরে দেশের দুর্গতি রামমোহন মহামতি,
মোচন করিতে তাহা করিলেন প্রাণপণ।
সর্ব্ব-জাতি-পিতা-মাতা পূজিয়ে সকল ভ্রাতা,
করিতে উপায় তার ভাবিলেন মহাত্মন্।
হ'লো ব্রাহ্ম-ধর্ম্মোদয় পবিত্র অমৃতময়,
খুলিল মহীমণ্ডলে আনন্দের প্রস্রবণ।
ধন্য মহাভাগ তুমি! ধন্য হে ভারতভূমি,
শুভক্ষণে প্রসবিলে পুরুষ-রতন ॥ ৪৬৪

ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী।

[ভারত মাতায় উক্তি।]

সিন্ধু খাম্বাজ—ধামাল।

হায় কি শুনিলাম আমি,
শুনে বুক ফেটে যায়।
প্রাণের রামমোহন ছেড়ে গিয়েছে আমায় ॥

ও ওরে বাপ্ রামমোহন,
তোর শোক নিবারণ,
কি রূপে হ'বে এখন, দেখি না কোন উপায়।
বিশ্বেশ্বর কৃপা করে,
বহু শত বর্ষ পরে,
তোর তুল্য সন্তানেরে
দিয়েছিলেন দুঃখিনীরে, ওরে বাছা রে।
কিন্তু ভাগ্যদোষে মৃত্যু,
অকালে হরিল তোমায়॥
সকল ভ্রাতার তরে, জননীরে ত্যাগ করে,
গিয়েছিলি দেশান্তরে,
নানা ক্লেশ সহ্য করে,
ও রে বাছা রে! বিদেশে হারালি প্রাণ,
কেবল পরের মায়ায়॥ ৪৬৫

—— রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

[তাজমহল দর্শনে।]

(কত কাল পরে—স্থর।)
লম্বৌ—ঠুংরি।

বল, বল, গৃহরাজ শুনি,
সেই ভারত ভূত পুরাণ কথা হে।
যা'র সুখ সম্পদে, এ তনু-শোভা তব।
সে জন শোভন গেল আজি কোথায় হে॥
কোথায় সে গৌরব, যবনাধিরাজের।
লুঠিতো ভারত যেই, পাদ-ধূলায় হে॥

কাঁপিত ভয়ে যথা, সদা ভূপতিগণ।
মথিছে চরণে দেখ, দীন তথায় হে॥
চুম্বিতো মুখে যার, সুখ সম্পদ সদা।
কেনে সেই ভোগসুখ, পাষাণে গাঁথা হে॥
গাঁথে কি সবে শেষ, ধনে রতনে এই।
হায় যদি এই! কেনে, ঝকড়া বৃথা হে।
যা'ব নিশ্চয় যদি, কি এত সমারোহে।
প্রভেদ না রহে ধনী, দীন যথায় হে॥
গেছে সকলি তার, মিটি আকাশে অই।
তুমি চিহ্ন রবে আর, কদিন হেথা হে॥ ৪৬৬

গোবিন্দচন্দ্র রায়।

[১৮৫৭ সালে কাণপুর-হত্যাকাণ্ড বিষয়ে।]

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কাণপুর হ'য়েছে যমপুর আজ দেখ্‌তে পাই।
বাল বৃদ্ধা নর নারী, সব খ্রীষ্টান ভূতলশায়ী॥
মাতার সম্মুখে সুতে,
খণ্ড করে খড়্গাঘাতে,
কি রূপে এই ঘোর পাপে
জৈ হইবে সিপাই।
তৈমুর নীরো নাদির,
নিষ্ঠুর বলে ছিল স্থির,
এখন নানাসাহেব হ'লো তাদের
সঙ্গে চিরস্থায়ী।

দুষ্ট নানাসাহেব তুমি,
কলঙ্কিত ভারতভূমি,
করিলে শিশুর রক্তে,
কভু তোমার রক্ষা নাই॥ ৪৬৭

রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

[১৮৫৭ সালে দিল্লী পুনরধিকারকালে।]

পরজ বাহার—কাওয়ালী।

চল বৃটনের যত সুতগণ!
রণে বীরত্বের আজ প্রয়োজন॥
বৃটিশেরা প্রাণভয় রণকালে করে না।
দে'খো সেই নাম ধ্বংস যেন আজ হয় না।
জয় বা মরণ সবে আনন্দেতে কর আলিঙ্গন।
আজিকার রণে পুনঃ দিল্লী অধিকার।
করিয়ে দেখা'ব সবে কত চমৎকার।
তাই হে উৎসাহে সবে শীঘ্র যেতে বলে নিকলসন॥ ৪৬৮ ঐ

[মন্দোদরীর উক্তি।]

আলেয়া—একতালা।

নাথ! রাম কি বস্তু সাধারণ?
ভূভার হরিতে অবনীতে অবতীর্ণ সে ভবতারণ।
ছি ছি তার সনে কি রণ সাজে, রণসাজ অকারণ।
যে রামপদ পূজেন ব্রহ্মা তুলসীতে,
আনলে তার সীতে বংশ বিনাশিতে,
কাটিলে সুখের তরু স্বীয় কর্ম্মাসিতে না শুনে কারো বারণ।

এক বার নয়ন মুদে, দেখলে মা নাথ চিতে,
তোমারে কুপিতে, শ্রীরাম জগতপিতে,
জগৎমাতা সীতে তোমারে কুপিতে,
(তাইতে) কপিতে করে মানহরণ ॥ ৪৬৯

দাশরথী রায়।

[রাম বনবাস-গমন কালে।]

অহং সিন্ধু—যৎ।

সঙ্গী কর রঘুবর ত্যজ না রাম নিজ দাসে।
এই যে বল ভালবাসি একাকী যাও বনবাসে।
পীত বসন পরিহরি, বাকল পরিলে হরি,
মরি মরি কাজ কি আমায় এ ছার আবরণ বাসে।
রবির কিরণে মুখ, ঘামিলে পাইবে দুখ,
ছত্রধারী হবে কে এসে।
ক্ষুধাতে হ'লে আকুল, কে যোগা'বে ফলমূল,
এ দাসে হও অনুকূল, রবে হে হরি হরিষে ॥ ৪৭০ ঐ

[রামের প্রতি মন্দোদরীর উক্তি।]

মালশ্রী—একতালা।

দীননাথ, এ কি বজ্রাঘাত, কেন আমাকে অনাথ করিলে।
সুখ সম্পদ বিভব, দেবের দুর্লভ, দিয়া হে জানকীবল্লভ,
আমার প্রাণের বল্লভে কেন বা হরিলে।
করিতেন জানি লঙ্কার রাজন,
তোমার সাধন, তোমারি ভজন,

তোমারি প্রসাদে পেয়ে লঙ্কার সৃজন,
এবে বিসর্জ্জন আপনি দিলে।
বলে মহাবলী ছিলেন দেবর,
পেয়েছিলেন তব আশীর্ব্বাদে বর,
এখন ধূলায় ধূসর তাঁর কলেবর,
কেন নিদ্রাভঙ্গ অকালে করিলে।
ঘুচাইলে নারীর আয়্য অলঙ্কার,
মুহূর্ত্তে শ্রীভ্রষ্ট হইল লঙ্কার,
স্বর্ণ লঙ্কাপুরী দিনে অন্ধকার,
দাসীর প্রতি কেন হেন বিচারিলে।
নতুবা ত্যজিব চরণে জীবন।
কহে রমাপতি রাজীবলোচন,
রাবণেরে আজি ছলে উদ্ধারিলে॥ ৪৭১

রমাপতি রায়।

[লক্ষ্মণ-শক্তিশেলে রামের উক্তি।]

(এত দিনের পরে লক্ষ্মণে হারালেম—সুর।)

(ও রে) অবিলম্বে কর্ তোরা চিতা সজ্জার আয়োজন।
এমন দিন কি আর হ'বে যাব লক্ষ্মণের সহমরণ॥
আমি প্রাণের ভাই করিয়ে কোলে, প্রবেশিব চিতানলে,
(ও তার) অঙ্গে অঙ্গ আচ্ছাদিয়ে করব ভাইর তাপ নিবারণ।
আমার এই কপালে ধার্য্য লক্ষ্মণ করব অগ্নিকার্য্য,
একি সহ্য রে—(আমি) এখনও অযোগ্য প্রাণ দিব,
রাখব না কখন॥ ৪৭২ অজ্ঞাত।

রাম বনবাস।

[জটায়ুর প্রতি সীতা।]

ও হে পক্ষীরাজ রাখ বাক্য আজ দুখিনী সীতার।
দেখা হ'লে রামসনে, বলো তাঁর ঐ শ্রীচরণে,
ল'য়ে যাব লঙ্কাধামে দুষ্ট লঙ্কেশ্বর।
জিজ্ঞাসিলে প্রাণপতি, বলো তাঁরে শীঘ্রগতি,
দুষ্ট দমন করে শীঘ্র করিতে উদ্ধার॥ ৪৭৩ অজ্ঞাত।

[সীতার প্রতি।]

(বিদায় দাও রামধনে—সুর।)

এস গো বস গো সীতে, এস গো জনকনন্দিনী।
তব জন্যে স্থান রেখেছেন মম পতি বাল্মীকি মুনি॥
রামায়ণ হয় রাম না হ'তে,
যাট হাজার বৎসর অগ্রেতে,
এসেছ তাই পূর্ণ কর্ত্তে ও গো পূর্ণব্রহ্ম-নারায়ণী॥ ৪৭৪

অজ্ঞাত।

[রামের প্রতি লবকুশ।]

(কি ভিক্ষা আজ দিব হে—সুর।)

পরিচয় কি দিব হে তোমারে (ও হে ও রঘুবর)।
আমরা দুটি ভাই, অরণ্যে বেড়াই,
মা বিনে আর কেহ নাই এ ত্রিসংসারে।
পিতার নাম কভু শ্রবণে না শুনি,
মায়ের নাম জানকী, জনকনন্দিনী;
তিনি জনম-দুঃখিনী।

মায়ের সদত নিরখি, ঝরে ছুটি আঁখি,
কেবল রামনামের ধ্বনি সদায় অধরে।
স্থানাভাবে করি বনে অবস্থান,
বস্ত্র বিনে করি বাকল পরিধান,
করি কর-প্যাত্রে বারি পান ;
দুঃখ বলব কি হে আর, বনফল আহার,
শয্যা বিনে শয়ন মৃত্তিকা-উপরে ॥ ৪৭৫ অজ্ঞাত।

—

[লক্ষ্মণ-শক্তিশেলে রামের উক্তি।]

(ও রে) এত দিনের পর লক্ষ্মণ হারা'লেম।
আমি অকিঞ্চিৎকর ভার্য্যার তরে সঞ্চিত ধন খোয়া'লেম।
বিধির কোপে গেলাম বনে, কৈকেয়ী মাকে অকারণে,
চিরদিনের কলঙ্কিনী করিলেম ;
(আমার) রাজ্য গেল, ভার্য্যা গেল,
তাও প্রাণে সয় হ'লো ;
(ও রে) প্রাণাধিক ভাই লক্ষ্মণ ম'ল, আমি বেঁচে রহিলেম !
সোণার পুতুলি ভাই, জীবনের তুল্য নাই,
সে ভাই মোর ধূলমাঝে র'য়েছে ;
(ও হে) আমার যদি থাকে কেহ,
(প্রাণের) লক্ষ্মণকে বাঁচা'য়ে দেহ।
(আমি) নতুবা ত্যজিব দেহ,
এই প্রতিজ্ঞা করিলাম ॥ ৪৭৬ অজ্ঞাত।

—

[লবকুশের যুদ্ধে লক্ষ্মণের পতনে
রামের উক্তি।]

উঠ রে প্রাণাধিক ভাই লক্ষ্মণ।
(ও রে) শুনে তোমার জীবনান্ত মম হৃদি হয় দাহন॥
জিতে ইন্দ্রজিতের সনে, (ওহে ভাই) প্রাণ ত্যজিলে শিশুর রণে,
আমি লাভের তরে ব্যাপার করে,
সঞ্চিত ধন হারাই এখন।
যখন মা বলবেন আমাকে,
কোথায় লক্ষ্মণ দেও আমাকে,
(তখন) কি দিয়ে মার প্রাণ জুড়াব,
কে আছে এমন ধন? ৪৭৭ অজ্ঞাত।

[লবকুশের প্রতি সীতার উক্তি।]

(ও রে) কুসন্তান কি কথা শুনা'লি।
তোরা বজ্রসম বাক্যবাণে মায়ের প্রাণ বধিলি।
ও রে নিষ্ঠুর অনিবার্য্য, এ কি রে তোর পুত্রের কার্য্য,
সোণার রাজ্য ছারখার করিলি।
কোন্ বনে প্রাণেশ্বরে, ব'ধে এলি তীক্ষ্ন শরে,
এ অভাগীরে একেবারে অবসান করিলি।
সকল সম্পদ হারাইয়ে, ছিলেম রে এয়োত নিয়ে,
তোরা দু'ভাই শত্রু হ'য়ে তাও কি ঘুচালি॥ ৪৭৮
অজ্ঞাত।

[লক্ষ্মণের উক্তি।]

(পরিচয় কি দিব হে—স্থর।)

যা'ব না আর অযোধ্যা-ভুবনে, (ও রে স্থমন্ত্র)।
রাজ্যের কার্য্য নাই, ফিরে বনে যাই;
আমি রাম সীতার নাম না শুনি যেখানে।
আমার মরণ ভাল ছিল, বেঁচে এই লাভ হ'লো,
উদ্ধারিয়ে মাকে (পুন) রেখে এলেম বনে॥ ৪৭৯

অজ্ঞাত।

[কৌশল্যার উক্তি।]

ও হে প্রাণপতি, করি এই মিনতি,
জীবন-রামকে বনে দিও না।
জীবন-রামকে বনে দিলে, জীবনে জীবন রবে না।
রামকে নিয়ে দেশান্তরে খাওয়াইব ভিক্ষা করে,
যাব অযোধ্যা ছেড়ে;
ভরতকে রাজ্য দিয়ে পুরাও মনের বাসনা॥ ৪৮০ ঐ

[দুর্ম্মুখের উক্তি।]

(ধর হে নাথ ধর ধর—স্থর।)

বলব কি হে কমলাক্ষ বলতে বক্ষ বিদীর্ণ হয়,
রাজমহিষী দোষী বলে দোষী লোকে কত না কয়।
শ্রীরামচন্দ্র জগতপতি, জগতলক্ষ্মী সীতা সতী,
হরে নিল লঙ্কাপতি দুরাশয়।

সীতা নিয়ে রাখে অশোকবনে, অসতী কয় অসৎ জনে,
সে দুঃখ কি সহে প্রাণে, প্রাণান্ত হ'লে দুঃখ যায়।
যিনি হ'ন জগতের মাতা, তাঁর বিরুদ্ধে এ সব কথা,
প্রাণদণ্ডে ঘুচাও ব্যথা, করে দুষ্ট দমন তোমাকে কই। ৪৮১

অজ্ঞাত।

[মৃত্যুকালে রাবণ রামের প্রতি।]

সাধে কি হ'রেছি সীতে।
ও রাম সাধে কি হ'রেছি সীতে হে।
ঘরে আনি সীতে, দিবস নিশিতে,
লক্ষ্মী-নারায়ণ হেরি হরষেতে।
আমি যদি হরে না আনিতাম সীতে,
তবে কি হে রাম লঙ্কাতে আসিতে;
আমায় বিনাশিতে, অমরে তুষিতে,
কে দেখে'ছে শিলে জলেতে ভাসিতে। ৪৮২ ঐ

[অশোকবনে সীতার আক্ষেপ।]

একতালা।

কোথা দয়াময়, বিপদ-সময়,
রাখ হে আমায় দিয়ে পদাশ্রয়।
দেখ রাবণ-অসিতে, এসেছে নাশিতে,
মরি হে ত্রাসেতে, কি করি উপায়।
অশোকবনে তোমার সীতা পায় নাশ,
দাসী ব'লে নাথ হও হে প্রকাশ;

নবীন বলে ত্রাস, ভেব না আকাশ,
সৃষ্টি স্থিতি নাশ তোমারি ঐ পায়॥ ৪৮৩ নবীন।

[রাবণের প্রতি মন্দোদরী।]

কেন হে কান্ত হ'য়েছ আন্ত, রণেতে ক্ষান্ত হও এখনে।
ও হে লক্ষ্মীকান্ত, হ'লো সর্ব্বস্বান্ত,
লক্ষ্মী দাও হে কান্ত কমললোচনে।
চল চল রামের ধরি গিয়ে পায়,
ও পায়ে উপায় বিনে নাই উপায়;
যদি রাখেন পায়ে তবে সে উপায়,
নতুবা উপায় হবে না হবে না।
যে দিন হ'তে সীতা করে'ছ হরণ,
সে দিন হ'তে লঙ্কা হ'তেছে দাহন;
নবীন বলে, শুন রাজা দশানন,
সামান্যা রমণী ভেব না মনে॥ ৪৮৪ ঐ

[সপ্তরথী কর্ত্তৃক বেষ্টিত অবস্থাতে অভিমন্যুর উক্তি।]

ও হে কোথা পিতঃ ধনঞ্জয়, কোথা মাতুল ভগবান,
সপ্তরথী মিলে বধে নির্দ্দোষী বালকের প্রাণ।
আমি পড়িয়ে হেন বিপাকে, ডাকিতেছি হে তোমাকে,
(ও হে) ত্বরায় আসি রণস্থলে রক্ষ করুণানিধান।
(ও হে) শকুনি দুঃশাসন দ্রোণ, অশ্বত্থামা কৃপ কর্ণ,
আর দুর্য্যোধন,
সবে একত্রে হানি'ছে বাণ, নাহি আর পরিত্রাণ॥ ৪৮৫
রেবতীমোহন গাঙ্গুলী।

তরণীসেন বধ।

[সরমার উক্তি।]

ইমন কল্যাণ—কাটা ধামাল।

নিশিতে দেখে'ছি সীতে স্বপন,
আমার যেন প্রাণপুত্র রণে হ'য়েছে নিধন ॥
হারা হ'য়ে তরণীরে, ভাসিতেছি দুঃখনীরে,
দুখিনীরে দুঃখনীরে দিয়ে গেল বিসর্জ্জন।
হেন কেন এ অশিব, শিব কি করবেন অশিব,
তা হ'লে প্রাণ নাশিব, আর রাখব না এ জীবন ॥ ৪৮৬

হরিনাথ সেন।

[নিকষার উক্তি।]

ইমন কল্যাণ—কাটা ধামাল।

জানকীরে জান কি রে দশানন?
গোলকবাসিনী রমা যাঁরে সেবে সুরগণ ॥
ইনি সত্যেতে হন বেদবতী, ত্রেতাযুগে সীতাসতী,
পবিত্র করিতে ক্ষিতি, ক্ষিতিগর্ভে জন্ম লন ॥
বংশধর বিনাশিতে, হ'রে আনলে রামের সীতে,
হরি কহে কুল নাশিতে কুললক্ষ্মীর আগমন ॥ ৪৮৭ ঐ

[সরমার উক্তি।]

ভৈরবী—একতালা।

বাছা তরণী রে, কভু যেও না রে,
ব্রহ্মসনাতন রাম-সমরে।

তার বৈরীপক্ষ, সৈন্য লক্ষ লক্ষ,
শত্রুভাবে গিয়ে জীবনে মরে ॥
তোর পিতা জ্ঞানী ধর্ম্মেতে তৎপর,
জানেন তিনি রাম ব্রহ্মপরাৎপর,
শরণ নিয়ে পদে, আছেন নিরাপদে,
সম্পদের সুখ কভু না করে ॥
রাজ্য ত্যজ্য আর গৃহ পরিহরি,
অনিবার ভজে রাম-নরহরি,
মোরা মিছে পাপে গৃহে কাল হরি,
কাঁদে গুপ্ত হরি যম-ভয় তরে ॥ ৪৮৮ হরিনাথ সেন।

[তরণীর উক্তি।]

ললিত—আড়া।

রাম-সমরে যে'তে আমায় ক'র না মা আর বারণ।
আমি ভালমতে জানি শ্রীরাম ভবতারণ ॥
ছুটে'ছে মোর মন-বারণ, কি দিয়ে করি বারণ,
ইচ্ছা হয় রামরূপ সদা করি দরশন ॥
এক নিবেদন শুন, মম পিতা বিভীষণ,
রামকে করে দরশন ;
পুলক হৃদয় মা আমারে দেহ বিদায়,
পবিত্র করিব দেহ, দাস-পুত্র বলে স্নেহ,
রাম করিবেন বিলক্ষণ ॥ ৪৮৯ ঐ

[বিভীষণের উক্তি।]

ললিত ভৈরবী—ডবল আড়খেমটা।

ও হে দয়াময়, ত্বংহি বিশ্বময়, বিশ্বব্যাপী হরি নিত্যভগবান।
(আমি) বিষয়-আশা ত্যজে, ও চরণ ভজে,
কি লাভ আমার হ'ল বল হে বিধান ॥
যে জন্যেতে কাঁদি রাম কলানিধি,
অমর ক'রেছে আমার যে বিধি,
তব পদ্ম-হস্তে মরণ হ'ত যদি,
তবে আমার হ'ত, গোলকেতে স্থান ॥
শত্রুভাবে তারা গেল স্বর্গধাম,
মিত্রভাবে রাম আমায় হ'লে বাম,
বল আমায় নব দূর্ব্বাদলশ্যাম,
বেদে বলে তোমায় করুণানিধান ॥ ৪৯০

—— হরিনাথ সেন।

ললিত—আড়া।

পুত্র-শোকানলে, দেহ মন জ্বলে,
দাবানলে যেন দহে ঘোর বন।
তেমি জ্বলে হিয়ে, রহিয়ে রহিয়ে,
জলে গেলে তাহা হয় না নিবারণ ॥
হারা হ'য়ে আমি তরণী-রতনে,
প্রাণ-হরিণী আমার থাকিবে কেমনে,
নয়নতারা হারা হ'লেম এত দিনে,
তারাকারা ধারা বহিছে নয়ন ॥

বন্ধ্যানারী ভাল পুত্রবতী হ'তে,
পুত্র-শোক-শেল হয় না তা'র সৈতে,
পুত্রশোকাতুরা পুত্র-শোকে র'তে,
থাকিতে নারে, সদা ফাঁফর করে প্রাণ ॥ ৪৯১

হরিনাথ সেন।

[পাণ্ডব-নির্ব্বাসন সময়ে ভীমের উক্তি।]

আড়া জুড়ি।

করিব করিব কুরু-বংশের সংহার,
ভীমের ভীম গদা নৈলে ধরিব না আর।
কা'রে মারব পদাঘাতে, কা'রে মারব গদাঘাতে,
মারব কা'রে মুষ্ঠাঘাতে কৃতান্তের প্রায়—
দুর্য্যোধনের উরু ভেঙ্গে নিব যম-দ্বার ॥
অন্ধ রাজার মন্দ মতি, তাঁ'র সাক্ষাতে এ দুর্গতি,
পতিব্রতা মহা সতীর করে অপমান—
হরি কহে সে পাপেতে নাহিক নিস্তার ॥ ৪৯২ ঐ

[দ্রৌপদীর উক্তি।]

খট্‌ভৈরবী—একতালা।

ও হে রমাপতে! এই বন পথে,
দাসীর মনোরথে কর পদার্পণ।
আমি নয়ন-বারি দিয়ে, চরণ পাখালিয়ে,
কেশে মুছাইয়ে সেবিব চরণ ॥

শ্রদ্ধা-মন্ত্রে তব উপাসনা করি,
মনোপুষ্প দিয়ে পূজিব শ্রীহরি,
ষোড়শ উপচারে, নৈবিদ্যাদি করে,
জ্ঞান-প্রদীপ জেলে করিব অর্চ্চন॥
দয়াসিন্ধু প্রভো! কৃপাসিন্ধু নাম,
ভকতবৎসল নব-ঘনশ্যাম,
হরিনাম দীনে, ভজন বিহীনে,
নিজ-গুণে দয়া কর বিতরণ॥ ৪৯৩ হরিনাথ সেন।

(বীরবাহু বধোপলক্ষে চিত্রাঙ্গদার উক্তি।)

ভৈরবী—ডবল আড়খেমটা।

ও হে প্রাণেশ্বর, লঙ্কার ঈশ্বর,
রক্ষকুলমণি রমণীভূষণ।
তব নিকেতনে, হৃদয়-রতনে,
রেখে'ছিলাম আমি, কর হে অর্পণ॥
বহু দিন হ'ল নয়নের মণি,
না হেরিয়ে আমি মণিহারা ফণী,
তদপ্রায় ভাবে তোমার রমণী,
চিত্রাঙ্গদা এল হের হে রাজন॥
লাজ ত্যজে আমি এলাম সভা-মাঝ,
বিলম্ব সহে না, অহে মহারাজ;
নীরব হ'য়ে নাথ র'লে কেন আজ,
কোথায় রেখে এলে দুঃখিনীর ধন॥ ৪৯৪ ঐ

[চিত্রাঙ্গদার উক্তি।]

ভৈরবী—ডবল আড়খেম্‌টা।

হ'লে কেন ভ্রান্ত, ও হে প্রাণকান্ত,
রাম রমাকান্ত, গোলক-বিহারী।
ব্রহ্মা-আদি ইন্দ্র, যোগেন্দ্র ফণীন্দ্র,
চন্দ্রচূড় যাঁর লাগি জটাধারী॥
দয়াসিন্ধু রামের চরণ পরশিলে,
পাষাণ মানব হয়, জলে ভাসে শিলে,
তুমি নাথ কীর্ত্তি লঙ্কাতে রাখিলে,
বংশনাশতরে সীতা করলে চুরি।
নারী হ'য়ে আমি দেই উপদেশ,
রামের প্রতি ত্যজ বিষম বিদ্বেষ,
ন'লে নাথ তোমার হ'ল আয়ু শেষ,
কালরূপী রাম স্বর্ণলঙ্কাপুরী॥ ৪৯৫ হরিনাথ সেন।

[গুহকের অবজ্ঞাসূচক বাক্যে কুপিত লক্ষ্মণের
প্রতি রামের উপদেশ।]

বিভাস—আড়খেম্‌টা।

কার প্রাণ নাশন, করিব রে ভাই শোন,
মিতের আমার কোন অপরাধ নাই।
প্রেমে আরে ওরে, ও বলে আমারে,
আমি ওরে বড় ভালবাসি রে ভাই।
আরে ওরে বলে জাতীয় স্বভাব,
অন্তরেতে উহার বড়ই ভক্তিভাব,

নইলে আমি ধন, সাধুজনার মন জুড়াই রে ;
ভাবগ্রাহী আমি ভাবেতে মিসাই ॥ ৪৯৬
দাশরথী রায়।

[রামের উক্তি।]

ভৈরবী—মধ্যমান।

আর কি ফল এ বিফল জীবনে এ-এ-এ।
গুণবতী সতী বিহনে ॥
এ কি অনুচিত অনিত্য লোক-ভাষিত,
তাহাতে একান্ত মম চিত অবিরত ;
অকলঙ্ক শশিসমা প্রিয়ারে আমার,
অনায়াসে বনবাসে করিলাম পরিহার,
দুরাচার মম তুল্য আর কে আছে এমন ভুবনে ॥ ৪৯৭
অজ্ঞাত।

ললিত ভাঁয়রো—একতালা।

ও কি শোভা রে রামরূপ রূপ-সাগর-তরঙ্গ।
রত্নাসনে সীতাসনে, রাজ-ভূষণে ভূষিতাঙ্গ ॥
চন্দ্রমুখীর মুখ নিরখি, চন্দ্র মুখে পায় আতঙ্গ,
মরি হরির অঙ্গ হেরি, অঙ্গ হারায় রে অনঙ্গ ॥
রামরূপ হেরি নয়নে, প্রেম তরঙ্গ ত্রিনয়নে,
সদা কন ত্রিনয়নে ছেড় না রামরূপ-সঙ্গ ;
চিন্তামণির গুণের বাণী, বলতে বাণীর বাণী সাঙ্গ ;
সীতানাথের তুল্য কে আর আছে অনাথের অন্তরঙ্গ ॥ ৪৯৮
দাশরথী রায়।

কোথা হে করুণাময় নারায়ণ।
বিপক্ষের পরাক্রমে, রক্ষা নাই আর কোনক্রমে,
এই ছিল কি পরিণামে দাসীর কপালে লিখন।
অন্তর্যামী তুমি নিত্য নিরঞ্জন,
দয়া কর এ দাসীরে ও হে বিপদভঞ্জন,
হরি তোমার নামের বলে, সলিলেতে ভাসে শীলে,
মানবদেহ ধরে শীলে পরশিলে শ্রীচরণ॥
শিশুমতি প্রহ্লাদ পড়িয়ে বিপদে,
করযোড়ে নিয়ে শরণ তোমার অভয় শ্রীপদে,
পড়ে'ছিল সিন্ধুজলে, পেল জীবন রামনাম ব'লে,
শমনভয় তার বিনাশিলে অহে শমনদমন।
সত্যে বদ্ধ আছেন পতি সদাশয়,
তুমি বিনে সতীর গতি কি আছে হে দয়াময়,
ডাকি হে অকূলে পড়ি, বিপদে উদ্ধার হরি,
এ দুঃখিনীর জীবনতরি অকূলেতে হয় মগন॥ ৪৯৯

রাসমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিন্তা কি হে চিন্তামণি নারায়ণ।
অমর-আশ্রিত হ'য়ে সমরে ভয় অকারণ॥
কর দাসে আশীর্ব্বাদ, পূরাইব মন-সাধ,
রণেতে আজ ইন্দ্রজিতে করিয়ে নিধন।
এ বিশাল ভুজ-তেজ দেখিবে অমরগণ,
অকালে কাল-সাগরে ক'রব তা'রে বিসর্জ্জন;

ধরে দুষ্ট কত বল, ক'রব তা'রে হতবল ;
যত বল তত বল বারে অনুক্ষণ।
শক্রর শোণিতে নদী করাব আজ দরশন,
মীনরূপে সৈন্যগণ করিবে তা'য় সন্তরণ॥
বিনাশিল মায়া-সীতে, চল্লেম মায়া বিনাশিতে,
এ অসিতে মায়াজাল তার করিব ছেদন।
দাশরথি, রথ রথী নাই হে আমার প্রয়োজন,
সঙ্গের সম্বল মাত্র তোমার অভয় শ্রীচরণ॥ ৫০০
রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ললিত—আড়া।

ছেড়ে গেলে মেঘনাদ বিধি এ বাদ সাধিল।
লঙ্কার শশাঙ্ক কি রে চির অস্তাচলে গেল।
বীরচূড়ামনি যত, অকালে হইল হত
আহা সে প্রমীলা সতী চিতানলে প্রবেশিল
হা রে নিদারুণ বিধি, এ কি নিদারু
মেঘনাদকে প্রাণে বধি তোর কি সাধ
রামমো

[রাবণ মৃত্যুবাণ দর্

ললিত বিভাস—আ

আর নাই মোচন,
বলুলেন শরমধে

এমন সময় কোথা গো মা ঈশানী
বিপদ নাশিনী মা রাখ সন্তানে শ্রীপাদপদ্মে।
কি করি শঙ্করী পিতা শঙ্কর বিরূপ,
ভাই হ'য়ে চিরকাল কালের স্বরূপ,
বিনে চরণতরি তরি গো মা কিরূপ,
ব্রহ্মময়ী বিপদ-সাগর-মধ্যে।
ছিল যে ভাই আমার প্রাণের অনুগত,
হ'ল সে দিন গত সে ভাই আমার গত,
না হ'তে কাল গত হ'ল কালাগত,
আমি ভেঙ্গেছিলাম ও তার অকাল-নিদ্রে ॥ ৫০২

দাশরথী রায়।

[রাবণের মুমূর্ষু বাক্য।]

ভৈরবী—একতালা।

…দিন গত কিন্তু নয় হে রাম তোমার চরণে এ দীন গত;
…আমার গত অপরাধ কত,
…র্গতি সময়ে দেও হে চরণ, হ'লেম চরণে শরণাগত।
…সঙ্গে হরি, স্বতন্তর করি।
…তু ক্রিয়া সতত;
…শত মন্দ, বলেছি রামচন্দ্র,
…া ভাবিয়ে ভবিষ্যৎ।
…গুণ-প্রকাশ,
…দাস নাশ,
…ৈরব,

সে তো স্বগুণে পাবে সুপথ ;
জননী জঠরে কঠোর-যন্ত্রণা আর দিবে হে রাম কত ;
আমার নাহি কালব্যাজ, দশরথাত্মজ,
ঘুচাও দাশরথির যাতায়াত ॥ ৫০৩ দাশরথী রায়।

অতিরিক্ত ঐতিহাসিক সঙ্গীত।

বিজয়-বসন্ত।

[জয়সেনের উক্তি।]

যা রে যা নগরপাল এই দণ্ডে।
বেঁধে বিজয়-বসন্ত পাষণ্ডে,
রাখ কারাগারে দুই ভণ্ডে সমুচিত দণ্ডে ॥
তা'রা আমার পুত্র নয়—শত্রু নিতান্ত,
আমি তা'দের পিতা নই, হই রে কৃতান্ত,
শুন কই রে সে বৃত্তান্ত,
তাদের জীবনান্ত হ'লে তবে মম-দুঃখ খণ্ডে ॥ ৫০৪
মতিলাল রায়।

[শান্তা দাসীর উক্তি।]

কি কর রে বিজয়চন্দ্র অভাগীর কপাল ভেঙ্গেছে।
বিমাতা-সাপিনী তো'দের অজ্ঞাতসারে দংশেছে ॥
আজ্ঞা দিয়াছেন নরপাল,
বাঁধবে তোদের নগরপাল,
হায় কি আমার পোড়া কপাল, এখন জীবন রয়েছে ॥
বুঝেছি মনে নিতান্ত,
পিতা নয় তোদের কৃতান্ত, বিজয়-বসন্ত,

আতঙ্কে কাঁপিছে প্রাণ, বুঝি আর নাই রে ত্রাণ,
নইলে পুত্রের প্রতি এমন পাষাণ,
পিতা আর কোথা আছে॥ ৫০৫ মতিলাল রায়।

[দুঃখে কোটালের উক্তি।]

বিজয় বসন্তে, আমি জীবনান্তে,
বাঁধিতে পারব না এ কঠিন পাশে।
দেখে বুক ফাটে, পড়েছি সঙ্কটে,
চক্ষের জল দেখে চক্ষের জল আসে॥
মরি মরি মন-ব্যথায়,
এমন ত শুনিনি কোথায়,
কোন্ প্রাণে কোন্ খানে পিতায় পুত্রগণে নাশে।
মা-হারা বাঘিনীসুত, হায় কাঁপে রে শৃগালের পাশে॥ ৫০৬ ঐ

[বিজয়ের উক্তি।]

যদি একান্ত বসন্ত-ধনে বাঁধিবে, প্রাণে বধিবে।
কর আমার শিরশ্ছেদন, দূরে যা'ক সকল বেদন,
(আর ছার প্রাণে কাজ নাই রে)
(করি বিমাতার ধার পরিশোধ)
এ পাপাত্মার মুণ্ড লয়ে পিতারে দিবে॥
যে পথে মা গিয়াছেন সেই পথে যাই,
মার কাছে গিয়ে মাকে মা বলে জীবন জুড়াই।

মা বিনে পুত্রের কে আছে, আগে যাই মার কাছে,
(আমায় মার কাছে পাঠায়ে দে রে)
(মা নাকি যমালয়ে গেছে)
একা ভাই বসন্ত গেলে মা যে কাঁদিবে ॥ ৫০৭

মতিলাল রায়।

দারুণ বিধি কি এই ছিল রে তোর মনে।
নাশিয়ে মাতায় শত্রু করলি রে পিতায়,
নহিলে পিতায় কি বধে রে পুত্রধনে ॥
যখন সঁপিলি মাকে শমনে,
কেন সেই সাথে দিলিনে বিধি বসন্ত-ধনে।
তা হ'লে আর এ যাতনা, হ'ত না হ'ত না রে,
(আর ত বসন্তের দুঃখ দেখতে নারি)
(আর যে সয় না জীবন যায় না কেন)
শিশু বসন্ত মরে কঠিন বন্ধনে ॥ ৫০৮ ঐ

[শান্তার উক্তি।]

বিজয় বসন্ত আমার বড় দুঃখের ধন রে।
ও রে কোটাল শুন বিনয়, একে শিশু তায় রাজতনয়,
এদের বাঁধা উচিত নয়, খুলে দে বন্ধন রে।
কাঁদে বাছা হ'য়ে কাতর, দয়া মায়া কি হয় না তোর,
দেখিয়ে ভ্রাতা-যুগলে, দুঃখে যে পাষাণ গলে,
ও রে যা'রা দুর্গা দুর্গা বলে, তাদের নাই নিধন রে ॥ ৫০৯
ঐ

[বসন্তের উক্তি।]

কোথা যান্ আয়ি ফেলে শ্মশানে। গো—
হৃদয় বেঁধে পাষাণে,
আয়ি আমাদের আর কেহ নাই, বড় দুঃখী দুটী ভাই।
আয় রেখে আয়, মা গিয়েছে যেখানে।
আমার অবশ অঙ্গ সকল, ক্ষুধাতে প্রাণ বিকল।
আঁধারময় দেখি সব নয়নে।
এখন আতঙ্কে কাঁপিছে কায়, পিপাসায় বুক ফেটে যায়,
(আয়ি জল এনে দিয়ে যা গো)
(আয়ি ফিরে আয় পায়ে ধরি।)
বুঝি এই বার নিশ্চয় মরি গো প্রাণে॥ ৫১০

মতিলাল রায়।

[দুঃখের উক্তি।]

আয় বসন্ত আয় রে ভাই যাই অন্য দেশে।
কাজ নাই আর এ পাপরাজ্যে থেকে পিতার দ্বেষে॥
ভাই তো'রে ক'রে কোলে, চলে যাই আমরা সকলে,
ডাকবো দুর্গা দুর্গা ব'লে, ক্ষুধা কি পিপাসা হ'লে॥
আমাদের মা অন্নপূর্ণা, অন্ন দেবেন দেশে বিদেশে॥ ৫১১ ঐ

[বসন্তের উক্তি।]

ক্ষুধাতে প্রাণ যায় গো মরি মরি।
সহে না সহে না ক্ষুধার যাতনা,
(চক্ষে আঁধার দেখি দাদা)

(আমি ম'লাম আর বাঁচিনে গো)
খেতে দেও দেও পায়ে ধরি ॥
দাদা, বনে প্রাণ যায় পাছে, শান্তা আয়ির কাছে,
রেখে এস ত্বরা করি।
অঙ্গ যে অবশ, গেল গো দিবস,
(সারা দিন উপবাসে)
(দাদা খেতে কি আর দিবে না গো)
দেখ এলো বিভাবরী ॥
দাদা এলে কি কারণে, এ ঘোর কাননে,
সে সব পরিহরি।
কি আছে অন্তরে, বল বসন্তরে,
(কিছুই যখন দিলে না গো)
(দাদা খেতে না দিয়ে মারিলে)
রাখ নয় দেও গলায় ছুরি ॥ ৫১২ মতিলাল রায়।

[বিজয়ের উক্তি।]

কোথা যা'ব বসন্ত রে তোরে একা রেখে বনে।
যদি যেতে হয় যা'ব আমি ভাই রে তোমার সনে।
আমি তো'রে ছেড়ে রই কেমনে।
(তুই রে বিজয়ের নয়নতারা)
(আমার বন্ধু বান্ধব তুই সব)
আমি বড় অনাথ বনচারী দেখেছি জগজ্জনে।

ভাই কেন কেন ধরাসনে,
(ও কি অভিমান হ'য়েছে তোর)
(চাঁদ কি ভূমে পড়লে শোভা পায়)
ভাই উঠে কোলে দাদা ব'লে একবার ডাক রে চাঁদ বদনে।
ও ভাই একবার উঠে দেখ নয়নে,
(তোর সেই হতভাগ্য দাদার দশা)
(হায় রে ফলে কি ফল হ'ল এই)
নয় তো'রে নিয়ে দুর্গা বলে ঝাঁপ দিব জীবনে॥ ৫১৩

মতিলাল রায়।

হৃদয় ছাড়া করবো না আর আয় রে হৃদয়ে রাখি।
(ঠেকে খুব শেখা শিখেছি রে ভাই)
এই পিঞ্জর মাত্র ছিল, কিন্তু পিঞ্জরে ছিল না পাখি।
এই হৃদ্-পিঞ্জরে রাখি তো'রে,
(মধুর দাদা-বুলি বল বসন্ত)
আর দিতে পারবে না ফাঁকি,
(ক্ষুধায় মলেম ফল দেও ব'লে)
আর দিতে পারবে না ফাঁকি।
ক্ষণেক বিলম্ব হ'লে, এখনি ত যেতেম জলে,
ভাই কোথা ব'লে ;—
যদি দিলে সে বিধি, হৃদয়ের নিধি,
(যে ধন বনমাঝে হারায়েছিলেম)
হৃদে গেঁথে নিশ্চিন্ত থাকি,

(আমি আর পলক ফেলব না রে ভাই)
হৃদে গেঁথে নিশ্চিন্ত থাকি ॥ ৫১৪

ঐ মতিলাল রায়।

[বিজয়-বসন্তের পিতা জয়সেনের উক্তি।]

এক বার উঠে আয় বসন্ত তো'র দুরাত্মা পিতার কোলে।
(যখন বন্ধন-দশায় কোলে উঠতে এলি)
আমি ফেলে দিয়েছি রে তো'রে দূর হ দুর্বৃত্ত ব'লে।
এক বার পিতা ব'লে ডাক্, জীবন জুড়াক্,
(আমি অনেক দিন শুনি নাই বাপ্)
তো'রা জল দে রে এই শোকানলে ॥ ৫১৫ ঐ

দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণ।

[যুধিষ্ঠিরের প্রতি অর্জ্জুন।]

যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।
হে রাজন বারণ করি শুন হে বিনয়,
যখন সে সভাতে আছে শকুনি সুবল-তনয়।
পাশায় তা'রে পরাভব, করা অতি অসম্ভব,
অমৃতে গরল-উদ্ভব, হ'বে আমার মনে লয়।
দুর্য্যোধন অতি অভাজন, কুজন তা'র সব সভাজন,
জান ত রাজন,
খেলাতে এই হয় অনুমান, তোমারে করবে অপমান,
জ্ঞাতিবাক্য বিষ-সমান, শেষে বিচ্ছেদ হ'বে প্রণয় ॥ ৫১৬

[দ্রৌপদীর উক্তি।]

কান্ত হে ক্ষান্ত হও যেও না হস্তিনায়।
(যা'রা শত্রু ভাবে) (তা কি জান না, ও হে ও মহারাজ)
তা'রা স্বকার্য্য সাধিতে মিত্রতা জানায়।
নাথ হে সব অলক্ষণ, নিয়ত করি নিরীক্ষণ,
(কেন নাচে দক্ষিণ অঙ্গ) (প্রাণাকুল ভেবে পাই নেই কুল)
বিষম আতঙ্ক, দুর্ঘটন বুঝি ঘটিবে পাশায়॥ ৫১৭

মতিলাল রায়।

[ভীমের প্রতি অর্জ্জুন।]

দাদা দিও না ধর্ম্ম বিসর্জ্জন।
জগতে ক'বে পাণ্ডব দুর্জ্জন,
ধর্ম্ম যদি থাকে সহায়, জগতে ভয় করি কাহায়,
(দাদা যথা ধর্ম্ম তথা জয়)
(দাদা ধর্ম্মের তুল্য ধন কি আছে)
কি বিলম্ব সামান্য ধন করতে উপার্জ্জন।
জান না কি কর্ম্ম দোষে ধর্ম্ম যায়,
ধর্ম্ম নাশি মর্ম্মে দুঃখ দিও না ধর্ম্মরাজায়,
মহারাজের কষ্ট মনে, বল তা সবে কেমনে,
(আমরা সকল দুঃখ সইতে পারি)
(এ ছার প্রাণ গেলে হানি কি তায়)
যা আছে হরির মনে তাই হবে এখন॥ ৫১৮ ঐ

[দুঃশাসনের প্রতি দ্রৌপদী।]

কর না হে আমার কেশ আকর্ষণ,
ও হে দেবর দুঃশাসন।
আমি অপবিত্রা নারী, লাজে কইতে নারি,
বেদ-বিধিমতে নিষেধ পরশন।
শোন নাই কি নারীর কেশ ধ'রলে বলে,
পরমায়ু ক্ষয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রে বলে, বঞ্চিত ধর্ম্মবল সম্বলে,
বলে ধরে সীতার কেশ, নির্ব্বংশ লঙ্কেশ,
কালীর কেশ ধরে শুম্ভ হয় পতন॥ ৫১৯

মতিলাল রায়।

[কৃষ্ণের প্রতি দ্রৌপদী।]

মনে কি পড়েছে তোমার দাসী ব'লে গুণমণি।
ভুলে এতক্ষণ কোথা ছিলে হে হরি,
বল কি দোষে বঞ্চিত শ্রীপদে দুঃখিনী পাণ্ডব-রমণী।
ঐ দেখ পাণ্ডবগণ, দুঃখেতে মগন,
(হরি এ খেলা কা'র বুঝতে নারি)
কুঞ্জ-ভ্রষ্ট যেন মণিহারা ফণি।
দাসীরে কর দরশন, দুঃশাসন হরি'ছে বসন,
হে পীতবসন, কর লজ্জা নিবারণ, নীরদ-বরণ
লক্ষ্মীকান্ত জগৎ-স্বামী॥ ৫২০ ঐ

সীতাহরণ।

[সূর্পনখার প্রতি রাম।]

শুন হে সুন্দরি শ্রীরাম নাম আমার।
সূর্য্যকুলে পূজ্যপাদ দশরথের জ্যেষ্ঠ কুমার।
স্বর্ণ-সরোজিনী জিনি, গৌরাঙ্গিনী সঙ্গে যিনি,
তিনি আমার সীমন্তিনী, সীতা নাম প্রাণ-প্রতিমার।
কি ক'ব দুঃখের বিবরণ, পিতৃ-সত্য-পালন-কারণ,
সন্ন্যাসীবেশ করি ধারণ, বনবাস করেছি সার॥ ৫২১

মতিলাল রায়।

[লক্ষ্মণের প্রতি রাম।]

(আছে) তোর বিলক্ষণ বীরত্ব-লক্ষণ,
কি জানি রে লক্ষ্মণ, ঘটিবে কি দায়।
তাই করি বারণ, ক'র না রে রণ,
(আমার কপাল ভাল নয় ভাল নয়)
পাছে গৌরবরণ হারাই ভাই তোমায়।
কমল হ'তে জানি কোমল অঙ্গ তো'র,
রাক্ষসের বাণে হ'বি রে কাতর,
(ভয় এই পাছে ভাই-হারা হই)
সকল মেলে ভাই, ভাই মেলে কোথায়॥ ৫২২ ঐ

[রাবণের উক্তি।]

এ কি শুনি মধুর নাম।
কে এমন বন্ধু আছে শুনায় রাম নাম অবিরাম॥

প্রবেশি কর্ণকুহরে, মনের অন্ধকার হরে,
এক বার সবে কহ রে, বদন ভ'রে রাম রাম ॥ ৫২৩

—— ৺ মতিলাল রায়।

যেও না যেও না তুমি রামের জানকী হরিতে।
হও ক্ষান্ত লঙ্কাকান্ত ফিরে যাও লঙ্কাপুরীতে।
সোণার লঙ্কানাশের কারণ, সীতাকে কি কর্‌বে হরণ,
পতঙ্গের গমন যেমন, অনলে পুড়ে মরিতে।
নর নহে রঘুমণি, মুনিগণের শিরোমণি,
নারায়ণী তাঁ'র রমণী, পঞ্চবটীতে (এ-এ-এ) পঞ্চানন।
যাঁর ক'রে স্মরণ, পঞ্চত্ব-কালে যাঁর চরণ,
শমন-ভয় করে নিবারণ, তরি ভবার্ণব তরিতে ॥ ৫২৪ ঐ

[রামের প্রতি সীতা।]

কোথায় আছ হে সীতার প্রাণ রাম দয়াময়।
হরে রাক্ষসে, দাসীরে রাখ এসে,
নইলে দুঃখিনী জন্মের মত বিদায় হয়।
জানি যে তোমায় করে হে স্মরণ,
নীরদবরণ কর আর তুমি বিপদ বারণ,
আমি ডাকি তাই অবিরাম, কোথায় রাম রাখ রাম,
(আমি তোমা বই আর জানিনে হে)
(জানি বিপদ-কালের সহায় তুমি)
ও হে গুণধাম হ'য়ো না বাম এ সময় ॥ ৫২৫ ঐ

[পঞ্চবটীকে সম্বোধন করিয়া সীতার উক্তি।]
অপরাধিনী আমি বটি পঞ্চবটী বলি তোমায়।
ক্ষম মম অপরাধ জন্মের মত হই বিদায়॥
আমার রামকে দিও এই সমাচার
(স্বর্ণ মৃগ ল'য়ে আসবেন যখন)
(যখন ডাক্‌বেন কোথা সীতা ব'লে)
(যখন কেঁদে আকুল হ'বেন নাথ)
সীতায় হরেছে রাবন দুরাচার,
(কপট যোগীর বেশে) (ভিক্ষার ছলে)
সীতায় হরেছে রাবণ দুরাচার॥
তোমায় বিনয়ে করি নিবেদন,
(আমার রামকে রেখো যত্ন ক'রে)
(কান্ত কাঁদলে তাঁ'রে ক্ষান্ত ক'রো)
(নাথের কাননে যে কেউ নাই)
(এ পাপিনী-কারণ) (এ বন-মাঝে)
দেখো যেন না যায় রামের জীবন,
জানি লক্ষ্মণ আছে রামের কাছে,
(বনে তারেই বা আর কে বুঝা'বে)
(হায় রে জীবন কেন রইল দেহে)
(সে যে শিশু কিছু জানে না)
(মরে পাছে সে আমার শোকে)
(মা কোথা ব'লে) (সে যে মা জানে না)
সে আমার শোকে মরে পাছে॥ ৫২৬

মতিলাল রায়।

[সীতার প্রতি জটায়ু।]

কি ভাবিলাম হায় রে হ'ল কি ভুবন শূন্য দেখি।
এখন অন্তিমকালে, আমায় ফেলে,
কোথায় যাও মা জানকী॥
বড় সাধ ছিল মনে, তোমায় সঁপে রাম চরণে,
যুগলরূপ দরশনে জুড়া'ব আঁখি,
আমি কোথায় তুমি কোথায়, কোথায় সে কমল আঁখি॥ ৫২৭

মতিলাল রায়।

[লক্ষ্মণের প্রতি রাম।]

প্রাণ তো আর বাঁচে না রে লক্ষ্মণ, হ'ল মরণ লক্ষণ॥
সত্য সীতা আমার নাই, ভাই তোমায় জানাই।
রাক্ষসে কি ব্যাঘ্রে করেছে ভক্ষণ॥
আর কোথা যা'ব চলে না যে চরণ,
ত্রিজগৎ দেখি তিমির বরণ,
দেখে সীতার এই আভরণ, একবার দাদা বল চাঁদমুখে,
তো'রে রেখে বুকে,
জন্মের মত ভাই রে বিদায় হই এখন॥ ৫২৮ ঐ

অতিরিক্ত ঐতিহাসিক সঙ্গীত।

ভৈরব—একতালা।

সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুবর রঘুরাই।
রসনা রস নাম লেত, সন্তান কো দরশদেত।
বিহসিত মুখচন্দ্র মন্দ্র সুসর সুখদাই।

দশন দমক চঁওর চাল, অয়নবয়ন দৃগবিশাল,
ভ্রুকুটি মন অদনপায়, নাসিকা স্থহাই।
কেশবকো তিলক ভাল, মাঁহুরবি প্রাতঃকাল,
শ্রবণ কুণ্ডল ঝলমলাত, রতিপতি সবিশাই।
গলমে শোভে মতি-মাল, তারাগণ উরু-বিশাল,
মানু গিরি সের উপায়, সুর সর চলি আই।
শ্যামেরো ত্রিভঙ্গ অঙ্গ কাছ নিকট কাজনি থঙ্গ,
মানুহ সারা কি দবি আপহি বলাই।
সখা সহিত সরযুতীর বৈঠে রঘুবংশবীর,
হরথ নিরখ তুলশিদাস, চরণ রজ পাই। ৫২৯

তুলশিদাস।

মেঘনাদ-বধ।

ইমন কল্যাণ—ঠেকা।

শুনালে কি সমাচার, নিশার স্বপন সম।
মরিয়াছে বীরবাহু বলে অনুপম।
হায় আমি কি করিলাম, কেন বা সীতা হরিলাম,
নিজ দোষে মজাইলাম স্বর্ণলঙ্কা নিরুপম।
একে একে বীর যত, সকল তো হ'ল হত,
এতদিনে শির নত, হ'লো গেল মান মম।
আমি চিরজয়ী রণে, স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবনে,
বুঝি সে বিপুল মানে, কালী দেয় নর রাম॥ ৫৩০

হরিশ্চন্দ্র তর্কলঙ্কার।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কেন আজি কাঁদে প্রাণ মন।
নিয়ত নাচিছে সখি মম দক্ষিণ নয়ন।
মনে নাহি সুখোদয়, কেন গো এমন হয়,
চারিদিক শূন্যময়, করি দরশন।
কি আছে বিধির মনে, বল জানিব কেমনে,
হেন জ্ঞান হয় মনে হারাই বুঝি পতিধন॥ ৫৩১

অজ্ঞাত।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

সীতাপতি রাঘবেন্দ্র, সুন্দর মহামতি।
সুঠাম অভিরাম, মনোহর মূরতি।
দুষ্ট রাক্ষস বংশ দেব-রক্ষাকৃত ধ্বংস,
ক্ষত্রিয় কুলাবতংস, বীর অযোধ্যাপতি,
দশরথ রাজ সূনু, রং প্রভু বংশ ভানু,
শূর চিহ্ন দৃঢ় তনু, শশাঙ্ক সম জ্যোতি।
ধরণী সমান ধৈর্য্য, তপন সমান বীর্য্য,
অদ্ভুত শ্রীরাম কার্য্য, নির্ম্মল সৎ প্রকৃতি।
লক্ষ্মীরূপ সাধ্বী দারা, কোমল নির্দ্দোষ ধারা।
আসমুদ্র বসুন্ধরা একচ্ছত্র ভূপতি।
সজ্জন মনোরঞ্জন দুর্জ্জন অহং ভঞ্জন,
চন্দ্র শ্রীরাম বন্দন, কৃত অদ্ভুত আরতি॥ ৫৩২

মহারাজা মহাতাপচাঁদ।

বিভাস—একতালা।

তাই বলি হে রাবণ করো না আর রণ।
লও শরণ নীলবরণ-চরণ-পল্লবে।
কেন রণ সাজে, আর কি রণ সাজে,
কে জিনে ত্রিভুবন মাঝে, সে লক্ষ্মী-বল্লবে।
জাহ্নবীর জল চন্দন-তুলসীতে,
যে চরণ পূজেন হর হরষিতে,
তার হরণ করে সীতে, সবংশ নাশিতে,
আনিলে হে চল ফিরে দেও সীতে, সেই রাঘবে।
মানব জ্ঞানে অশোক বনে রাখিলে সীতে,
পারেন পলকে সীতে ব্রহ্মাণ্ড নাশিতে,
তুমি যাও সীতে অসিতে নাশিতে,
জ্ঞান নাই হে ঐ সীতেকে অসিতে যে যা ভাবে ভবে॥

৫৩৩। দাশরথী রায়।

(জগৎ!) দেখ্ রে চেয়ে,
যাচ্ছি বেয়ে সোণার তরণী;
তরীর উপর শ্যাম কলেবর রামরঘুমণি,
(যিনি) ভবের জলে অবহেলে,
করেন জীবে পার, আজকে তাঁরে,
নিচ্ছি পারে, হ'য়ে কর্ণধার;—
পারের কড়ি ধোরে নিবো চরণ দুখানি॥ ৫৩৪

রাজকৃষ্ণ রায়।

পিলু—পোস্তা।

চল সবে ভার লয়ে যাই, অযোধ্যায় রাম রাজা হবে।
দিব তাঁর চরণে ভার, রাম বিনে ভার আর কে লবে।
দিয়ে ভার লয়ে শরণ, বলব তাঁর ধরে চরণ,
এবার ভার লইলাম যেমন, হরি সে ভার আর দিওনা ভবে।
পাপেতে হয়েছি ভারি, আর তো ভার সইতে নারি,
না ভজে ভূভার-হারী, ভার হলো ভার বইতে ভবে ॥ ৫৩৫

দাশরথী রায়।

সীতার বনবাস।

ভীমপলশ্রী—একতালা।

সদা মনে হারাই হারাই।
কি আছে কপালে ভাবি তাই।
কত কথা পড়ে মনে, কিশোরে সঙ্গিনী সনে,
গিয়াছে সে দিন আর সে দিন তো নাই।
পড়ে মনে রাম সনে, ভ্রমণ বিজন বনে,
মায়ামৃগছায়া হেরি হৃদয়ে ডরাই।
তাই প্রাণ শিওরে সদাই ॥ ৫৩৬

গিরিশ্চন্দ্র ঘোষ।

কালেংড়া রামকেলি—জলদ একতালা।

আয় সারি সারি, মিথিলার নারী,
সোণার গাগরী ভরিয়ে জলে।
হুলুধ্বনি দিয়ে, আয় আয় ধেয়ে,
চাঁদ পাড়া ছেলে লইয়ে কোলে।

জনক-ঝিয়ারী, যায় ধীরি ধীরি,
চায় ফিরি ফিরি আপনা ভুলে।
আয় লো সকলে, দেখ্‌লো সকলে,
পরাণ ভরিয়ে, নয়ন তুলে ॥ ৫৩৭ রাজকৃষ্ণ রায়।

ভৈরবী—চৌতাল।

প্রভাত হইল, ভুবন গাইল, জয় জয় জয় রাম।
আকাশ ছায়ায়, ঊষা সতী গায়, শ্রীরাম মধুর নাম।
শতদল জলে, ফোটে পরিমলে, রাম রাম বলে অলি।
রামনাম শুনে উদ্দেশে নলিনী, রাম পায়ে পড়ে ঢলি।
ফোটে শাখে শাখে, ফুল থাকে থাকে,
পাখি বলে রাম রাম বুলি।
জাগরে সকলে, রাম রাম ব'লে, ভকতি কপাট খুলি। ৫৩৮
রাজকৃষ্ণ রায়।

আলেয়া—একতালা।

রামের তুল্য পুত্র কেবা পায়।
এ সব অনিত্য কুপুত্র, অন্তে কে হয় মিত্র,
বিচিত্র সে দশরথের পুত্র, যার নাম শ্রবণ মাত্র,
ত্রিনেত্র পবিত্র, রবি পুত্র দূরে যায়।
ধন্য দশরথ শ্রীরাম-ধনে ধনী, রত্নগর্ভা-রাণী সে কৌশল্যা ধনী,
এমন পুত্র গর্ভে ধরেছিলেন তিনি, জন্মেন সুরধুনী যার পায়। ৫৩৯
দাশরথী রায়।

রাম-বনবাস।

[সীতার উক্তি।]

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—যৎ।

যাবে অনাথিনী করে কাননে।
রব কেমনে ভবনে।
প্রাণ যাবে এ দেহ ছেড়ে, শূন্য দেহ রবে পড়ে,
কি সুখ বল পিঞ্জরে বিহঙ্গ বিহনে।
নবীন নীরদ তুমি, তৃষিতা চাতকী আমি,
হব হে নাথ সহগামী, যাব সে বনে ;
মন দুঃখ নিবারিব তবপদ সেবনে॥ ৫৪০

কেদারনাথ রায়।

গারা ভৈরবী—যৎ।

যদি যাবে নাথ আমায় পরিহরি,
তবে কি লাগি জলদ অঙ্গ হর শরাসন ভঙ্গ,
করিয়ে আনিলে এ কিঙ্করী।
তুমি হে নাথ মরণ বারণ, তারণ কারণ নীরদবরণ,
জন্মের মতন ঐ চরণে লয়েছি হে শরণ ;—
যেমন বিনা বরিষণে, চাতকিনী মরে প্রাণে,
তেম্নি তোমার অদর্শনে জীবনে শিহবি॥ ৫৪১ ঐ

[রামের উক্তি।]

বিভাস—আড়াঠেকা।

জানকী জানকি তুমি যন্ত্রণা যত কাননে।
সে দুঃখ বর্ণিতে আমি নাহি পারি এ কাননে॥

তুমি হে রাজনন্দিনী রূপ সরোজিনী জিনি,
কেন বিপিনবাসিনী, হবে সুধাংশু বদনে।
বাজিলে হে কুশাঙ্কুর, কাতর হবে অন্তর,
কমল নয়নে নীর সব কেমনে,—
বনে ফলমূল অশন, বাকল হবে বসন,
ত্যজি এ কুসুমাসন, শয়ন সে ধরাসনে ॥ ৫৪২

কেদারনাথ রায়।

[দশরথের উক্তি।]

দেহে থাকিতে জীবন, ও লক্ষ্মণ বাপ্ এখন,
আমি কেমনে বলিব যা তোরা বনে।
নিতান্ত জেনেছি শুন্‌বি নেরে বারণ,
রামের আগে বাকল করেছিন্ ধারণ
ও গৌড় বরণ ;—
হ'লে তোদের অদর্শন, নিশ্চয় আমার মন,
জন্মের মতন এই হলো দরশন ॥ ৫৪৩

মতিলাল রায়।

[সীতার উক্তি।]

কও বিবরণ, কেন হে নীলবরণ,
মৌন-মেঘ মুখ-শশী করে আবরণ।
আমার হলো প্রাণাকুল, ভেবে পাইনে কূল,
অকূল ভবার্ণবের কাণ্ডারি হে!
একি ভাব কিবা ভবে নারায়ণ ॥

ভূষিত হয়ে রাজভূষণে, কখন বস্‌বেন সিংহাসনে,
দয়াময়। তোমার বিলম্ব দর্শনে, মনো হুতাশনে,
দয়াময়! দাসীর প্রাণ যে কাঁদে,
জলে মরি হরি না রহে জীবন॥ ৫৪৪ মতিলাল রায়।

কেন চিত্ত চঞ্চল চল চারু-চাঁদ মুখী।
তোমা বিনা কে আছে আমার
সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী।
কেন আর কর রোদন চাঁদবদনী তুলে বদন,
ঘুচাও মনোবেদন,
তুমি আমি ভিন্ন নই কি জন্যে তবে হও অসুখী॥ ৫৪৫ ঐ

কোথায় আজ হব ভূপালঘরণী, কি কপাল রে।
কোথায় নাথের সঙ্গে হ'লাম বনগামিনী,
কি কপাল রে॥
স্বপনে জানি না আমি নাথ হবেন বনগামী,
এসে কূলের কাছে ডুব্‌ল তরণী, কি কপাল রে॥ ৫৪৬ ঐ

[কৌশল্যার উক্তি।]

কেন কেন রাম আজ তোর এ বেশ ধারণ,
কও বিবরণ।
দেখে হলো আমার প্রাণ বিকল,
বল কেন অঙ্গে বল্কল,

দুঃখে বুক (ও বুক ফেটে যাররে, হায় মা হয়ে কি সইতে পারি)
দুঃখে চক্ষে বারি আমার না হয় নিবারণ ॥
কোথা রে তোর রাজ-বসন ভূষণ,
সন্ন্যাসীর বেশ কেন করি আমি দরশন,
শুন রে আমার কথা শোন, কেন চক্ষে বারি বর্ষণ,
(কেন চাঁদ বদন মলিন বাপ তোর)
ওরে কে তোর বসন কল্লে হরণ,
কে দিলেরে নিদ্রাকালে গৃহে হুতাশন ॥ ৫৪৭

মতিলাল রায়।

সীতাহরণ :

[মুনিপত্নীর উক্তি।]

হয়ে রাজকন্তে, কেন কিসের জন্য,
দীনবেশে অরণ্যে গমন।
পরিধান গাছের বাকল বিহনে বিচিত্র বসন ॥
পিতা যার মিথিলা পতি, জগৎ জীবন যার পতি,
তার একি দুর্গতি, হেরে যোগিনী আকৃতি,
বাহির হতেছে জীবন।
মণিময় অলঙ্কারে যে অঙ্গেতে শোভা করে,
বর্ণ হেরে স্বর্ণ হারে ;
সে অঙ্গেতে কেমন করে, করে বিভূতি ভূষণ ॥ ৫৪৮

শ্রীপতি চক্রবর্ত্তী।

[শূর্পনখার উক্তি।]

কে তুমি হে জটাধারী বল বল।
ভুবনমোহন রূপে কানন করেছ আলো।

হেরে তোমার মুখশশী, হইল মন উদাসী,
ক'রে ঐ চরণের দাসী, তাপিত প্রাণ কর শীতল।
সুধাংশু জিনি বদন, ভস্মে কর আচ্ছাদন,
নবীন বয়সে কেন সন্ন্যাসী হয়েছ বল ॥ ৫৪৯

শ্রীপতি চক্রবর্ত্তী।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

লক্ষণ রে, কোথা রে এসে রাখ আমার প্রাণ।
এ ঘোর বিপদ কালে দেরে আমায় দরশন ॥
মায়াবী পাপ নিশাচরে, সঙ্কটে ফেলেছে মোরে,
দেখা দিয়ে প্রাণ বাঁচারে।
নতুবা জনমের মত জীবনধন আজ হারাইলাম ॥ ৫৫০

ঐ

[সীতার উক্তি।]

এ বিপদে কোথা বিশ্ব বিপদ নাশন।
ওহে জানকী জীবন ॥
মায়াবী পাপ লঙ্কেশে, আসি দুষ্ট যোগী বেশে,
শূন্য বাসে পেয়ে আমায় করিল হরণ।
গিয়ে মৃগ অন্বেষণে, প্রবেশ করি কাননে,
কেমনে দাসীরে হলে বিস্মরণ।
তরিতে এ বিপদ-সিন্ধু, দেখা দাও হে দীনবন্ধু,
কৃপাসিন্ধু করে আমায় কৃপা বিতরণ ॥ ৫৫১ ঐ

[রাবণের উক্তি।]

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

জেনেছি যে পূর্ণব্রহ্ম রামরূপে নারায়ণ।
তথাপি প্রতিজ্ঞা হেতু ত্যজিব না কভু রণ॥
মহিষী বল জানকি, স্বয়ং লক্ষ্মী মা জানকী,
তাঁর কোপে বলিব কি, দগ্ধ হয় ত্রিভুবন।
কিবা কর অনুমান, রুদ্র অংশ হনুমান,
ছদ্মবেশে লঙ্কাপুরে, করেছিল আগমন॥ ৫৫২

কালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী।

প্রসাদীসুর—একতালা।

এবার রাবণ রাজা খেল্‌চে দাবা।
রাম টিপ্‌চে বড়ে সামাল হাবা॥
(তোর) দোষে রামের হস্তগত,
হয়েছে বিভীষণ দাবা ;—
তার মন্ত্রণায় রাম চাল্‌চে বড়ে,
তোর এখন আর মিছে ভাবা।
(ঐ যে) আস্‌চে রুকে অঙ্গদ ঘোড়া,
ওর কাছে আর কোথায় যাবা,
ওরে রাম রাজা কি হয় সাধারণ,
রাম জগতের বাবার বাবা॥ ৫৫৩ ঐ

বাহার খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কত নেচেছিলো ময়ূরী সনে।
ফুল্ল প্রাণে মরি মধুর তানে,
কত গাইত শাখী শিরে পাখীগণে।
ফুল ফুল, সখীছলে, হাসি হাসি সম্ভাসি প্রাণ খুলে,
হাসি হাসি আঁখি, আঁখি নীরে ভাসি,
কিশোর কথা কত জাগিত মনে।
নাথসনে সখি গহন বনে॥ ৫৫৪

গিরিশ্চন্দ্র ঘোষ।

টোরি ভৈরবী—আড়াঠেকা।

লজ্জা রাখ শিবরাণি, ও মা লজ্জা নিবারিণী।
গর্ভবতী পতিহারা বনমাঝে পাগলিনী,
ঘোরা যামিনী, দুঃখিনী একাকিনী,
চিত চমকে মা তমনাশিনী।
বন শ্বাপদ সঙ্কুল, ও মা পরাণ আকুল,
রাখ অকূলে তনয়ারে তারিণী।
অবলায় রাখ গো রাঙ্গা পায়,
তারা তাপহরা দীন জননী॥ ৫৫৫ ঐ

বেহাগ।

চিন্তামণি চরণাম্বুজ চিত,
ভূখা ভূখা রহো পিও রামনাম সুধা,
গাও তো রামনাম, জপত রামনাম,
বোলত রামনাম, বদন ভরি ভরি।

ধনুধারী পাপতাপহারি,
নারায়ণ মদন মান মথন রে ॥ ৫৫৬

গিরিশ্চন্দ্র ঘোষ।

রামকেলী—দাদরা।

রামনাম গাওরে বনের পাখী।
প্রাণ ভরে আয় রাম বলে ডাকি ॥
রামনাম গাওরে বীণে, নামের গুণে ভাসে শীলে,
রামনাম গেয়েছিল বনের যত বানর মিলে,
গুহ প্রেমের ভরে নাম গেয়েছে,
পেয়েছে নীল কমল আঁখি ॥ ৫৫৭ ঐ

পুরবী—আড়াঠেকা।

মনদুঃখ শুন যামিনী।
শুন শুন তরুলতা, সীতার দুঃখের কথা,
সমীরণ শুন শুন দুঃখের কাহিনী।
শুন শুন তারামালা তাপিত প্রাণের জ্বালা,
নিদয় বিধাতা মন কাঁদে অভাগিনী ॥ ৫৫৮ ঐ

শ্রীরাগ।

জয় জানকীরঞ্জন, জয় রঘুনন্দন,
জগজ্জনতারণ, জয় রাবণারি।
জয় বনচারি, জয় ধনুধারি,
হরধনুভঞ্জন, দুর্জ্জনশমন,
মধুসূদন দর্পহারি ॥ ৫৫৯ ঐ

পৌরাণিক সঙ্গীত।

হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যান।

[শব্যার উক্তি।]

ললিত—আড়াঠেকা।

হায় কি হলো কোথা গেল আমার হৃদিভূষণ।
প্রাণের রোহিত মম নয়ন মনোরঞ্জন॥
হয়ে রাজার রমণী, হলেম পরিচারিণী,
শেষেতে হারাতে হ'ল, প্রাণের তনয়ধন।
কোথা মম প্রাণপতি, অযোধ্যার নরপতি,
কোথা আমি কোথা মম জীবন রতন;
জলিছে হৃদি আমার, প্রবোধ না মানে আর,
এ দেহ করিয়ে ছার, করিব দুঃখ নির্ব্বাণ॥ ৫৬০

কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়।

[সাবিত্রী সত্যবান।]

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কোথা গেলে প্রাণনাথ অভাগী কাঁদে কাননে।
ফুরাল কি জীবলীলা কঠোর কাল শাসনে॥
কে আছে আমার আর, তোমা বিনে শূন্যাকার,
কানন কমলাশ্রম সকলি হেরি নয়নে।
উঠ নাথ কথা কও, তাপিত প্রাণ জুড়াও,
নিবিড় আঁধারে কেন পড়িয়ে থাক বিজনে॥ ৫৬১

অতুলকৃষ্ণ মিত্র।

আলেয়া—জলদ তেতালা।

এস না শমন আর লইতে অধিনীধনে।
হৃদয়ে রাখিব সদা, হৃদয়ের রতনে॥
কালনিশি নীলাম্বরে, ঘিরেছে তাপসবরে,
অভাগিনী অন্তহারে, ত্যজ অন্তকাল ;—
শোকনীর উপহার দিতেছি তব চরণে॥ ৫৬২

অতুলকৃষ্ণ মিত্র।

ভৈরবী—একতালা।

চিরদিন কখন সমান না যায়।
সুখ দুঃখ দেখ প্রত্যক্ষ সকলি জলবিম্ব অল প্রায়॥
অদৃষ্টের গুণে কি জানি কি করে, (ক্ষণে)
পাণ্ডুপুত্র পাশা খেলি গেল বনে।
অজ্ঞাতে রহিল বিরাট ভবনে, দাসত্বে কাল কাটায়।
অদৃষ্টের লিপি কে খণ্ডাবে বল, তার সাক্ষী দেখ মহারাজা নল,
রাজ্যভ্রষ্ট হ'ল, দময়ন্তী হারাল, শনির কোপে কষ্ট পায়।
দেখ হে ভূপতি, অযোধ্যার পতি,
রাজা হবে রাম, বনে হ'ল গতি,
পঞ্চবটী বনে, দুষ্ট দশাননে, সীতা সতী হরে লয়॥ ৫৬৩

প্যারিমোহন কবিরত্ন।

ঐতিহাসিক সঙ্গীত।

[অভিমন্যু বধ।]

উঠ উঠ বীরবর, চল অমর ভবনে।
অমাময় চন্দ্রলোক, হায়, তোমার বিহনে॥

চল হে বিমল বিভা, উজলিতে দেব সভা,
চল হে ত্রিদিব ধামে, আরোহী এ দিব্য যানে।
ষোড়শ বরষগত, শাপ তব বিমোচিত,
চল চল চন্দ্রলোকে, কেন হে ধরাশয়নে ॥ ৫৬৪

প্রমথনাথ মিত্র।

[কমলে কামিনী।]

ললিত বিভাস—আড়াঠেকা।

এই যে ছিল কোথায় গেল কমলদল-বাসিনী।
লোকলাজ ভয়ে বুঝি, লুকাল শশীবদনী ॥
এই যে দেখি কালীদয়, সকলিত জলময়,
কালী যদি সদয় হয়, তবে জীবন রয়;—
কোথায় গেল সে সুন্দরী, কোথা বা লুকাল করী,
এ মায়া বুঝিতে নারি, (বুঝি জ্ঞান হয় হরঘরণী) ॥ ৫৬৫

কিশোরীমোহন শর্ম্মা।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

কার সাধ্য ও মা সীতে, তব বন্ধন ঘুচিতে,
তুমি সীতে তুমি অসীতে, তুমি অন্নদা কাশীতে।
অসীতা রূপে অসি-ধরা, দনুজ-কুল নাশ করা,
সীতারূপে এসেছ ধরা, রাবণকুল নাশিতে।
দেহি অন্ন দানে দেহি, বিশ্বমাতা বৈদেহী,
ভব-ক্ষুধা নিবৃত্ত কর, আর দিওনা আসিতে।
যদি কৃপা না কর দীনে, অন্নাদি বসন দানে,
দাশরথিরে হবে নিদানে চরণ-দানে তুষিতে ॥ ৫৬৬

দাশরথী রায়।

আলেয়া—একতালা।

কি হ'লো মরি! একি রে নয়নে হেরি,
কি লয়ে কোন্ মুখে ফিরে, যাব আর হস্তিনাপুরী।
ঐ দেখ হে মীনকেতু, একমাত্র বংশসেতু;
ছিল প্রাণের বৃষকেতু, নাশিল দুরন্ত অরি।
যাত্রাকালে মা আমারে, সঁপে দিয়েছেন কুমারে,
কি ব'লে জুড়া'বে তাঁরে, বিফল আর এ জীবন ধরি॥ ৫৬৭

মনোমোহন বসু।

[ভীষ্মের শরশয্যা।]

ভৈরবী—পোস্তা।

মরি রে প্রাণকুমার আমার, এ দশা তোর কে করিল।
এই বিশ্বমাঝে কোন্ পাষণ্ড ভীষ্ম-জননী নাম ঘুচাল॥
জানিরে তোর ইচ্ছা-মরণ, এ দশা তোর কিশের কারণ,
ওরে জীবন-ধন, দুঃখিনীর অঞ্চলের নিধি, কোন্ পাষণ্ড হরে নিল।
দেখে রে তোর জীর্ণ দেহ, কার কি হলো না মোহ,
তোর মাতামহ জগদিষ্ট সেই শ্রীকৃষ্ণ,
বল দেখিরে কোথায় ছিল॥ ৫৬৮ অজ্ঞাত।

[অজ্ঞাত বাস।]

সরফরদা—ঢিমে তেতালা।

রক্ষ রক্ষ আজ নারায়ণ।
এ বিপদে কর পরিত্রাণ॥
শুন ওহে দয়াময়, তুমি বিপন্ন আশ্রয়,
সকলি ঘটিছে হরি তোমারি মায়ায়,
কোন্ মহাপাপে নাথ কর এত বিড়ম্বন।

তব নাম উচ্চারণ, করে বিপদে যে জন,
তাহার মঙ্গল হয়, বেদের বচন—
মরি তাতে ক্ষতি নাই, হাসাও মা শত্রুগণে।
কোথা হবো রাজ্যেশ্বরি, কোথা সুদেষ্ণা কিঙ্করী,
হইয়ে দুঃখেতে কাঁদি, দিবস শর্ব্বরী,
তবু তব মনোবাঞ্ছা হ'ল না কি পূরণ।
কোথা রাজা যুধিষ্ঠির, কোথা বীর বৃকোদর,
আসিয়ে দেখ হে তব দুর্গতি পত্নীর—
মৃত্যুকালে বড় সাধ, দেখি পতি-শ্রীচরণ॥ ৫৬৯

যোগীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

[সুভদ্রা হরণ।]

পিলু—ঠুংরি।

এতেক দিনের পরে আশা পুরাব,
সবে মিলি মোরা আনন্দে ভাসিব।
সখীর পাশে মোরা সকলে,
নাগরে হেরিয়ে মন সাধে নয়ন জুড়াব॥ ৫৭০

অজ্ঞাত।

পিলু খাম্বাজ—খেমটা।

মোহন গুণমণি রতন হারে।
নবীন জীবন নবনলিনী, দিনু তুলিয়া তব করে।
রেখ সযতনে, এ সতী রতনে,
সাজা'য়ে বনে বনহারে॥ ৫৭১ অজ্ঞাত।

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

সুমন্দ হিল্লোলে আজি প্রেমসমীর বহিল,
খেলিছে মালতী সনে হেরে নয়ন মোহিল।
বিধাতা হইও সহায়, যেন হে লতিকায়,
ছিন্ন ভিন্ন নাহি করে, অনিল হয়ে প্রবল। ৫৭২
অজ্ঞাত।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

দিলাম বাঁধিয়ে কবরী।
কিবা চাঁচর চিকুর শোভে মরি মরি॥
নীলাম্বর মাঝে যেন শরতের শশী,
তেমতি আননে তব শোভিছে সুন্দরি।
আসিয়ে তোমারি পাশে ও গো জলেশ্বরি,
মোহিত হইবে নাথ হেরিয়ে মাধুরী॥ ৫৭৩ অজ্ঞাত।

পিলু—ঢং।

আজি গো সজনি তোমায় সাজাইব যতনে,
যেখানে যে শোভা পায় সেই সেই রতনে।
বেঁধে দিব কেশপাশ ও গো চন্দ্রবদনে,
অঞ্জন পরায়ে দিব সচঞ্চল নয়নে।
পরাব চিকণ মালা গেঁথে নব প্রসূনে,
শোভা হেরি রতিপতি পড়ে রবে চরণে॥ ৫৭৪
অজ্ঞাত।

[দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ।]

জয়জয়ন্তি—একতালা।

খেল না খেল না পাশা হে ধর্ম্ম রাজন,
পাশায় সর্ব্বস্ব হারি হইবে নিধন।

সময় গুণে সব যাবে, ধন যাবে, মান যাবে,
শেষেতে কলঙ্ক হবে, আছে কপালের লিখন।
নলরাজা দময়ন্তী, পাশাতে হয় কতই শাস্তি,
রাজ্যধন সব গেল করে অরণ্যে ভ্রমণ।
পাশাতে পড়িলে আড়ি, রাজ্যধন সব ছাড়ি,
হতে হবে বনচারি অতি খল দুর্য্যোধন॥ ৫৭৫

বিশ্বনাথ দে।

গায়া ভৈরবী—একতালা।

আমি কেমন করে নারী হয়ে যাইব সভায়।
কি করিব কোথা যাব কি হবে উপায়॥
একে আমি কুলনারী, ঘরের বাহির হ'তে নারি,
হায় কি করিলে হরি, ঘটালে ঘোর দায়।
এই কপালে মোর ছিল, লজ্জা মান সব গেল,
বরঞ্চ মরণ ভাল, বুক ফাটি যায়॥ ৫৭৬ ঐ

বারোয়া—ঠুংরি।

হরি দয়াময়।
চিত্তে পালে চিন্তামণি তবে কি বিপদ রয়।
ভক্তাধীন নাম ধরে, ভক্ত ডাকলে রইতে নারে,
ভক্তিভাবে ছাওয়াল হয়ে, নন্দের বাধা মাথায় বয়।
বিশ্বনাথের এই বাণী, সদায় ডাক চিন্তামণি,
জুড়াবে প্রাণী;—
হরি হরি হরি ব'লে যেন আমার প্রাণ যায়॥ ৫৭৭ ঐ

পৌরাণিক সঙ্গীত।

[প্রহ্লাদের উক্তি।]

ললিত—আড়খেম্‌টা।

কোথায় আছ নারায়ণ।
অস্ত্রাঘাতে মরি প্রাণে রক্ষ বিপদভঞ্জন॥
তোমা বিনে নাহি জানি, তুমি সবার অন্তর্যামি,
ঘোর বিপদে পড়ে প্রভু ডাকি তোমায় অনুক্ষণ॥
ডাকি আমি বার বার, রক্ষা কর গদাধর,
তুমি না রাখিলে মোরে, কে করে রক্ষণ।
বিশ্বনাথের এই বাণী, ভয় কি প্রহ্লাদ গুণমণি,
তোমারে করিবে রক্ষা শ্রীমধুসূদন॥ ৫৭৮

বিশ্বনাথ দে।

পাহাড়ী—লোফা।

আয় আয় আয় গুটিগুটি চলি,
আয় আয় আয় ধবলী শ্যামলী,
ওরে গোলক ত্যজে আস্‌বে হরি ধরাতলে।
হরি রাখ রাঙ্গা চরণকমলে, হরি হে হরি হে;
ধেনু শুনরে ওই ভক্ত ডাকে হরি ব'লে।
ভক্ত হৃদয় ভরি, শোন বাজিছে বাঁশরী,
ডাক্‌লে হরি রইতে নারি,
রাঙ্গা চরণকমল দেয় তারে,
প'ড়ে বিপদে, শুন ভক্ত ডাকে বারে বারে,
রুণ রুণ রুণ নূপুর বাজে, ভক্ত হৃদয়ে তার বাজে,

কানু বিভোর, ধেনু নেহার, কানু চলে ঢলে ঢলে,
বনমালা দোলে গলে, কানাই প্রেমে ভাসে নয়নজলে ॥ ৫৭৯

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

[যবন কর্ত্তৃক আক্রমণ সময়ে রাজপুতগণের উক্তি।]

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

আয় লো সজনি ত্যজি সুখ নিকেতন,
চিতানলে চিতানল করি নিবারণ।
ঘটিল যে পরমাদ, পরাণে নাহিক সাধ,
বিধাতা সাধিল বাদ, সুখ আশ অবসাদ,
বিনা স্বাধীনতা ধন ;—
চিতায় চিতের সাধ ফুরাল এখন ॥ ৫৮০

কুঞ্জবিহারী বসু।

[প্রতাপ সিংহ।]

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

ধন্য হে প্রতাপ সিংহ ক্ষত্রকুল ধুরন্ধর,
তব নাম নিরবধি রবে ভারত ভিতর।
প্রবল সম্রাট ভয়ে, রাজগণ ভীত হয়ে,
অনায়াসে যবন করে, দিল সবে রাজকর।
কিন্তু তুমি সে সময়ে, সামান্য সামন্ত লয়ে,
রহিলে অটল হয়ে, করিলে মহা সমর।
তব ভয়ে শশঙ্কিত, সর্ব্বদা আকবর চিত,
কৌশল করিয়া কত, তোমা বাধ্য করিবার।

তৃণশয্যা করি সার, বনফল মূলাহার,
তথাপি অধীন হ'তে, নাহি হলে অগ্রসর।
যতদিন রবে ক্ষিতি, তব এই যশ খ্যাতি,
ঘোষিবে পৃথিবীময়, ধন্য প্রতাপ বীরবর॥ ৫৮১

অভয়াচরণ ভট্টাচার্য্য।

সুরট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কেন যোগীবেশে ভ্রম এ বিজন কাননে,
না জানি কোন্ অভাগিনী, কাঁদে তোমা বিহনে।
কেন ধরিয়াছ ধনু, ভ্রূভঙ্গে ফুল-ধনু,
কটাক্ষ কুসুম-শরে, কেবা স্থির ভুবনে,
অধরে সুধার রাশি, রেখছ কি গোপনে।
অমর নগরবাসী তব প্রেম অভিলাষী,
চল হে হৃদয়ে ধ'রে লয়ে যাই যতনে,
নন্দন কানন মাঝে, সুরগণ সদনে॥ ৫৮২

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

বেহাগ মিশ্র—একতালা।

রতন-আসনে রতন-ভূষণে যুগল রতন রাজে,
চরণে নূপুর, আহা কি মধুর, রুণুঝুনু ঝুনু বাজে।
সবে আঁখি ভরি হেরিয়ে মাধুরী, প্রাণ ভরিয়ে বল হরি হরি,
সুমধুর তানে হরিগুণ গানে নাচিল মধুর সাজে॥ ৫৮৩

রাজকৃষ্ণ রায়।

খাম্বাজ—একতালা।

একি হলো মম দেবর লক্ষ্মণ,
আনন্দে বিষাদ একি কুঘটন।
নৃত্য করে কেন দক্ষিণ নয়ন, কহ হে দেবর ইহার কারণ।
করি অনুমান, প্রভু ভগবান, পীড়িত হয়েছেন, হেন করি মন॥
কেন এলাম আজ বাল্মীক নগরে,
চল চল মোরা যাই গৃহে ফিরে,
দেখে চিন্তামণি ওহে গুণমণি,
আস্‌্যো পুনর্বার মুনি তপোবন॥ ৫৮৪

—— অজ্ঞাত।

টোড়ি মিশ্র—একতালা।

কোথা পঙ্কজমুখী, দুঃখিনী জানকী রহিল।
বুঝি এতদিনে সোণার কমল শুকাইল॥
আমা বিনে নাহি জানে, আছে কি জীবিত প্রাণে,
আর তো জ্বালা সহে না,
অনলে পশিব, সাগরে ডুবিব, তাহে যদি যায় যাতনা;
কেরে হেন নিদারুণ অতি, প্রাণের প্রাণ হরিল॥ ৫৮৫

—— অঘোরনাথ পাঠক।

চৈতন্য লীলা।

[চৈতন্যের উক্তি।]

খাম্বাজ মিশ্র—একতালা।

হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়?
আমি ভবে একা, দাও হে দেখা,
প্রাণসখা রাখ পায়॥

কালশশী বাজালে বাঁশী, ছিলাম গৃহবাসী কল্লে উদাসী,
কুল ত্যজে অকুলে ভাসি,
হৃদ্‌বিহারী কোথায় হরি, পিপাসী প্রাণ তোমায় চায়॥ ৫৮৬
গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

মল্লার মিশ্রিত—একতালা।

রাধা বই আর নাইক আমার,
রাধা বলে বাজাই বাঁশী।
মানের দায়ে সেজে যোগী, মেখেছি গায় ভস্মরাশি।
কুঞ্জে কুঞ্জে কেঁদে কেঁদে, রাধানাম বেড়াই সেধে,
যে মুখে বলে রাধা, তারে বড় ভালবাসি॥ ৫৮৭ ঐ

খাম্বাজ মিশ্রিত—যৎ।

বাঁকা হ'য়ে দেখা দিয়ে কোথায় লুকালে।
প্রাণ মন কেন মজালে॥
সাধে কি কাননে আসি, কেনহে বাজালে বাঁশী,
ছলে ভুলাইয়ে প্রাণ, অকূল মাঝে ভাসালে॥ ৫৮৮ ঐ

কাফি বাহার—একতালা।

অপার হরিনামের মহিমা।
প্রাণ কর শীতল, বোল হরি বোল,
ঘুচ্‌বে মনের কালিমা॥
হরিনামের রসে পাষাণ গলে,

আয় ডাকি আয় হরি ব'লে,
হরি ব'লে ভবে যাই চলে ;—
হরি হৃদয় মাঝে উদয় হবে,
হরি প্রেমের নাই সীমা ॥ ৫৮৯ গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

মুলতানী—জলদ্ একতালা।

প্রাণ গা রে! মন গা রে!
নিখিল ভুবন, ভাবে মগন, হইয়ে ভাবে যাঁরে।
প্রাণায়াম রামনাম, গা রসনা অবিরাম,
ধরাধাম স্বর্গধাম পাবি একধারে।
জলন্ত মরুভূ-মাঝে ভিজিবে সুধাধারে ॥ ৫৯০
রাজকৃষ্ণ রায়।

ভৈরবী—দাদ্রা।

রাম নামের প্রেম বল্‌বো কত,
রামের প্রেমে ত্রিলোক বাঁচে।
যে রাম বলে বাহু তুলে, সেই যেতে পারে রামের কাছে।
(আমার) হৃদয় মাঝে রাম বিরাজে,
বীরের সাজে ধনুকধারী,
বীরের সাজ নয় প্রেমের সাজ
প্রেমরূপ রাম বসে আছে ॥ ৫৯১ ঐ

বিল্বমঙ্গল।

টোড়ি ভৈরবী—একতালা।

চল তাঁরে, সবে মিলে করি দরশন।
ভাবেতে বিভোর হয়ে, প্রেমে প্রাণ মজাইয়ে,
যে জন আসিছে ধেয়ে, সেই মহাজন।
তাঁহারি করুণা বলে, ভব পারে যা'ব চলে,
গুরু দেখাইল পথ (দিয়ে) নূতন নয়ন॥ ৫৯২

শরচ্চন্দ্র সরকার।

পাষাণের ভার নয়রে গুরু,
পাপের ভারই গুরু অতি।
পাপকে আমি ডরাই বড়,
শিলায় আমার কিসের ক্ষতি।
তিল পরিমাণ পাপের ভার,
বইতে পারে সাধ্য কার,
জগৎ কোটী অনেক লঘু, তুচ্ছ পাষাণ রতি রতি॥
কোথায় হরি দাও হে দেখা,
পাপের গিরি মাথায় রাখা,
সাধ্যাতীত মোর,
পায়ে ঠেলে দাও হে ফেলে পাপের পাষাণ পাপীর গতি॥ ৫৯৩

রাজকৃষ্ণ রায়।

সাওন মিশ্র—একতালা।

দিয়ে করতালি, এস হরি বলি, হরিনাম করি গান,
কাল হরি আয় হরি ব'লে, শীতল করি তাপিত প্রাণ।

অলসে দিন ব'য়ে যায়, প্রেমের হরিনাম বলি আই,
রাঙ্গা পায় সঁপি মন কায়;
সুধায় ভাসি, দিবানিশি, সুখে সুধা করিপান॥ ৫৯৪

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

হরি বল্ হরি বল্ হরি বল্ মন।
ছাড় মোহ মায়া ভ্রম ছায়া সংসার স্বপন।
(একবার হরি বল বলরে!)
আয় ভক্তি ভরে, উচ্চৈঃস্বরে,
করি হরি সঙ্কীর্ত্তন॥
(ওরে নেচে নেচে রে)
আমরা প্রেম ভিখারী প্রেমের হরি,
করে প্রেম বিতরণ॥ ৫৯৫

রাজকৃষ্ণ রায়।

বিহঙ্গড়া—জলদ একতালা।

তুলি যাতি যুতি মালা গাঁথিব সই।
মল্লিকা মালতী, তারকা জিনি ভাতি,
তুলি বেলা, গাঁথি মালা,
দিব প্রেমভরে প্রেমময়ী।
পারুলে বকুলে, অকুল ভরি ফুলে,
যতনে বাঁধিয়া দিব বেণী।
চম্পক টগর, পরিমল তরতর,
সারি সারি ফুল্ল নলিনী।
হাসে ফুল ফুল ফুল বাস অবচই॥ ৫৯৬

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।